উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৭৭,৫৩৭.৭২ (+৬২৮.০৪)
নিফটি : ২৪,২৩১.৮৫ (+১৫৩.৫৫)

মৃত্যুর আগে মৌমিতার সঙ্গে প্রেম রাহুলের! ভিডিও পোস্ট অভিনেত্রীর ১০

ছাত্র সংঘর্ষে রণক্ষেত্র যাদবপুর ৩

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
শিলিগুড়ি	৩৫°	২৭°
জলপাইগুড়ি	৩৫°	২৫°
কোচবিহার	৩৪°	২৬°
আলিপুরদুয়ার	৩৫°	২৬°

অধ্যক্ষকে ২৭ কোপ, গ্রেপ্তার দুই ছাত্র ৭

শিলিগুড়ি ৩ ভাদ্র ১৪৩৩ শুক্রবার ৫.০০ টাকা 21 August 2026 Friday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 47 Issue No. 94

পাক চর সন্দেহে জালে আরও দুই

গ্রেপ্তারের পর প্রদীপ্তকে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ।

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

২০ অগাস্ট : পাক গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই-এর জাল উত্তরবঙ্গের অনেকটাই গভীরে।

বুধবার রাতে এসটিএফের (স্পেশাল টাস্ক ফোর্স) অভিযানে দিল্লি থেকে আইএসআই চর সন্দেহে শিলিগুড়ির বাসিন্দা প্রদীপ্ত বসু গ্রেপ্তার হয়েছে। সূত্রের খবর, দিল্লির একটি বেসরকারি ফার্মে চাকরি করলেও তার আড়ালে সে স্পাই নেটওয়ার্ক চালাত। কোচবিহারের সাহেবগঞ্জ থানায় সাতজনের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া অভিযোগে প্রদীপ্ত অন্যতম মাথা। তিনদিনের ট্রানজিট রিমান্ডে তাকে দিনহাটায় আনা হয়। বৃহস্পতিবার দিনহাটা আদালতে তোলা হলে বিচারক তার আটদিনের এসটিএফ হেপাজতের নির্দেশ দেন।

সাহেবগঞ্জে একের পর এক পাক জঙ্গি-যোগে গ্রেপ্তারের ঘটনায় উত্তরবঙ্গ হাই অ্যালার্টে রয়েছে। বর্তমানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা উত্তরবঙ্গে রয়েছেন। গত সপ্তাহে ইসলামপুরের পাঞ্জিপাড়া থেকে গ্রেপ্তার হওয়া সফিকুল ইসলামও এসটিএফ হেপাজতে রয়েছে। এবার 'পাক চর' ও সাহেবগঞ্জ যোগসূত্র ধরে বৃহস্পতিবার ইসলামপুরের বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া পাটাগড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন দাপুটে ব্লক সভাপতি জাকির হুসেনের ভাই ফজলে রব্বিকে এসটিএফ গ্রেপ্তার করে। ওই এলাকাতেই তার বাড়ি। তৃণমূল কংগ্রেস সরকারে থাকাকালীন সাপের বিষ পাচারেও ফজলের নাম জড়িয়েছিল। দাদা শাসকদলের ব্লক সভাপতি থাকায় পুলিশকে 'ম্যানেজ' করে সে যাত্রায় ফজলে রক্ষা পেয়েছিল বলে অভিযোগ। এবার 'পাক চর' হিসেবে তার সক্রিয়তার কথা প্রকাশ্যে আসায় এলাকাবাসী হতবাক।

শুক্রবার সাহেবগঞ্জ থানা থেকে সফিকুলের পাশাপাশি রশিদুল হক ও নুর নাসিরুদ্দিন আলিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। রশিদুল দিনহাটা-২ ব্লকের কুর্শাহাটের থরাইখানা, নুর নাসিরুদ্দিনের তুফানগঞ্জের চৌখুশি ও সফিকুল উত্তর দিনাজপুরের পাঞ্জিপাড়ার বাসিন্দা। রবিবার সীমান্তবর্তী দিঘলটারি থেকে মিঠু রহমানকেও গ্রেপ্তার করা হয়। চারজনের বিরুদ্ধেই ভারতীয় সিম কার্ড বাংলাদেশ হয়ে পাকিস্তানে পাচার এবং জাল টাকা ভারতীয় বাজারে ছড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। আইএসআই ওই সিম ভারতবিরোধী নানা কাজে ব্যবহার করত বলে তদন্তকারীদের সন্দেহ।

দিল্লি থেকে ধৃত প্রদীপ্তর ল্যাপটপে জাল টাকার ছবি এবং

এরপর আটের পাতায়

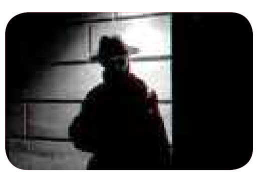

- পাক চর সন্দেহে দিল্লি থেকে গ্রেপ্তার শিলিগুড়ির প্রদীপ্ত বসু
- পাটাগড়ায় ধৃত তৃণমূলের প্রাক্তন দাপুটে ব্লক সভাপতি জাকির হুসেনের ভাই ফজলে রব্বি
- প্রদীপ্ত ও ফজলে কীভাবে এই নেটওয়ার্কে যুক্ত হল তা এসটিএফ খতিয়ে দেখছে

৩ দিনের সফরে শিলিগুড়িতে পা রাখলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। বাগডোগরা বিমানবন্দরে।

'অ্যাসিড' হামলা ৬ জনকে

আশরাফুল হক ও অরুণ ঝা

গোয়ালপোখর ও ইসলামপুর, ২০ অগাস্ট : দীপিকা পাড়ুকোন অভিনীত 'ছপাক' সিনেমাটির কথা মনে আছে? অ্যাসিড হামলায় জখম লক্ষ্মী আগরওয়ালের জীবন অবলম্বনে ছবিটি তৈরি হয়েছিল। সেই হামলার পর তরুণীর জীবন কতটা প্রতিকূল হয়ে উঠেছিল, তা সিনেমাটি যাঁরা দেখেছেন বা লক্ষ্মীর বিষয়ে জানেন, তাঁরা জানেন। বৃহস্পতিবার বিকেলে উত্তর দিনাজপুরের গোয়ালপোখরে মাজার সংলগ্ন এলাকাতেও একই ধরনের হামলা হয়। বাইকে চেপে আসা দুই অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতী পরিবারের ছ'জন সদস্যকে লক্ষ্য করে একটি অ্যাসিড জাতীয় তরল ছুড়ে চম্পট দেয়।

মহকুমা হাসপাতাল সূত্রে খবর, জখম ছয়জনের মধ্যে পাঁচজনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এক তরুণী বেশি জখম হওয়ায় তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করে চিকিৎসা চলছে। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, প্রাথমিকভাবে একে অ্যাসিড অ্যাটাক বলেই মনে হচ্ছে। তবে ব্যবহৃত অ্যাসিড উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন না হওয়ায় ক্ষতি তেমন হয়নি। ইসলামপুরের পুলিশ সুপার রাকেশ সিং বলেন, 'দুষ্কৃতীরা একটি তরল ছুড়ে পালিয়েছে। তা আদৌ অ্যাসিড কি না তা তদন্তসাপেক্ষ। আমরা গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছি।'

আহত এক তরুণী জানান, এদিন বিকেলে পরিবারের মোট ছয় সদস্য মিলে তাঁরা স্থানীয় এক মাজারে গিয়েছিলেন। দলে এক নাবালিকাও ছিল। বিকেল ৫টা নাগাদ সেখান থেকে টোটোয় চড়ে বাড়ি ফেরার সময় আচমকাই বাইকে চেপে হেলমেট পরা দুই তরুণ তাঁদের সামনে দাঁড়ায়। কিছু বুঝে ওঠার আগেই তারা পরিবারের সদস্যদের লক্ষ্য করে তরল ছুড়ে দ্রুতগতিতে পালিয়ে যায়। সেই তরল ছিটে তাঁর পোশাকে লাগায় তিনি অল্পের জন্য রক্ষা পেলেও, এক আত্মীয় গুরুতর জখম হন।

এরপর আটের পাতায়

DESUN HOSPITAL
বড় হসপিটালের অনেক বিভাগ নার্সিং প্র্যাক্টিক্যালের প্রচুর সুযোগ
বিশদে জানতে ফোন করুন
90 5171 5171
Desun Nursing School & College
Kolkata | Siliguri

রুষ্ট 'অন্নপূর্ণা'রা

মন্ত্রীর বাড়িতে বিক্ষোভ

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ২০ অগাস্ট : রাজ্যে পালাবদলের পর চার মাসও কাটেনি। এর মধ্যেই অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা না পেয়ে কোচবিহার শহরে মন্ত্রী মালতী রাভা রায়ের বাড়ির সামনে প্রায় ১০০ জন মহিলা বিক্ষোভ দেখালেন। বৃহস্পতিবার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের হরেন্দ্রনারায়ণ রোডে প্রায় এক ঘণ্টা ধরে বিক্ষোভ চলে। টাকা না পেলে তাঁরা ফের আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন। অন্নপূর্ণা যোজনা নিয়ে বঞ্চিত মহিলাদের ক্ষোভ যে বাড়ছে, এদিনের ঘটনায় তা অনেকটাই স্পষ্ট। বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর রাজ্যে এই প্রথম কোনও মন্ত্রীর বাড়িতে এমন বিক্ষোভের ঘটনায় পদ্ম শিবির রীতিমতো অস্বস্তিতে পড়েছে। এর আগে তৃণমূল কংগ্রেসের আমলে জেলায় একাধিক মন্ত্রী থাকলেও তাঁদের বাড়িতে এমন বিক্ষোভের নজির খুব একটা নেই। ফলে এদিনের ঘটনাকে দৃষ্টান্ত বলেই সংশ্লিষ্ট মহল মনে করছে। এদিন একাধিকবার ফোন করা হলেও মালতী সাড়া দেননি। তবে দু'দিন আগে তিনি জানিয়েছিলেন, বহু মহিলার এখনও ফর্ম যাচাইয়ের কাজ চলছে। যোগ্যরা টাকা পাবেন বলে তিনি আশ্বাসও দিয়েছিলেন।

অন্নপূর্ণা যোজনা নিয়ে শুরু থেকেই রাজ্যজুড়ে বিভ্রান্তি রয়েছে। তার জেরে প্রায় প্রতিদিনই কোথাও না কোথাও বিক্ষোভ হচ্ছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় নানা পোস্টে ক্ষোভ উপচে পড়ছে। কোচবিহারের প্রশাসনিক আধিকারিকরাও একাধিকবার বিক্ষোভের মুখে পড়েছেন। এই যোজনাটি রাজ্যের নারী ও শিশুকল্যাণ দপ্তরের অধীনস্থ। মালতী রাভা রায় এই দপ্তরেই দায়িত্বে রয়েছেন। প্রকল্পটি নিয়ে খোদ দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীর বাড়িতে বিক্ষোভের ঘটনাকে নজিরবিহীন বলেই মনে করা হচ্ছে।

একদিন আগেই বেশকিছু মহিলা সদর মহকুমা শাসকের দপ্তরে বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন। বৃহস্পতিবার তাঁরা প্রথমে সেখানেই যান। কিন্তু কোনও সদুত্তর না পেয়ে হরেন্দ্রনারায়ণ রোডে মন্ত্রীর বাড়ির সামনে জমায়েত করেন। খবর পেয়ে কোতোয়ালি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পুলিশের সামনেই প্রায় এক ঘণ্টা বিক্ষোভ চলে। মন্ত্রী অবশ্য সেই সময় বাড়িতে ছিলেন না। বিক্ষোভকারীদের দাবি, প্রতিটি যোগ্য মহিলাকে অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা দিতে হবে। পাওয়ার হাউস চৌপথির বাসিন্দা বেবি বণিকের অভিযোগ, 'জুন মাসে প্রথমে অফলাইন এরপর জুলাইয়ে অনলাইনে আবেদন করেছি।

এরপর আটের পাতায়

অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা না পেয়ে মালতী রাভার বাড়িতে মহিলারা।

- অন্নপূর্ণার টাকা না পেয়ে মহিলারা মন্ত্রী মালতী রাভা রায়ের বাড়ির সামনে বিক্ষোভ দেখান
- প্রকল্পের টাকা না পাওয়ায় খোদ দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীর বাড়িতে বিক্ষোভের ঘটনাকে নজিরবিহীন মনে করা হচ্ছে
- ঘটনার পিছনে বিরোধীদের হাত রয়েছে বলে বিজেপির দাবি

সব খবর সত্যি নয়

তাই সব খবর আমরা ছাপি না
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

উত্তরের খোঁজে

উধাও চেনা প্রাণ, ফিরছে পুরোনো সেই মডেল

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

রাতের দিকে যাতায়াত করলে একটা ব্যাপার খুব চোখে পড়ছে ইদানীং। রাত সাড়ে দশটা বাজলেই কলকাতার অধিকাংশ রাস্তাঘাট ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। ভোটের ফল বেরোনোর পর থেকেই এই অবস্থা।

রাত এগারোটা নাগাদ রাসবিহারী মোড় থেকে রুবি হাসপাতাল যাচ্ছি একদিন। রাসবিহারী থেকে বালিগঞ্জ ব্রিজ পর্যন্ত রাস্তার দু'ধারে ছোট বড় একটা দোকানও খোলা দেখলাম না। লেক মার্কেটে ফুলের দোকানগুলো পর্যন্ত বন্ধ।

গাড়িচালকরা এই পরিস্থিতিতে অবাক নন। বহু যুগ পর উবারে এক পঞ্জাবি চালকের সঙ্গে ফিরছি বুধবার রাতে। তরুণ। প্রচণ্ড সমাজ সচেতন। একেবারে ঝরঝরে বাংলা বলেন। তাঁর আক্ষেপ, 'নির্বাচনের পর রাত এগারোটার পর প্যাসেঞ্জার পাওয়াই খুব মুশকিল হয়ে গিয়েছে। রাতে গাড়ি নিয়ে বেরোলে লস।'

কোনও বড় মহানগরী এত তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়তে পারে না। এত দ্রুত ঝাঁপ ফেলে দিলে সে বড় শহরই নয়। ভয় আউট, ভরসা ইন- এমন স্লোগানের শহরে তো আরও নয়। কোনও শহরের ঘুমিয়ে পড়াটা প্রাণের অভাবের লক্ষণ। কলকাতার উত্তর থেকে দক্ষিণ যা চলছে, তা কি খুব প্রাণের লক্ষণ? পুলিশ তা হলে কী জন্য, প্রশ্ন তো উঠবেই।

উত্তরের কাশীপুরের বিজেপি বিধায়ক রীতেশ তিওয়ারি প্রকাশ্যেই বলে দিয়েছেন, মুসলিম প্রধান এলাকা জ্যোতিনগরে জল দেওয়া যাবে না! ভাবুন তো, শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ কখনও বলতে পারবেন, দ্বারভাঙাটোলায় আমি জল দেব না? মালদার বিধায়ক অম্লান ভাদুড়ি কখনও বলবেন, মীরচক এলাকায় আমি জল দেব না?

তাঁদের মুখে এমন কথা শোনা যাবে না। কারণ শিক্ষায় বাঁধে। কিন্তু কাশীপুরের বিধায়কের সেটা শিক্ষায় বাঁধে না। তাঁর দাবি, ওখানে নাকি বাংলাদেশিরা থাকেন।

প্রমাণ কোথায়! প্রমাণ ছাড়া এসব বলে দেওয়া যায় কি!

এরপর আটের পাতায়

পশ্চিমবঙ্গ
ন্যায় সংহিতা প্রদর্শনী

ন্যায় সংহিতা
পাঁচটি স্তম্ভ
পরিবর্তিত বিচারব্যবস্থা

ভারতের ফৌজদারি বিচারব্যবস্থায় শুরু হয়েছে নতুন অধ্যায়।
পুরনো আমলের তিনটি আইন বদলে এসেছে তিনটি নতুন আইন।

~~ভারতীয় দণ্ডবিধি, ১৮৬০~~
ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, ২০২৩

~~ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩~~
ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা, ২০২৩

~~ভারতীয় সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২~~
ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম, ২০২৩

এখন পুলিশ, ফরেনসিক বিজ্ঞান, মামলাপদ্ধতি, বিচারব্যবস্থা এবং সংশোধনাগার পরিষেবা আধুনিক প্রযুক্তির সহায়তায় একসঙ্গে কাজ করছে, যাতে বিচার আরও দ্রুত, বিজ্ঞানভিত্তিক, স্বচ্ছ ও মানবিক হয়।

এই পরিবর্তনের সাক্ষী থাকুন

ন্যায় সংহিতা প্রদর্শনী
২১-২৬ অগস্ট ২০২৬ | কাওয়াখালি গ্রাউন্ড শিলিগুড়ি

শুভ উদ্বোধন
২১ অগস্ট
উদ্বোধক
শ্রী অমিত শাহ
মাননীয় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায়মন্ত্রী
গৌরবময় উপস্থিতি
শ্রী শুভেন্দু অধিকারী
মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গ

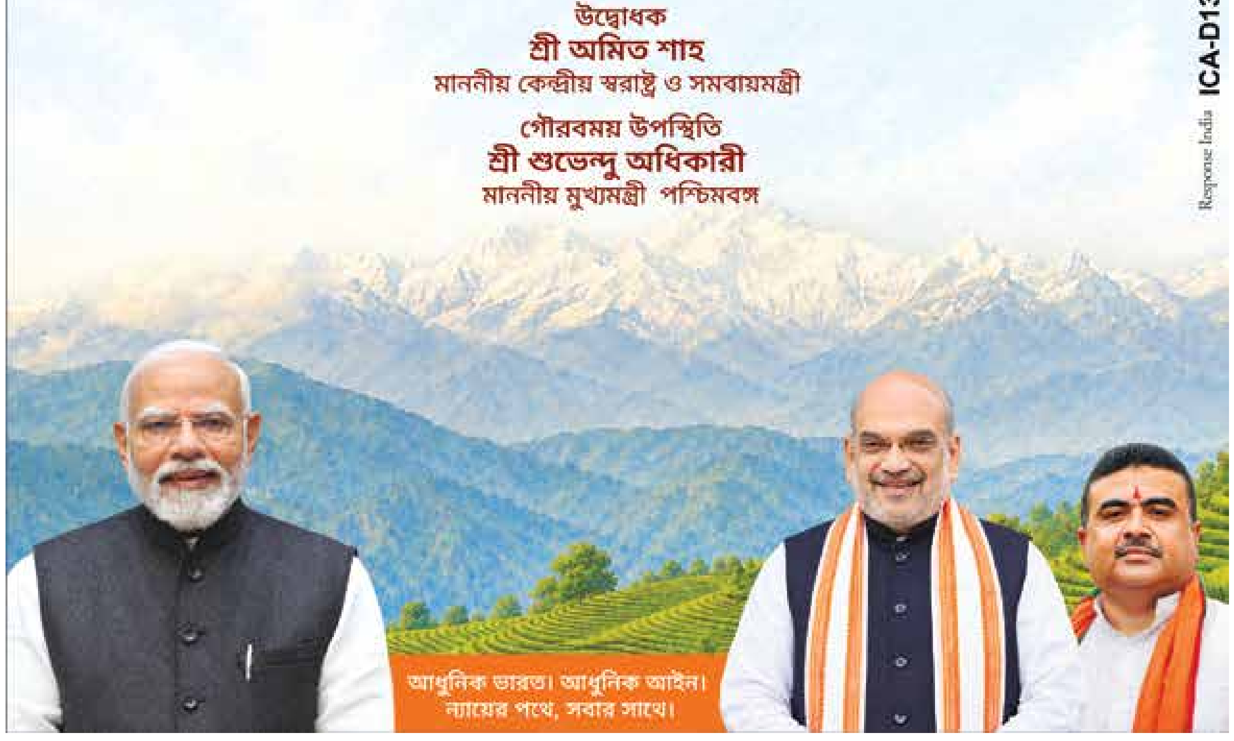

আধুনিক ভারত। আধুনিক আইন।
ন্যায়ের পথে, সবার সাথে।

Response India ICA-D1301(6)/2026

মহার্ঘ চিনি, মিষ্টি কিনতে তেতো মুখ

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ২০ অগাস্ট : 'চিনি কম'- এখন শুধু সিনেমার নাম নয়, বাঙালির পকেটেরও দাবি। মিষ্টির দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে রসগোল্লা, সন্দেশের দিকে তাকিয়ে মন যতই বলুক, 'আর একটা নেব?' পকেট ততক্ষণে সাবধান করে দিচ্ছে- 'থাক, আজ নয়!' কারণ মিষ্টির স্বাদ জিভে পৌঁছানোর আগেই চিনির বাড়তি দাম তার আঁচ পৌঁছে দিচ্ছে ক্রেতার পকেটে। রসে ডোবানো গরম গরম রসগোল্লা কিংবা কড়াপাকের কালাকাঁদ- মিষ্টি ছাড়া বাঙালির দিন কাটানো দায়। কিন্তু, জিভে জল এলেও বোধহয় এবার লাগাম পরাতে হবে আমআদমির।

উৎসবের মরশুম শুরু হতে না হতেই রাজ্যজুড়ে চিনির লাগামছাড়া দরবৃদ্ধিতে সিঁদুরে মেঘ দেখছেন শিলিগুড়ির মিষ্টি ব্যবসায়ীরা। বর্তমানে পাইকারি বাজারে ৬২ টাকা কেজি এবং খুচরো বাজারে কিলোপ্রতি ৬৫ টাকায় ঠেকেছে চিনির দাম। তাও আবার এক জায়গায় স্থির নেই। প্রতিদিনই একটু একটু করে বাড়ছে। ব্যবসায়ীদের আশঙ্কা, দুর্গাপুজোর আগেই খুচরো বাজারে চিনির দাম প্রতি কেজিতে ৮০ টাকার গণ্ডি পার করে যেতে পারে। ব্যবসায়ী সংগঠন শীঘ্রই এই বিষয় নিয়ে আলোচনায় বসতে চলেছে। তারপরেই বাড়ানো হবে মিষ্টির দাম। তবে শহরের অসংগঠিত ক্ষেত্রের ছোট মিষ্টির দোকানগুলি ইতিমধ্যেই প্রতি মিষ্টিতে প্রায় ২ টাকা করে দাম বাড়াতে শুরু করে দিয়েছে।

অরবিন্দপল্লির একটি মিষ্টির দোকান থেকে ৫টি রসগোল্লা কিনে অভ্যাসবশে ব্যাগ থেকে ৫০ টাকা বের করে বিক্রেতাকে দিয়েছিলেন স্থানীয় বাসিন্দা কল্পনা দত্ত। টাকা ধরার জন্য বাড়ানো হাত থমকে গেল তাঁর, যখন আরও ১০ টাকা চাইলেন দোকানি। রাতারাতি ১০ টাকার রসগোল্লা ১২ টাকা হয়ে গিয়েছে, টেরই পাননি কল্পনা। তাঁর প্রশ্ন, 'হঠাৎ দাম বাড়ল কেন?' বিক্রেতার জবাব, 'দিদি, চিনির দাম যে হারে বেড়ে চলেছে, তাতে দাম আগেই বাড়ানো উচিত ছিল। বাধ্য হয়ে বাড়িয়েছি।' কল্পনার স্বগতোক্তি, 'ডায়াবিটিস ধরা পড়ায় এমনিই মিষ্টি খাওয়া কমিয়ে দিয়েছি। এবার দামের জন্য পুরোটাই বাদ দিতে হবে।'

হঠাৎ কেন চিনির দাম ঊর্ধ্বমুখী? ব্যবসায়ী মহল এবং সংগঠনগুলির ধারণা, এর মূলে রয়েছে ইথানলের চাহিদা। পেট্রোলে ইথানল মেশাতে প্রয়োজন আখ। আর এই আখই তো আবার চিনিরও কাঁচামাল। ইথানল উৎপাদনকারী কারখানাগুলি কৃষকদের কাছ থেকে বেশি দামে আখ কিনছে। ফলে চিনির কারখানাগুলিতে আখের সংকট দেখা দিচ্ছে। চিনির উৎপাদন কম হচ্ছে। শিলিগুড়ি মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সুভাষ আগরওয়ালও এই ইথানলকেই দায়ী করেছেন চিনির দাম বাড়ার জন্য।

শিলিগুড়ি সুইটস শপ ওনার্স

এরপর আটের পাতায়

বাঙালির মিষ্টিপ্রেমে কোপ পড়তে চলেছে। শিলিগুড়িতে। ছবি : সূত্রধর

শিক্ষকের কলমের খোঁচায় রক্তাক্ত খুদে

রায়গঞ্জ, ২০ অগাস্ট : পড়া না পারার কারণে চতুর্থ শ্রেণির এক পড়ুয়াকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠল রায়গঞ্জে। ওই গৃহশিক্ষকের বিরুদ্ধে রায়গঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে ছাত্রের পরিবার। ঘটনাটি ঘটেছে বন্দর শ্যামাপল্লি সংলগ্ন তেলিপাড়া এলাকায়। অভিযোগকারী শীর্ষেন্দু ঘোষের ছেলে স্থানীয় গৃহশিক্ষক অভিষেক কুণ্ডুর কাছে প্রতিদিন টিউশন পড়তে যেত। বুধবারও পড়তে গিয়েছিল। অভিযোগ, পড়া না পারার জেরে তাকে বেত দিয়ে একই জায়গায় ১০-১২ বার আঘাত করেন শিক্ষক। সেই সঙ্গে পেটে খোঁচা মেরে রক্তাক্ত করে দেন। বিকেল ৫টা নাগাদ ছাত্রটি বাড়ি ফিরে কান্নাকাটি শুরু করলে বিষয়টি পরিবারের নজরে আসে। তার শরীরে আঘাতের চিহ্ন এবং পেটে রক্তের দাগ দেখতে পান পরিবারের সদস্যরা। ওই ছাত্র বলে, 'আমাকে লাঠি দিয়ে এক জায়গায় একাধিকবার আঘাত করা হয়েছে। পেটের মধ্যে কলম ঢুকিয়ে ক্ষতচিহ্ন করে দিয়েছে। আমি ওই শিক্ষকের কাছে পড়ব না।' প্রচণ্ড যন্ত্রণায় ভোগায় তাকে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করানো হয়েছে।

এরপর বৃহস্পতিবার ওই শিক্ষকের নামে রায়গঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে পড়ুয়ার পরিবার। ছাত্রের বাবা বলেন, 'ছেলেকে পড়তে দিয়ে এসেছিলাম। বিকেলে বাড়ি ফিরে কাঁদছিল, বলল মাস্টার মেরেছে। দেখলাম আঘাতটা অনেক বড়। স্যরের বাড়ি গিয়ে জিজ্ঞাসা করায় বলল, কোনও ব্যাপার না, হতেই পারে। আমরা অভিযুক্তের শাস্তি চাই।' রায়গঞ্জ থানার পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। রায়গঞ্জ থানার আইসি সন্দীপ চক্রবর্তী বলেন, 'ছাত্রের বাবার লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।'

এই বিষয়ে ওই গৃহশিক্ষক বলেন, 'ছাত্রদের শাসন না করলে তারা পড়াশোনা করে না। পরিবারের অনুমতি নিয়েই ওই ছাত্রকে শাসন করা হয়েছে। এই বিষয়টা এত বড় করে দেখার কোনও মানে হয় না। তবুও আমি ক্ষমা চেয়ে নিয়েছিলাম। কিন্তু আমার বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে যেটা খানিক অবাকই হয়েছি। এতে ছাত্রর ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কিত।' উত্তর দিনাজপুর প্রাইভেট শিক্ষক সংগঠনের সদস্য প্রদীপ দাস বলেন, 'কোনও শিক্ষক ছাত্রকে মেরে আনন্দ পাওয়ার কথা নয়। ছাত্রকে যদি নিজের সন্তানরূপে শাসন করে, সেক্ষেত্রে ছাত্রের পরিবারের শিক্ষকের সঙ্গে কথা বলা উচিত ছিল। একজন গৃহশিক্ষকের বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা ঠিক হয়নি। এতে হিতে বিপরীত হতে পারে।'

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই শিশুর অভিভাবক শুধু রায়গঞ্জ থানায় অভিযোগ করেননি, রাজ্য শিশু সুরক্ষা দপ্তরের পাশাপাশি চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটিতেও লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Executive Engineer, Dakshin Dinajpur Highway Division, P.W. (Roads) Directorate invites online e-tender No.-01 of 2026-27. Tender ID: 2026_WBPWD_5019109_1 to 9 Bid submission start date (online): 18.08.2026 from 18:55hrs. Bid Submission closing date (Online): 01.09.2026 upto 14:00 hrs. Corrigendum if any will be published in website only Details of N.I.e.T and Tender documents may be downloaded from http://tenders.wb.gov.in Sd/-Executive Engineer, Dakshin Dinajpur Highway Division Public Works(Roads) Directorate. ICA-T15826(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING TENDER
Bid reference no.-WBMSCL/NIT-703/2026, Dated – 18/08/2026. West Bengal Medical Services Corporation Ltd. is inviting online bids for Construction of Proposed Civil, Plumbing and Electrical works for Model AYUSH OPD Building (G+1) in the district of Uttar Dinajpur (Islampur SHD at Islampur BPHC), West Bengal during the year of 2025-26 (2nd call). Last date of submission of bid (online) – 03.09.2026 up to 12:00 P.M. The tender document can be downloaded from www.wbmsc.gov.in and www.tenders.wb.gov.in on or after 21.08.2026 at 11.00 A.M. Clarification requests, if any may be sent to ee2msc.hfw-wb@gov.in Sd/- Managing Director, WBMSCL & Special Secretary, H&FWD, Govt. of West Bengal. ICA-T15887(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
ABRIDGED TENDER NOTICE
Officer In Charge, Sub-District Industries Centre, Siliguri under the Department of MS&ME and T, Govt. of West Bengal, invites e-tender vide No.: E-NIT No: SUB-DIC-SLG/E-NIT-03/2026-27 dated 19/08/2026 (3rd Call) from eligible manufacturer/ authorized supplier/ Contractor/ agency/ firm/ company from West Bengal or other State for procurement of Plant & Machineries for Shivmandir Wooden Furniture Cluster Industrial Co-operative Society Ltd. Tender Documents and other relevant particulars in details may be seen from http://www.wbtenders.gov.in and http://www.darjeeling.gov.in. Sd/-Officer In Charge, Sub-District Industries Centre, Siliguri. ICA-T15823(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING TENDER
Bid reference no.-WBMSCL/NIT-703/2026, Dated – 18/08/2026. West Bengal Medical Services Corporation Ltd. is inviting online bids for Construction of Proposed Civil, Plumbing and Electrical works for Model AYUSH OPD Building (G+1) in the district of Uttar Dinajpur (Islampur SHD at Islampur BPHC), West Bengal during the year of 2025-26 (2nd call). Last date of submission of bid (online) – 03.09.2026 up to 12:00 P.M. The tender document can be downloaded from www.wbmsc.gov.in and www.tenders.wb.gov.in on or after 21.08.2026 at 11.00 A.M. Clarification requests, if any may be sent to ee2msc.hfw-wb@gov.in Sd/-Managing Director, WBMSCL & Special Secretary, H&FWD, Govt. of West Bengal. ICA-T15798(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Assistant Engineer, Raiganj Sub-Division III, PWD invites online e-tender for 01 (one) no. of road repairing work. e-NIT No. 04 of 2026-27 of Assistant Engineer, Raiganj Sub-Division No.-III, PWD. Tender ID : 2026_WBPWD_5019344_1. Bid submission start date (online) 22/08/2026 from 09:00 a.m. Bid submission closing date (online) 29/08/2026 up to 09:00 a.m. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T. and Tender documents may be downloaded from: https://tenders.wb.gov.in Sd/- Assistant Engineer (Civil), Raiganj Sub-Division-III, PWD. ICA-T15878(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
WRI&DD.e-NIT
Executive Engineer (A-M), Balurghat (A-M) Division invites e-tender for Rewinding, Repairing of 17.5 / 20 H.P Electro-motor for different RLI Schemes and Lifting of Twin Hull Steel Barge at different Major RLI Schemes under Balurghat (A-M) Division in the F.Y 2026-27 vide e-NIT No - 01 / 2026-27, Tender ID- 2026_WRDD_1038901_1; 2026_WRDD_1038901_2; 2026_WRDD_1038901_3 & estimated value Rs.4,69,885.00, Rs.58,241.00 & Rs.58,241.00 respectively and last date of Bid submission-03/09/2026 up to 2 PM. Intending bidders are requested to visit the website http//wbtenders.gov.in for details.
Sd/-
Executive Engineer (A-M)
Balurghat (Agri-Mech) Division
ICA T15889(2)/2026

Notice Inviting e-Tender
e- Tenders are invited vide N.I.E.T No.- 03(e)/PO/K-I of 2026-27 Dated-10.08.2026 by the PO & B.D.O Kaliachak-I B.D.O, Malda on behalf of P&RD Dept.,Govt. of West Bengal, Intending bidders are requested to visit the Block office for details. Last date of application for Tender paper at 27.08.2026 upto 16.55 hours.
Sd/-
Programme Officer & B.D.O
Kaliachak-I Dev. Block,
Malda

NIT
The office of undersigned invites Tender for **E-NOTICE INVITING TENDER No- WB-BLOCK-01/VBG-RAM G/PS/2026-27,** Dated-19/08/2026. Last Date of Bid submission is 05/09/2026 up to 17.00 hrs. For further details please contact the concerned Office of the undersigned.
Sd/- Office of the Programme Officer (VB-G RAM G) &
Block Development Officer
Maynaguri Development Block
Maynaguri :: Jalpaiguri

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
WEST BENGAL HOUSING BOARD
ABRIDGE NOTICE
EOI in Two enveloped system in prescribed form of West Bengal Housing Board as given in web site of W.B.H.B. and https://wbtenders.gov.in are invited by the Deputy Director (EW)-II of WBHB for.Name Of Work:- "Selection of an Agency for Feasibility Study and Preparation of a Detailed Project Report DPR for the Optimum Utilization of 2 Plots at Siliguri Satellite Township Project at Jalpaiguri, Mouza Binnaguri and Matigara, Mouza Boromohan Singh." EOI No :- WBHB/DD(EW)-II/EOI-10/2026-27 &EOI ID : 2026_WBHB_1038840_1. Last Date of closing bid submission 05.09.2026. At 02.00 PM. All particulars and any information & Corrigendum if any, will be published in E-Tendering Website i.e. https://wbtender.gov.in website only. ICA-T15821(3)/2026

O/o The Principal, Malda Medical College, Malda- 732101
Principal Malda Medical College invites an etender for supply of medical books to the office of the Principal Malda Medical College. For more details please see www.maldamedicalcollege.co.in and www.wbhealth.gov.in.
Sd/-
Principal
Malda Medical College
Memo No : 603/DICO/MLD. dt 20.08.2026

বাহন ভাড়া করা
ডাক নং. ডিইএম/২০২৬/বি/৭৯২১৬৩৬ তারিখঃ ১৪-০৮-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: কাজের নামঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের কাটিহার মণ্ডলের অন্তর্গত ক্রু লবি কাটিহার এবং মালদা টাউন অধিক্ষেত্রের অধীনে ২৪ মাসের এক সময়সীমার জন্যে আবশ্যকতা অনুসারে ক্রু লবি থেকে যেকোনো স্টেশন পর্যন্ত এবং ইহার বিপরীত দিশায় লোকো ক্রু এবং গার্ডের দৈনিক পরিবহনের জন্যে প্রত্যেকটি বাহনে ০৬ জন করে ব্যক্তি একই সময়ে পরিবহন করার হেতু কাটিহারে চালক সহিত ০৩ টি নন এসি বাণিজ্যিক বাহন (ডিজেল/পেট্রোল চালিত) ভাড়া করা। টেন্ডার রাশিঃ ৭৪,২৫,৮৮৯.২০/- টাকা। বায়না রাশিঃ ১,৪৮,৬০০/- টাকা। ডাক সমাপ্তির তারিখঃ ০৪-০৯-২০২৬ তারিখের ২১.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ২১.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেন্ডার প্র-পত্র আগামী ০৪-০৯-২০২৬ তারিখে ২১.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.gem.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
জ্যেষ্ঠ ডিইই/ওপি/কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

কাটিহার মণ্ডলে বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণের ঠিকা
ই-টেন্ডার নোটিস নং. কেআইআর-এন-২০২৬-কে-২২ তারিখঃ ১৪-০৮-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: কাজের নামঃ তিন বৎসরের জন্যে আরারিয়া-রহমতপুর, আরারিয়া কোর্ট-রহমতপুর, রহমতপুর-খাওয়াসপুর, খাওয়াসপুর-লক্ষ্মীপুর, লক্ষ্মীপুর-কালিয়াগঞ্জ, কালিয়াগঞ্জ-বিবিগঞ্জ, বিবিগঞ্জ-পাওয়াখালি, পাওয়াখালি-ঠাকুরগঞ্জ খণ্ডে রেলওয়ে মালিকানাধীন সমস্ত ওপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবলের বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণের ঠিকা। টেন্ডার রাশিঃ ৫৪,৬২,৬৯২.০৫/- টাকা। বায়না রাশিঃ ১,০৯,৩০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০৭-০৯-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেন্ডার প্র-পত্র আগামী ০৭-০৯-২০২৬ তারিখে ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম/(এসএন্ডটি)/কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

UTTAR BANGA KRISHI VISWAVIDYALAYA
PUNDIBARI, COOCH BEHAR
Notice inviting E-tender
E-Tender are being invited from reputed agencies for supplying (a) AC Machines, (b) Tissue Culture Rack and (c) Various types of instruments. For details please visit: www.wbtenders.gov.in/ www.ubkv.ac.in
Registrar (Actg.)

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
The Executive Engineer, North Bengal Construction Division, PWD, Siliguri, on behalf of the Governor of West Bengal invites e-Tender for Two nos. work, details of which may be had from the office of the undersigned on working days during the office hours or on website: https://tenders.wb.gov.in or at www.wbpwd.gov.in NIT Ref No : WB/PWD/EE/NBCD/NIT/11/2026-2027 (Sl No. 01). NIT ID : 2026_WBPWD_5019328_1 & NIT Ref No : WB/PWD/EE/NBCD/NIT/11/2026-2027 (Sl No. 02). NIT ID: 2026_WBPWD_5019328_2. Bid submission End Date for the works: 31.08.2026 upto 02:00 P.M. Eligibility: Bonafide Resourceful Contractors. Note:- Any subsequent corrigendum if necessary will be published on website only. Sd/- Executive Engineer (PWD), North Bengal Construction Division, Siliguri. ICA-T15864(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Executive Engineer, PWD, Malda Division, Malda Notice Inviting e-Tender for the work of - Interior decoration at different chambers and rooms at the office of Chief Engineer located at the second floor of the office of S.E., Northern Circle, Mangalbari, Malda under Malda Division, PWD. Tender ID: 2026_WBPWD_5019209_1, Estimated Amount: Rs. 13,42,977.00, e-NIT No. 15 of 2026-27 of the EE, PWD, Malda Division, Malda. Bid submission start date & time (online): 24/08/2026 from 11:00 AM. Bid submission closing date & time (online): 07/09/2026 upto 11:00 AM. Corrigendum if any will be published in website only. Details of e-N.I.T. and tender documents may be downloaded from: http://tenders.wb.gov.in Sd/- Kushan Sikder, Executive Engineer, PWD, Malda Division, Malda. ICA-T15852(3)/2026

न्यायालय ... दिवानी (बैंटवारा) वाद सं०-375/2024 ... सूचना बनाम ... यह सूचना मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय के मुहर से दिनांक– 05.08.2026 को निर्गत किया जा रहा है।

অ্যাফিডেভিট

আমি Sanjoy Roy, পিতা- Santosh Roy, ঠিকানা: নবনগর, পো: ডালিমপুর, থানা: ফালাকাটা, জেলা: আলিপুরদুয়ার। আমার সঠিক নাম Sanjoy Roy, যা আমার ভোটার ও আধার কার্ডে উল্লেখ আছে। কিন্তু ড্রাইভিং লাইসেন্স, নং WB69 20110001884-এ আমার নাম ভুলবশত Sanjay Roy উল্লেখ আছে। তাই ২০/৮/২০২৬ তারিখে আলিপুরদুয়ার E.M কোর্টে অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমার নাম Sanjay Roy থেকে Sanjoy Roy করা হল। (C/123306)

Government of West Bengal
ABRIDGE 1st Corrigendum against e-SNIT No. WBIW/EE/MID/e-SNIT-05/2026-27, Sl. No.-01 Tender Id:-2026_I WD_1038354_1
The **Executive Engineer, Malda Irrigation Division. Green Park, Malda** circulate 1st Corrigendum (Date) of above mentioned e-SNIT. Sl. No.-01 under the head of Emgnt Rest Work SDS (M) work. Last Date of Bid Submission 24-08-2026 & Time upto 12:00 Hrs Details may be had from the office of undersigned. For details visit the site http://www.iwd.wb.gov.in/ & https://wbtenders.gov.in
Sd/-
Executive Engineer
Malda Irrigation Division
Green Park, Malda

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
E-TENDER NOTICE
Assistant Engineer, Islampur Highway Sub-Division, P.W. (Roads) Directorate invites Electronic Tender Notice No. - 04 of 2026-27 of Assistant Engineer, Islampur Highway Sub-Division. Name of Work : 1. Emergent Rain Damage Repairing of Potholes of Symmetry Base Camp to Haptiagacch BOP Road from Ch. 0.00 Km to 4.00 Km (in stretches) under Uttar Dinajpur Highway Division in the District of Uttar Dinajpur. Tender ID : 2026_WBPWD_5019340_1. Estimated Amount : Rs. 3,74,482.00. 2. Emergent Rain Damage Repairing of Potholes and Patch Repairing of Dhamurgachi Kharibari Road from Ch.3.00 Km to 5.45 Km, Ch.6.55 km to 7.65 km and Ch 8.25 Km to 9.00 Km (in stretches) under Uttar Dinajpur Highway Division in the District of Uttar Dinajpur. Tender ID : 2026_WBPWD_5019340_2. Estimated Amount : Rs. 4,92,545.00. 3. Emergent Rain Damage Repairing of Potholes and Patch Repairing of Ramganj Udrail Daspara Road from Ch. 7.00 Km to 8.00 Km and Ch.13.00 Km to 16.00 Km (in stretches) under Uttar Dinajpur Highway Division in the District of Uttar Dinajpur. Tender ID : 2026_WBPWD_5019340_3. Estimated Amount : Rs. 4,97,578.00. Bid Submission start date (online) 21.08.2026 from 2:30 P.M. Closing date of Bid Submission on 03.09.2026 up to 2:30 P.M. Corrigendum, if any, will be published in website only. Details may be seen from the following website- http://tenders.wb.gov.in Sd/- Assistant Engineer, Islampur Highway Sub-Division, P.W.(Roads) Directorate. ICA-T15876(3)/2026

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫৭৬০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫৮৩৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫০৫৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২৩৯৪৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২৩৯৫৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

“শতবর্ষ উদ্‌যাপন”

কদমতলা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় (উ:মা:) জলপাইগুড়ি আসন্ন শতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আগামী ২২/৮/২৬ তারিখে বেলা ১.৩০ এ এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে, আপনাদের উপস্থিতি কাম্য। (C/123122)

কর্মখালি

শিলিগুড়িতে মাল ডেলিভারির জন্য লোক চাই। স্কুটার/বাইক হতে হবে। বেতন - 15000/-, পেট্রোল আলাদা। 8116743501. (C/122985)

•

ওষুধের দোকানে কাজ জানা লোক চাই, বসাক মেডিক্যাল হল, উত্তর ভারতনগর, শিলিগুড়ি, মো : ৯৮৩০-৬৫৫৫১. (C/122984)

•

চা ফ্যাক্টরির জন্য গার্ড ও সুপারভাইজার চাই। বেতন 13,999/-, ডাইরেক্ট জয়েনিং। M:- 8653609553, 7602616901. (C/122986)

হারানো/প্রাপ্তি

আমি অনিতা উরাও, স্বামী: সুভাষ উরাও, গ্রাম: সাতকোদালী, পো: বঞ্চুকামারী, থানা ও জেলা: আলিপুরদুয়ার। আমার স্বামী সুভাষ উরাও, পিতা: গঙ্গারাম উরাও এর ST সার্টিফিকেট, (No: 111/Apd/-1/SC) হারিয়ে গেছে। কেউ পেলে ফোন করুন - 7477438507. (C/123307)

অ্যাফিডেভিট

আমি জ্যোতিপ্রিয় রায়, পিতা- Prafulla Chandra Roy, গ্রাম+পো:- মহিষবাথান, থানা- পুন্ডিবাড়ি, জেলা-কোচবিহার-736179, প: ব: আমার ভোটার কার্ড নং- TSX1600426-এ বাবার নাম ভুলবশতঃ Purafulla Chandra Roy থাকায় গত 19/08/2026 Ld. J.M. 1st ক্লাস সদর কোচবিহার-এর অ্যাফিডেভিট বলে Prafulla Chandra Roy হলো। Prafulla Chandra Roy এবং Purafulla Chandra Roy একই ব্যক্তি। (C/A)

•

আধার কার্ডে আমার নাম ভুল থাকায় 17/8/26 জলপাইগুড়ি নবাববাড়ি জুডিশিয়াল কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Md Sahinur Haque Prodhan এবং Sahinur Haque Prodhan এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। (C/123121)

•

আমার প্যান কার্ড নং AYYPH 1849L আমার বাবার নাম Najrul Miya ভুলবশতঃ নথিবদ্ধ হয়েছে। আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স নং WB63 2011 0858474 প্রদত্ত তারিখ : 29-04-2011 যেখানে আমার বাবার নাম ভুলবশত Najrul Miah নথিবদ্ধ হয়েছে। গত 13-8-26, J.M. 1st Court, সদর, কোচবিহার-অ্যাফিডেভিট দ্বারা Nazrul Mia, Najrul Miya এবং Najrul Miah এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলেন। - Najir Hossain, গ্রাম : এবং পো : খাগড়াবাড়ি, থানা : পুন্ডিবাড়ি, জেলা : কোচবিহার। (C/122649)

অ্যাফিডেভিট

আমি Shova Niogi, W/o, Late Bikash Niogi আমার Voter Card এ (ID No. WB/07/046/39651) আমার নাম Niogi Buribala, W/o, Bikash থাকায় ও Pan Card এ Shova Niogi, D/o, Sudhir Karmokar থাকায়, গত 19.8.26 তারিখে E.M. কোর্ট মালদায় অ্যাফিডেভিট বলে Shova Niogi, D/o Sudhir Karmokar, Niogi Buribala, W/o Bikash থেকে Shova Niogi, W/o, Late Bikash Niogi করা হল। যা উভয়ই এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (C/123454)

•

ড্রাইভিং লাইসেন্স নং WB 63 20170 99 1366 আমার বাবার নাম Ahammed Hosen এর পরিবর্তে Ahammed Hossein নথিবদ্ধ হয়েছে। গত 19-08-2026, J.M. 3rd Court, সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা Ahammed Hosen এবং Ahammed Hossein এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলেন। - Ataur Rahaman, খারিজা ফুলেশ্বরী, পো : পুটিমারি ফুলেশ্বরী, থানা : কোতোয়ালি, জেলা : কোচবিহার। আমার বাবার সঠিক নাম Ahammed Hosen ড্রাইভিং লাইসেন্সে ঘোষণা করতে এই হলফনামা পেশ করলাম। (C/122651)

•

আমি Smt Parbati Shil (Das) W/o Bharat Das Vill+P.O. Satpukuria P.S. Falakata, Dist- Alipurduar আধার কার্ডে আমার নাম, জন্ম তারিখ এবং ঠিকানা ভুল থাকায় গত 19.8.2026 তারিখে আলিপুরদুয়ার 1st Class Judicial Magistrate কোর্টে অ্যাফিডেভিট করে Parbati Shil (Das), Renubala Shil এক এবং Parbati Shil এবং অভিন্নব্যক্তি জন্ম তারিখ 01-05-1935 এর পরিবর্তে 11.01.1994 ঠিকানা- Vil+P.O. Jogendranagar P.S.+ Dist- Alipurduar এর পরিবর্তে Vill+P.O. Satpukuria P.S. Falakata, Dist- Alipurduar করা হল। (B/S)

CINEMA সিনেমা

Now Showing at
BISWADEEP
AWARAPAN-2
*ing : Emraan Hashmi, Disha Patani, Shabana Azmi
Time : 1.15; 4.15 & 7.15 P.M.

Now Showing at
রবীন্দ্রমঞ্চ
শক্তিগড় ৩ নং লেন (শিলিগুড়ি)
AWARAPAN-2
(2nd Week)
Show Time : 12.30; 3.15; 6.30 pm
AC. Audi. with Dolby Sound

COOCH BEHAR PANCHANAN BARMA UNIVERSITY
Panchanan Nagar, Cooch Behar - 736101
Date: 19.08.2026
Two E-tender Published. For details please visit https://wbtenders.gov.in/nicgep/app.
E-Tender ID: 2026_DHE_1038794_1
Tender Title: for Decoration and supply of required materials for the ensuing 5th Annual Convocation, 2026
Closing Date: 28 Aug,2026 upto 6:00 PM
Sd/-
Registrar (Addl. Charge)

KENDRIYA VIDYALAYA GC CRPF SILIGURI
Walk-in-interview
For the Session 2026-27, Kendriya Vidyalaya GC CRPF Siliguri is going to conduct Walk-in- interview for the appointment on purely contractual basis in the post of PRT on 25.08.2026 in KV GC CRPF Siliguri. Interested and Eligible candidates may appear for the interview from 08.00am to 08.30am on 25.08.2026. For detailed information, see the Vidyalaya website: www.crpfsiliguri.kvs.ac.in.
PRINCIPAL

ভারত সরকার
ভাবা অ্যাটোমিক রিসার্চ সেন্টার
মেডিকেল গ্রুপ
রেডিয়েশন মেডিসিন রিসার্চ সেন্টার (আরএমআরসি)
বিএআরসি- কোলকাতা, ডিএই ক্যাম্পাস, অ্যাকশন এরিয়া III-বি, প্লট নং বি/৪
নিউ টাউন, কোলকাতা-৭০০১৬০
সরাসরি সাক্ষাৎকার
অস্থায়ী/ অ্যাডহক ভিত্তিতে একটি (০১) ফার্মাসিস্ট/এ পদে নিয়োগ
রেডিয়েশন মেডিসিন রিসার্চ সেন্টার (আরএমআরসি), ভাবা অ্যাটোমিক রিসার্চ সেন্টার (বিএআরসি), কোলকাতা ৮৯ দিনের জন্য (সর্বোচ্চ দুই মেয়াদে) অস্থায়ী/ অ্যাডহক ভিত্তিতে (অস্থায়ী পদ) একটি (০১) ফার্মাসিস্ট/এ পদে নিয়োগের জন্য ২৭.০৮.২০২৬ (বৃহস্পতিবার) সকাল ১০:৩০ টায় আরএমআরসি, বিএআরসি, কোলকাতা ৭০০১৬০-তে সরাসরি সাক্ষাৎকারের আয়োজন করেছে।
রিপোর্টিং-এর সময় : সকাল ৯:৩০ থেকে ১০:০০ টা পর্যন্ত।
আরও বিশদ তথ্যের জন্য বিএআরসি-এর ওয়েবসাইট www.barc.gov.in-এ পরিদর্শন করুন।
cbc 48165/11/0001/2627

পূর্ব রেলওয়ে
ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি
সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া ডিভিসন, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, ৫ম তল, রেল মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে তিন বছরের জন্য হাওড়া ডিভিসন থেকে যাত্রা শুরু করা ০৭টি যাত্রীবাহী ট্রেনে ০৭টি এসএলআর এবং ট্রেন নং. ১৩০২৫/২৬-এর ১টি আরটিভিপি লিজিংয়ের জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। বিস্তারিত নিয়ম এবং শর্তাবলী সম্বলিত অকশন ক্যাটালগ www.ireps.gov.in-তে পাওয়া যাবে। বর্তমান ই-অকশনের জন্য বিডিং www.ireps.gov.in-তে ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে জমা করতে হবে। ই-অকশন প্রণালীতে অংশগ্রহণের জন্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে মার্চেন্টদের এককালীন রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক। মার্চেন্টদের ক্লাস-III ডিজিটাল সিগনেচার থাকতে হবে। **অকশন ক্যাটালগ নংঃ** পিসিএল-এইচডব্লুএইচ-২৬-৮বি, **কম্পার্টমেন্টঃ** ০৭টি যাত্রীবাহী ট্রেনে ০৭টি এসএলআর এবং ট্রেন নং. ১৩০২৫/২৬-এর ১টি আরটিভিপি, **অকশন শুরুর তারিখ ও সময়ঃ** ২৮.০৮.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো ৩০ মিনিট।
HWH-291/2026-27
পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ANDREW YULE & COMPANY LIMITED
(A Government of India Enterprise)
8, Dr. Rajendra Prasad Sarani, Kolkata - 700 001
CIN : L63090WB1919GOI003229
[Recruitment Advertisement No. 2026/11]
The Company is looking for qualified and experienced candidates to fill up the following positions.

Post Code No.	Position	Location	No. of Post
2026/11	Sr. Expert - Tea Marketing	Kolkata	01
2026/11/01	Expert - Plantation	West Bengal & Assam Gardens	02

For details log on to Company's website http://www.andrewyule.com/current-opening.php

নন ডিজিটাল অ্যাডভার্টাইজিং-এর জন্য ই-নিলাম
আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অধীনে নন ডিজিটাল অ্যাডভার্টাইজিং-এর জন্য ই-নিলাম। বিশদ বিবরণ নিম্নরূপ। **নিলাম ক্যাটালগ নং.:** CAPNONDGTL-8-26, **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (প্রতিটি লটে):** ২৯-০৮-২০২৬ তারিখের ১২.০০ ঘণ্টা, **নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময় :** ২৯-০৮-২০২৬ তারিখের ১২.৩০ ঘণ্টা, **রেট ইউনিট :** বার্ষিক লাইসেন্সিং মাসুল, **ট্রিপ/দিন :** ১৮২৬।

এসইকিউ নং.	লট নং./ ক্যাটাগরি	বিবরণ
এএ/১	এডিভিটি-এপিডিজে-এপিডিজে-ওএসএন-৫২৮-২৬-১ (অ্যাডভার্টাইজিং-স্টেশন চত্বরে (নন-ডিজিটাল))	আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অধীনে স্টেশনের ভেতরে নির্দিষ্ট স্থানে ৫৮টি স্টেশনের স্থানে নন-ডিজিটাল বিজ্ঞাপন, সংযুক্ত এলাকার বিবরণ অনুসারে।

এই প্রেস বিজ্ঞপ্তি ইতিমধ্যে ১৩-০৮-২০২৬ তারিখে ই-নিলাম পোর্টাল www.ireps.gov.in-এর মাধ্যমে আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।
ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সি), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়"

Govt. of West Bengal
Office of the Block Development Officer, Sadar Block, Jalpaiguri
আজ ২১.০৮.২০২৬ তারিখ নিম্নলিখিত সংঘ সমবায়ের নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা ব্লক অফিস সহ রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়, সহকারী রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়, নির্দিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস, সংঘ সমবায়ের অফিসে প্রকাশ করা হলো, বিস্তারিত জানতে ব্লক অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন।
সংঘ সমবায় সমূহ:
1. সাউত বেরুবাড়ি দ্বিগবিজয় মহিলা বহুমুখী প্রাথমিক সংঘ সমবায় সমিতি লিমিটেড
2. নগর বেরুবাড়ি আলোর পথে মহিলা বহুমুখী প্রাথমিক সংঘ সমবায় সমিতি লিমিটেড
3. অরবিন্দ উজ্জলা মহিলা বহুমুখী প্রাথমিক সংঘ সমবায় সমিতি লিমিটেড
Sd/-
সহকারী রিটার্নিং অফিসার
সদর ব্লক, জলপাইগুড়ি

স্টোরস ই-প্রকিউরমেন্ট
সামগ্রী যোগানের হেতু ই-প্রকিউরমেন্ট টেন্ডার নোটিস নং. এস/৬৬/০১১/২৬-২৭ তারিখঃ ১৮-০৮-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে:
টেন্ডার সংখ্যা. কেটি২৬৫৮০১
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ১০-০৯-২০২৬
সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ সিট, ব্যাকরেস্ট এবং আর্মরেস্ট সহিত এয়ারপোর্ট ধরনের স্টেইনলেস স্টিলের ৩ সিটার সিট সহিত চেয়ার সিটিং কর্মস্থলে যোগান এবং স্থাপন। কনসাইনিঃ জ্যেষ্ঠ ডিসিএম/কাটিহার, এনএফআর। **পরিমাণঃ** ৩০৫১ টি।
নোটঃ টেন্ডার নোটিস এবং টেন্ডার প্র-পত্রের সম্পূর্ণ তথ্যের জন্যে টেন্ডারকর্তাগণ (www.ireps.gov.in) ওয়েবসাইটে লগ অন করতে পারবেন। প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণ যারা উপরোক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে চায়, যদি উনারা ইতিমধ্যে আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে পঞ্জীয়নভুক্ত হয়, তাহলে উনারা উপরোক্ত ওয়েবসাইটে নিজেদের লগ অন করতে হবে এবং ইলেক্ট্রনিক্যালি ওনাদের প্রস্তাব দাখিল করতে হবে। যদি উনারা আইআরইপিএসে পঞ্জীয়ন করে নেই, তাহলে ভারত সরকারের আইটি অ্যাক্ট ২০০০ এর অধীনে অনুমোদিত এজেন্সী থেকে ক্লাস-III ডিজিটাল সিগনেচার প্রাপ্ত করার জন্যে এবং উপরোক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করার জন্যে উনাদেরকে পরামর্শ দেওয়া হল।
উপ মুখ্য সামগ্রী প্রবন্ধক, নিউ জলপাইগুড়ি
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

আজ টিভিতে

ঈশানের সম্মান রক্ষায় এবার সূচির মুখোমুখি কুমকুম। **কুমকুম** ১ ঘণ্টার মহাপর্ব সন্ধে ৭.০০ **স্টার জলসা**

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ প্রেমী, দুপুর ১.৩০ নাগপঞ্চমী, বিকেল ৫.০০ মানমর্যাদা, রাত ৮.০০ মানিক, ১১.৩০ ওগো বিদেশিনী
জলসা মুভিজ : সকাল ১০.০০ জামাইবাবু জিন্দাবাদ, দুপুর ১.৩০ দাদা, বিকেল ৪.৪৫ মহাযুদ্ধ, সন্ধে ৭.৩০ মন মানে না, রাত ১০.৩০ ফ্ল্যাট নাম্বার ৬০৯
জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ মহাসতী সাবিত্রী, দুপুর ১২.০০ জীবন যুদ্ধ, ২.৩০ গীত সংগীত, বিকেল ৫.০০ অগ্নিপথ, সন্ধে ৭.৩০ একাই একশো, রাত ১০.০০ বাজি
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ ঋণমুক্তি
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ বড়বউ
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ জামাইবাবু
কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : দুপুর ১২.০৬ হমকো তুমসে পেয়ার হ্যায়, ২.৫২ কুছ কুছ হোতা হ্যায়, সন্ধে ৬.৫৬ গুলাম-ই-মোস্তাফা, রাত ৯.৫৭ বলওয়ান

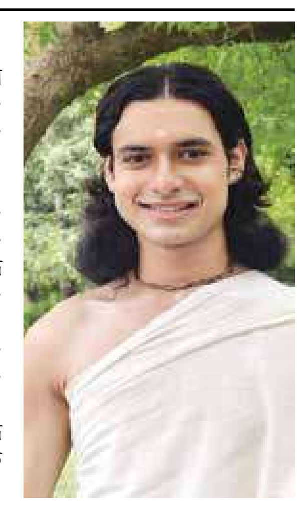

নদের নিমাই সন্ধে ৭.০০ আকাশ আট

ঋণমুক্তি দুপুর ২.৩০ ডিডি বাংলা

কুছ কুছ হোতা হ্যায় দুপুর ২.৫২ কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : আপনার ভুল সিদ্ধান্তের কারণে কাজে বড় ক্ষতি হতে পারে। পড়ুয়ারা শিক্ষাক্ষেত্রে সাফল্য পাবেন। বাতের ব্যথায় ভোগান্তি। বৃষ : যানবাহন খুব সাবধানে চালাবেন। কোনও বন্ধুর কাছ থেকে উপহার প্রাপ্তির সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে ব্যাপক রদবদল হতে পারে। মিথুন : অর্থ উপার্জন ভালোই হবে। কর্মপ্রার্থীরা ভালো চাকরির সুযোগ পেতে পারেন। সামান্য কারণে বাবা-মায়ের সঙ্গে অশান্তি। কর্কট : বিকল্প কাজের সন্ধানে সফল হবেন। স্ত্রীর স্বাস্থ্যের কারণে ভিনরাজ্যে যেতে হতে পারে। প্রেমে সামান্য ভুল বোঝাবুঝি। সিংহ : পারিবারিক শান্তি ফিরবে। ব্যবসায় সামান্য ভুলে বড় লোকসানের সম্ভাবনা। ধর্মে আগ্রহ বাড়বে। কন্যা : কোনও গোপন কথা প্রকাশ্যে আসায় অস্বস্তিতে পড়তে হতে পারে। বাড়ি, জমি কেনার আগে কাগজপত্র ভালো করে দেখে নেবেন। তুলা : কোনও অপরিচিত ব্যক্তির মিষ্টি কথায় ভুলে প্রচুর টাকা খোয়াতে হতে পারে। সামাজিক দায়িত্ব বাড়বে। বৃশ্চিক : অতিরিক্ত বিলাসিতায় প্রচুর অর্থ নষ্ট করে পরে অনুশোচনা। কর্মক্ষেত্রে আপনার পরিশ্রম ও দক্ষতার সুফল পাবেন। ধনু : সংসারে আর্থিক সমস্যায় মানসিক চাপ বাড়বে। ব্যবসায়ীরা এসময়ে বাড়তি ঝুঁকি না নিলেই ভালো। মকর : বাবার শরীর নিয়ে চিন্তা বাড়বে। বন্ধুর দ্বারা কোনও সমস্যার সমাধান হতে পারে। সর্দি-কাশিতে ভোগান্তি। কুম্ভ : বাড়ির কোনও কথা নিয়ে বন্ধুমহলে আলাপ আলোচনা করতে যাবেন না। অপ্রত্যাশিত কোনও খবর পেয়ে আনন্দ। মীন : উচ্চশিক্ষার জন্য সন্তানের বিদেশযাত্রায় বাড়িতে আনন্দ। পারিবারিক সম্পত্তি নিয়ে সমস্যার সমাধান।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৩ ভাদ্র ১৪৩৩, ভাঃ ৩০ শ্রাবণ, ২১ অগাস্ট ২০২৬ , ৩ ভাদ্র সংবৎ ৯ শ্রাবণ সুদি, ৭ রবিঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।১৮, অঃ ৬।৪। শুক্রবার, নবমী রাত্রি ১০।৪৭। অনুরাধানক্ষত্র দিবা ১।৪০। ইন্দ্রযোগ দিবা ৭।২০। বালবকরণ দিবা ১১।৫ গতে কৌলবকরণ রাত্রি ১০।৪৭ গতে তৈতিলকরণ। জন্মে-বৃশ্চিকরাশি বিপ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী শনির দশা, দিবা ১।৪০ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী বুধের দশা। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী- পূর্বে, রাত্রি ১০।৪৭ গতে উত্তরে। বারবেলাদি ৮।২৯ গতে ১১।৪১ মধ্যে। কালরাত্রি ৮।৫২ গতে ১০।১৭ মধ্যে। যাত্রা-শুভ পশ্চিমে নিষেধ, দিবা ১।৪০ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- নবমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। রাত্রি ১০।৪৭ গতে মাসদগ্ধা। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৩ মধ্যে ও ৭।৫২ গতে ১০।১৯ মধ্যে ও ১২।৪৫ গতে ২।২৩ মধ্যে ও ৪।০ গতে ৬।৪ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।১২ গতে ৮।৪৭ মধ্যে ও ৩।৪ গতে ৩।৫১ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ১০।২১ গতে ১১।৮ মধ্যে ও ৩।৫১ গতে ৫।১৮ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

বিধায়ক না সংগঠন, দ্বিধাবিভক্ত বিজেপি

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২০ অগাস্ট : রাজ্য বিজেপিতে জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে দলীয় সংগঠনের সঙ্গে দূরত্ব ক্রমশই বাড়ছে। এ ব্যাপারে বিধায়কদের দূষে রাজ্যসভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের মন্তব্যের প্রকাশ্যে বিরোধিতা না করলেও নিজেদের দাবিতে অনড় থেকে সংগঠন নিয়ে রাজ্যসভাপতির কাছেই পালটা অভিযোগ জানাতে শুরু করেছেন তাঁরা। রাজ্য বিজেপিতে সাংগঠনিক রদবদল আসন্ন। এই পরিস্থিতিতে সরকার ও দলের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব উদ্বেগে রেখেছে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে।

সম্প্রতি সল্টলেকে দলের এক সাংগঠনিক সভায় রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য দলের বিধায়দের মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, তাঁরা কেউই পার্টি বা সংগঠনের ঊর্ধ্বে নন। শমীক বলেন, 'এখনও আমি বলছি পরিস্থিতি খুব একটা ভালো নয়। পরিস্থিতি কঠিন। বিজেপি কর্মীদের জন্য বিজেপি নির্বাচিত হয়নি। সরকার আসেনি। সোনার চামচে মুখে দিয়ে তো সব বিজেপির এমএলএ, এমপি বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। সংগঠন দিয়েছে পার্টি, টাকা দিয়েছে পার্টি, টিকিট দিয়েছে পার্টি। তারপর জেতার পরে আমার যোগ্যতায় আমি জিতেছি। জেতার পরেই কোন মণ্ডল সভাপতি আমার সঙ্গে কাজ করেনি, জেলা আমার সঙ্গে অসহযোগিতা করেছে আমি আমার মতো করে নির্বাচনে জিতেছি। এই গল্পকথা কেউ শুনতে রাজি নয়।'

এরপরেই বিধায়কদের হুঁশিয়ারি দিয়ে শমীক বলেন, 'যাঁরা এমএলএ হয়েছেন তাঁরা মনে রাখবেন তাঁরা পার্টির ঊর্ধ্বে নন। পার্টি এখানে শেষ কথা বলবে।' রুদ্ধদ্বার সাংগঠনিক বৈঠকে রাজ্য সভাপতির এই বার্তা কিছুটা নিয়ম বহির্ভূতভাবে কৌশলে তা প্রকাশ্যে এনেছে দল। স্বাভাবিকভাবেই এই ঘটনায় বিধায়করা কিছুটা ক্ষুণ্ণ। প্রকাশ্যে রাজ্যসভাপতির বিরুদ্ধে মুখ না খুললেও এই বিষয়ে তাঁদের অসন্তোষের কথা নানাভাবে স্পষ্ট করে দিচ্ছেন তাঁরাও। এমনকি নিজেদের অবস্থানে অনড় থেকে তাঁর বিধানসভা এলাকার সাংগঠনিক রদবদল নিয়ে রাজ্যসভাপতির সঙ্গে মুখোমুখি বৈঠকে এ ব্যাপারে হেস্তনেস্ত করতে চাইছেন তাঁরা। তেমনই এক বিধায়কের মতে, 'সংগঠন শেষ কথা এটা যেমন ঠিক, তেমনি নিজ নিজ বিধানসভা এলাকায় প্রত্যেক বিধায়কের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি হিসেবে এলাকার মানুষের কাছে কিছু দায়বদ্ধতা আছে। তা রক্ষা করার দায়িত্ব অবশ্যই বিধায়কের। সেক্ষেত্রে যদি দেখা যায় সংগঠনের নেতা বা পদাধিকারীদের জন্য দলের ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছে তা হলে সেই নেতা বা কর্মী সংগঠনের যে পদেই থাকুন না কেন তাঁকে সরাতে হবে।'

বিক্ষুব্ধ বিধায়কদের প্রশ্ন, সেক্ষেত্রে ওইসব দুর্নীতিগ্রস্ত সংগঠনের নেতা, কর্মীকে সরানোর দাবি কেন তোলা যাবে না? যদিও সংগঠনের তরফে পালটা দাবি, প্রাথমিকভাবে প্রার্থী নিয়ে বিরোধিতা থাকলেও পরে তা কেটে গিয়েছে। বরং জেতার পর বিধায়করাই এলাকায় দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়ে সংগঠনের ওপর ছড়ি ঘোরাতে চাইছেন।

হোক কলরবের পেছনেও প্রশ্ন নিখিলের কাজে

তমোঘ্ন ব্রহ্ম

কলকাতা, ২০ অগাস্ট : 'হোক কলরব' এই শব্দটি ২০১৪-র আগে কেবলই ছিল শায়ন চৌধুরী অর্ণবের একটি গান। কিন্তু ২০১৪-র সেপ্টেম্বরের পর থেকে সেটা আর বিশেষ কারোর মনে নেই। তখন থেকে এই শব্দবন্ধের একমাত্র পরিচয় পড়ুয়াদের সেই আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে যার কারণে উত্তাল হয়ে উঠেছিল বাংলা, বাধ্য হয়ে পদত্যাগ করেছিলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য অভিজিৎ চক্রবর্তীও। কিন্তু অনেকেরই জানা নেই, এই 'হোক কলরবের' উৎস কী ছিল।

সালটা ২০১৪, তারিখ ২৮ অগাস্ট। বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপেন এয়ার থিয়েটারে চলছিল আর্টস ফ্যাকাল্টি স্টুডেন্টস ইউনিয়নের ফেস্ট। সেসময় তৎকালীন ইতিহাস বিভাগের এক পড়ুয়া শৌচাগারে যাওয়ার সময় সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর তৃতীয় বর্ষের পড়ুয়া নিখিল দাস এবং মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর দ্বিতীয় বর্ষের পড়ুয়া সোনু কুমার যারা ছিলেন হোস্টেলের আবাসিক তাঁকে হোস্টেলে নিয়ে গিয়ে যৌন হেনস্থা করে বলে অভিযোগ। তার ভিত্তিতে সেসময় ওই দুজনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সেসময়কার বাংলা বিভাগের এক পড়ুয়ার কথায়, 'মেয়েটি প্রথমে আইসিসি-তে অভিযোগ জানায়। কিন্তু সেসময় আইসিসির সদস্য ছিলেন তৃণমূলের এক প্রভাবশালী মন্ত্রীর মেয়ে। তিনি সেই ঘটনার জন্য বারংবার মেয়েটিকেই দায়ী করছিলেন। সেইসঙ্গে ইসি-তে বিষয়টি জানানোর ক্ষেত্রেও নানান টালবাহানা চলছিল। কারণ এই নিখিল দাস ছিলেন সেই মন্ত্রীর মেয়ে ঘনিষ্ঠ।' এরপর যেদিন ইসি মিটিং হয়, সেদিন রাতেই আন্দোলনরত পড়ুয়াদের ওপর ক্যাম্পাসে ঢুকে লাঠিচার্জ করে পুলিশ। এবং তারপর শুরু হয় 'হোক কলরব' আন্দোলন।

সেই নিখিল দাস এখন ফের চর্চায়। বুধবার রাতে জিবি মিটিং চলাকালীন তার ওপর হামলা করা হয়েছে এই অভিযোগে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে ভাঙচুর চালানো হয়েছে।

যাদবপুর থানা মোড়ে এবিভিপির সমর্থকদের আটকানোর চেষ্টা পুলিশের। -দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়

ছাত্র সংঘর্ষে ভাঙল ঐতিহাসিক গেট

রণক্ষেত্র যাদবপুর

অর্কজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২০ অগাস্ট : আদর্শগত লড়াই আর মতের সংঘাতই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচিত পরিচয় ছিল, সেখানেই ভাঙল শালীনতার বাঁধ। বুধবার রাতের মধ্যরাতের গোলমাল গড়িয়ে বৃহস্পতিবার কার্যত রণক্ষেত্রের রূপ নিল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ও সংলগ্ন রাজপথে। বাম ছাত্র সংগঠন ও এবিভিপির পালটা মিছিল, পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে ধাক্কাধাক্কি, বোতল ও ইট-পাথর বৃষ্টির জোড়া তাণ্ডবে থমকে গেল দক্ষিণ কলকাতার যান চলাচল। সবচেয়ে মর্মান্তিক দৃশ্য তৈরি হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের চার নম্বর গেটের সামনে। সেখানে তাণ্ডবে ভেঙে পড়ে প্রখ্যাত শিল্পী নন্দলাল বসুর নকশা করা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্যবাহী প্রতীকী কাঠামোর একাংশ। শিল্প সংস্কৃতির এমন অপমানে ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন শিক্ষক ও সাধারণ পড়ুয়া মহল।

সংঘাতের সূচনা ঘটেছিল বুধবার সন্ধ্যায় ফ্যাকাল্টি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি স্টুডেন্টস ইউনিয়ন (ফেটসু)-এর সাধারণ সভাকে কেন্দ্র করে। ডিএসএফ ও এসএফআই-সহ বাম সংগঠনগুলির অভিযোগ, সাধারণ সভা চলার সময় এবিভিপি বহিরাগতদের ঢুকিয়ে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের ওপর পরিকল্পিত হামলা চালায়। অন্যদিকে, এবিভিপির দাবি, তাঁদের সমর্থকদের ওপর আক্রমণ চালানো হয়। রাত বাড়তেই উত্তেজনা ছড়ায় ক্যাম্পাসে। আহতদের দেখতে কেপিএসসি হাসপাতালে যান স্থানীয় বিজেপি বিধায়ক শর্বরী মুখোপাধ্যায়। সেখানে মেজাজ হারিয়ে তিনি তোপ দাগেন, 'যাদবপুরকে নকশাল, মাওবাদী আর দেশবিরোধী শক্তির আখড়া হতে দেব না। টেনে হিঁচড়ে বার করব!' গভীর রাতে এবিভিপি নেতৃত্বের কণ্ঠেও শোনা যায় সার্জিক্যাল স্ট্রাইক-এর প্রকাশ্য হুঁশিয়ারি। বামপন্থী ছাত্রসংগঠনের অভিযোগ, মধ্যরাতে একদল তরুণ ক্যাম্পাসে চড়াও হয়ে ভাঙচুড় চালায়, আগুন লাগানোর চেষ্টা, বামপন্থী দলের পতাকা, ফেস্টুন, পোস্টার ছিঁড়ে ফেলা হয়। এমনকি সেই ভিডিও মুহূর্তের মধ্যে সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। এই ঘটনার প্রতিবাদে সরব হন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্র, প্রাক্তনী থেকে শুরু করে বামপন্থী নেতৃত্ব। সিপিএম নেতা বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য কটাক্ষ, 'মেধার সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার ক্ষমতা না থাকায় রাতের আঁধারে এই হামলা।'

বৃহস্পতিবার সকাল হতেই সেই রোষ এসে পড়ে রাজপথে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮-বি বাস স্ট্যান্ডের দিক থেকে এসএফআই ও বাম সংগঠনগুলির প্রতিবাদ মিছিল পুলিশি বাধা পেয়ে আটকে যায়। রাস্তায় বসে পড়েন বাম ছাত্রনেত্রীরা। সিপিএম নেত্রী দীপ্সিতা ধর ও এসএফআই রাজ্য সম্পাদক দেবাঞ্জন দে সরাসরি বিধায়কের বিরুদ্ধে উসকানির অভিযোগ তোলেন। অন্যদিকে, গোলপার্ক থেকে এবিভিপির পালটা মিছিল শুরু হলে ঢাকুরিয়া ব্রিজের কাছে পুলিশ ব্যারিকেড দিয়ে আটকানোর চেষ্টা করে। প্রবল হুড়োহুড়িতে ভেঙে ফেলা হয় ব্যারিকেড।

বিক্ষোভ ছড়াতে থাকলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রতিটি গেটে তালা ঝুলিয়ে দেয়। কিন্তু বন্ধ গেটের ওপর দিয়েই শুরু হয় কাঁচের বোতল, ইট ও পাথর ছোড়াছুড়ি। এতেই ভেঙে পড়ে নন্দলাল বসুর সেই ঐতিহাসিক ভাস্কর্য।

ঘটনায় কম্পিউটার সায়েন্সের ছাত্র অরিত্র সরকারের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ১১ জনের বিরুদ্ধে এফআইআর রুজু করেছে। কলকাতা হাইকোর্টে দ্রুত শুনানির আবেদন জানানো হলেও ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর বেঞ্চ আবেদন গ্রাহ্য না করে সাধারণ প্রক্রিয়াতেই মামলা করার পরামর্শ দিয়েছেন।

আপাতত খুলল না অভিষেকের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট

কলকাতা, ২০ অগাস্ট : ফ্রিজ হওয়া ব্যাংক অ্যাকাউন্ট এখনই ব্যবহার করতে পারবেন না তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। অফলাইনে অভিষেককে কেওয়াইসি করাতে হবে বলে বৃহস্পতিবার হাইকোর্টে জানিয়েছে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ। তাই অভিষেকের বাড়িতে ব্যাংকের কর্মীকে গিয়ে কেওয়াইসি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার নির্দেশ দিলেন বিচারপতি কৃষ্ণ রাও। তারপরেই ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ ও ক্রেডিট কার্ড চালু করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে আদালত। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ না জানিয়ে অভিষেকের অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করেছে বলে মামলা দায়েরে ব্যাংকের তরফে জানানো হয়, অভিষেককে কেওয়াইসি করাতে হবে। তার জন্য ব্যাংকে গিয়ে সমস্ত নথি জমা দিতে বলা হয়। বিচারপতি রাওয়ের প্রশ্ন, 'অনলাইনে কেওয়াইসি করা যায়। ব্যাংক কি অভিষেকের মুখ দেখতে চাইছে?' যদিও এই নিয়ে প্রশ্ন তোলেন অভিষেকের আইনজীবী। কিন্তু বিচারপতি নির্দেশ দিয়েছেন, অভিষেকের বাড়িতে গিয়ে নথি নিয়ে আসতে হবে ব্যাংক কর্মীকে।

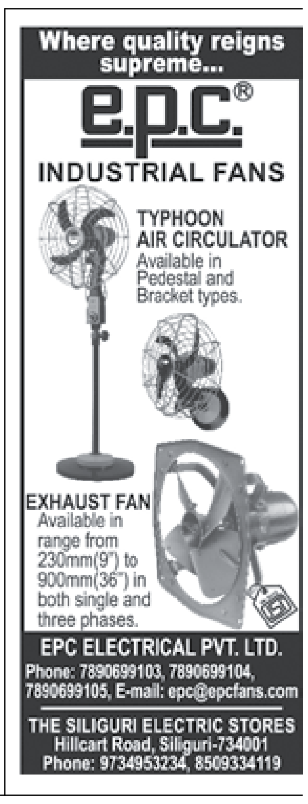

নন্দলালের আঁকা ফলক ভাঙায় বিতর্ক

কলকাতা, ২০ অগাস্ট : বৃহস্পতিবার দফায় দফায় এবিভিপি এবং বাম ছাত্র সংগঠনের বিক্ষোভের সময় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের গেটে নন্দলাল বসুর তৈরি ফলকটি ভেঙে যায়।

পদ্মের পাঁপড়ি দিয়ে ঘেরা তিন-শিখাবিশিষ্ট প্রদীপ ছিল ফলকটিতে, যাকে জ্ঞান অর্জনে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরন্তর অন্বেষণকে সূচিত করে। এক একটি প্রদীপের তিনটি শিখা মূলত বুদ্ধিবৃত্তিক প্রশিক্ষণ, আবেগ ও কল্পনার বিকাশ এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রতীক।

সেই প্রতীকই ভাঙা পড়ায় ক্ষুব্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া থেকে শুরু করে সমস্ত শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মীরা।

নিউটাউনে আদানি

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২০ অগাস্ট : রাজ্যে ক্ষমতায় এসেই শিল্পায়ন ও কর্মসংস্থানকে পাখির চোখ করেছে নতুন বিজেপি সরকার। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বাধীন প্রশাসন স্পষ্ট করে দিয়েছে, বড় শিল্পের পাশাপাশি মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসারে কোনও খামতি রাখা হবে না। সেই হলদিয়ায় মেগা পেট্রোকেমিকেলস প্রকল্প, অন্যদিকে নিউটাউনে আদানি গোষ্ঠীর আন্তর্জাতিক মানের ১০০০ শয্যার হাসপাতাল গড়ে উঠবে।

সবকিছু ঠিকঠাক চললে আগামী ১৪ অক্টোবর, দেবীপক্ষের সূচনাতেই হলদিয়ায় প্রস্তাবিত পেট্রোকেমিকেলস প্রকল্পের শুভ সূচনা করবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সম্প্রতি নবান্ন সভাঘরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী নিজেই এই সিদ্ধান্তের কথা জানান। নবান্নের মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয়ে এই সূচনার প্রস্তুতি এখন তুঙ্গে। প্রশাসনিক মহলের মতে, হলদিয়ার প্রকল্প কেবল রাজ্যের রাসায়নিক শিল্পেই নতুন নজির গড়বে না, এর ফলে ডাউনস্ট্রিম বা আনুষঙ্গিক একাধিক ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের দরজা খুলে যাবে, সৃষ্টি হবে প্রচুর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থান।

স্বাস্থ্য পরিকাঠামো ও কর্মসংস্থানে জোড়া চমক দিতে চলেছে নিউটাউনের প্রস্তাবিত আদানি হাসপাতাল। আগামী সেপ্টেম্বর মাসেই এই প্রকল্পের শিলান্যাস হতে চলেছে, যেখানে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে উপস্থিত থাকতে পারেন আদানি গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান গৌতম আদানি। নিউটাউনে ইতিপূর্বে বরাদ্দ করা ৫১.৭৫ একর জমিতে এই হাসপাতাল নির্মাণের জন্য রাজ্য সরকার আদানি গোষ্ঠীকে জমির চরিত্র বদল ও আনুষঙ্গিক রাজস্ব খাতে প্রায় ১৯৬৭ কোটি টাকার ছাড় দিচ্ছে।

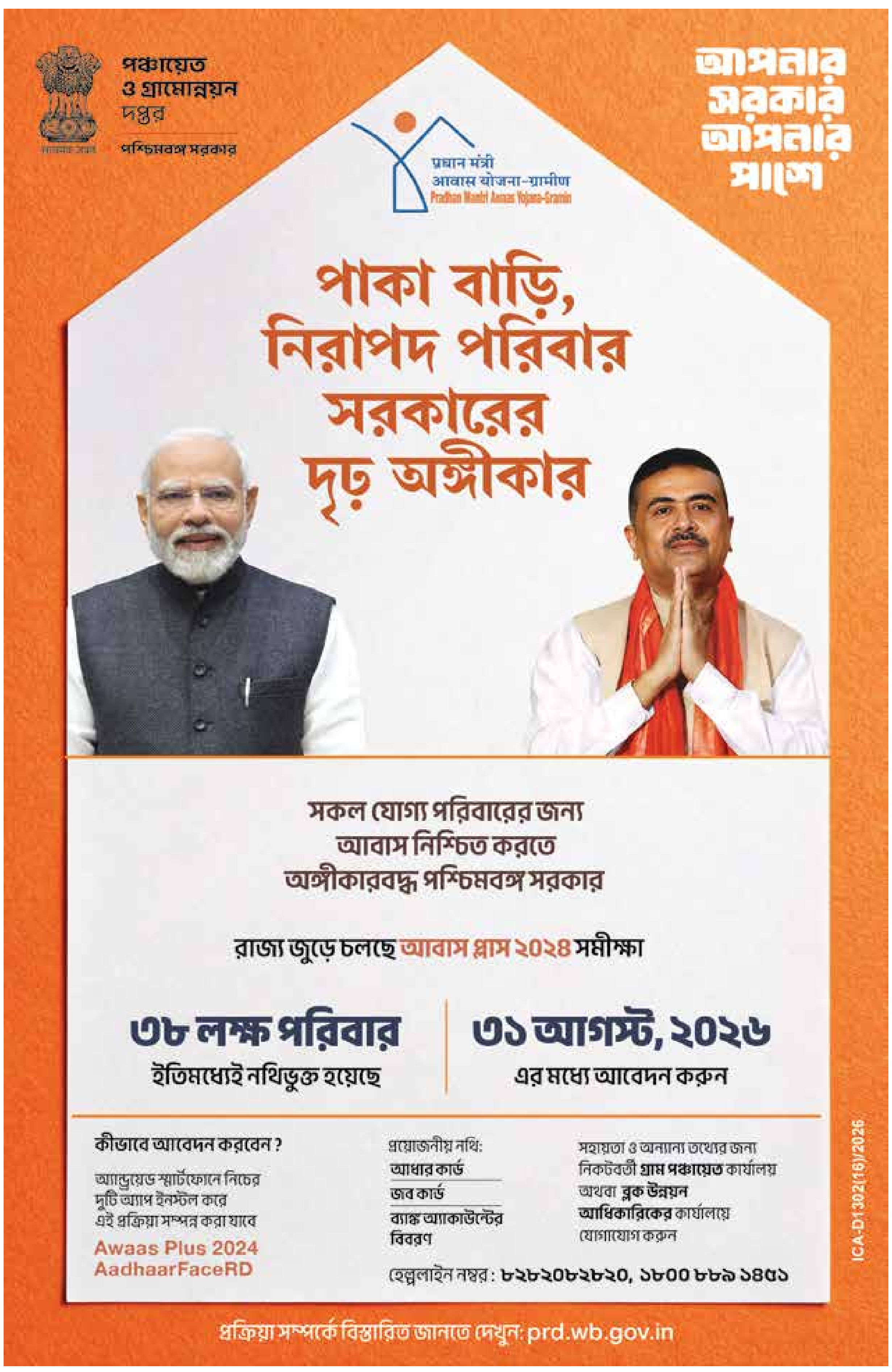

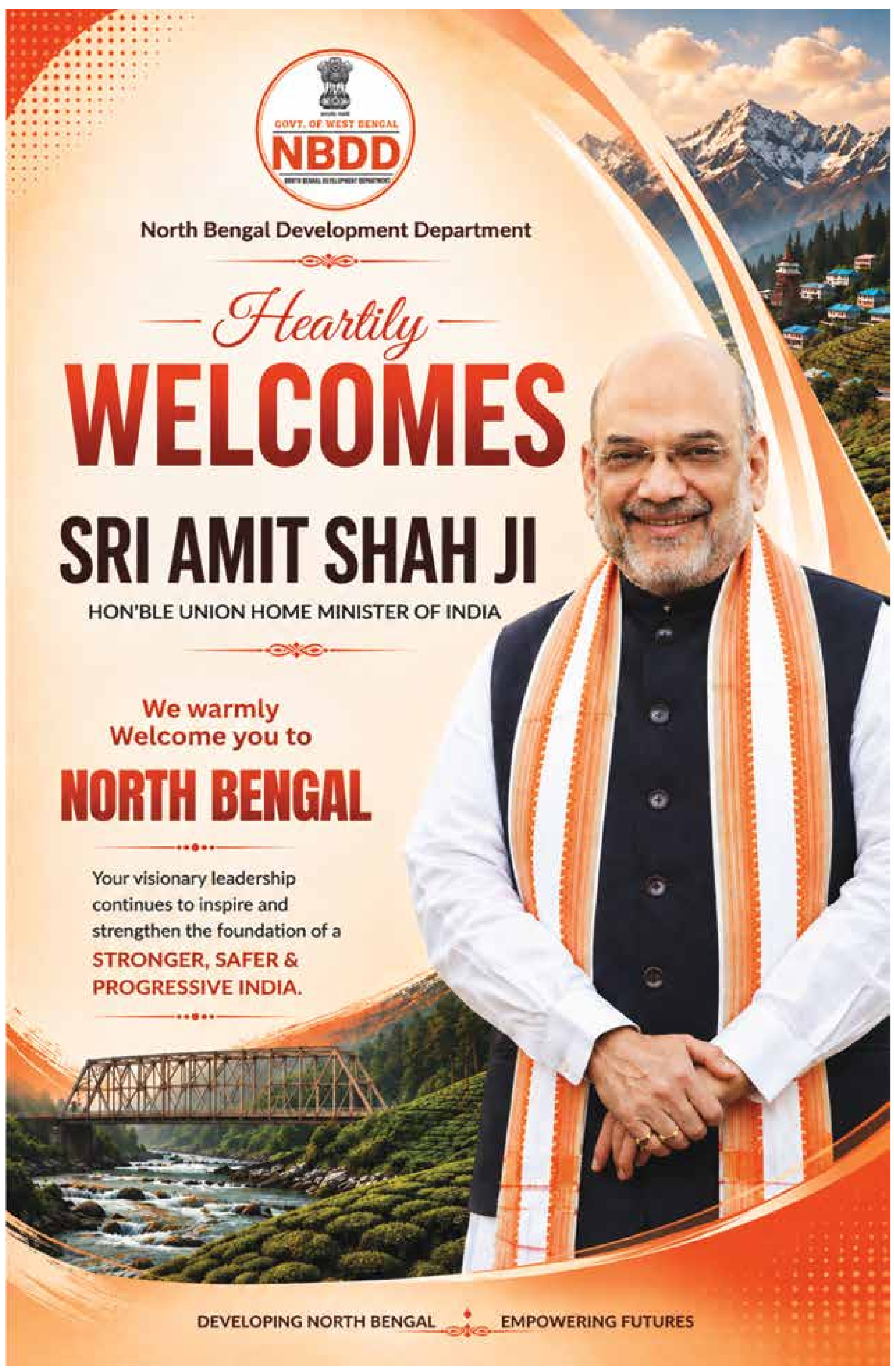

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

হুটোপাটি।। ইসলামপুরের পাঁচডিমাটি এলাকায় ছবিটি তুলেছেন পিঙ্কু দাস।

ক্ষুব্ধ উত্তরবঙ্গ লবির অন্যতম কর্তা

চিকিৎসকের দুই কন্যা বদলি উত্তরে

সরকারি নিয়ম মেনেই বদলি হয়েছে। বরং প্রাক্তন বিধায়কের দুই তনয়া নিয়মবহির্ভূতভাবে ১০-১১ বছর ধরে কলকাতায় একই জায়গায় কর্মরত ছিলেন। এখানে প্রতিহিংসাপরায়ণতার কোনও বিষয় নেই।
-শারদ্বত মুখোপাধ্যায়, রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২০ অগাস্ট : রাজ্যে মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালগুলিতে একসঙ্গে ১০০ জন অধ্যাপক চিকিৎসকের বদলির নির্দেশিকা জারি হয়েছে। রাজ্য সরকার বদলের পর একসঙ্গে এত চিকিৎসকের বদলি এই প্রথম। তাৎপর্যপূর্ণভাবে উত্তরবঙ্গ লবির অন্যতম মাথা, প্রাক্তন বিধায়ক ডাঃ সুদীপ্ত রায়ের দুই মেয়েকেই উত্তরবঙ্গে বদলি করা হয়েছে। খোদ সুদীপ্ত এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ। তিনি বলেছেন, 'প্রতিহিংসাপরায়ণতা থেকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে আমি মনে করি। কেননা, আমার এক মেয়েকে মালদা মেডিকেলে কার্ডিয়াক সার্জারি বিভাগে বদলি করা হয়েছে। সেখানে কার্ডিয়াক সার্জারি বিভাগই নেই। বসার চেয়ার-টেবিলও নেই।' অবশ্য এ নিয়ে রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ শারদ্বত মুখোপাধ্যায় বলছেন, 'সরকারি নিয়ম মেনেই বদলি হয়েছে। বরং প্রাক্তন বিধায়কের দুই তনয়া নিয়মবহির্ভূতভাবে ১০-১১ বছর ধরে কলকাতায় একই জায়গায় কর্মরত ছিলেন। এখানে প্রতিহিংসাপরায়ণতার কোনও বিষয় নেই।'

মন্ত্রীর সংযোজন, 'আমার অবাক লাগছে যে, এতদিন পর প্রাক্তন বিধায়কের প্রতিহিংসার কথা মনে পড়ল। গত ১৫ বছরে এর চেয়েও মারাত্মক সব কাজকর্ম করে গিয়েছেন ওঁরা।'

রাজ্যে সরকার বদলের পরেই উত্তরবঙ্গ লবির বিরুদ্ধে একের পর এক পদক্ষেপ শুরু হয়েছে। এই লবির প্রথম সারির দুই চিকিৎসক নেতা অভিক দে এবং বিরূপাক্ষ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই আইনি পদক্ষেপ করা হয়েছে। এই লবির অপর এক নেতা, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর ব্যক্তিগত চিকিৎসকের মেয়ের বিরুদ্ধেও বিভাগীয় তদন্ত শুরু হয়েছে। এবার উত্তরবঙ্গ লবির অন্যতম মাথা, শ্রীরামপুরের প্রাক্তন বিধায়ক তৃণমূল কংগ্রেসের ডাঃ সুদীপ্ত রায়ের দুই মেয়েকে এসএসকেএম থেকে গঙ্গার এপারে বদলি করা হল।

- উত্তরবঙ্গ মেডিকেলের সার্জারি বিভাগের প্রধান অধ্যাপককে ন্যাশনাল মেডিকেলে বদলি
- এমজেএন মেডিকেলে বদলি হওয়া মেডিসিন বিভাগের অধ্যাপক ডাঃ সৈকত দত্তকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে ফেরানো হয়েছে
- উত্তরবঙ্গ মেডিকেলের শিশু বিভাগের প্রধানকে কলকাতা মেডিকেলে বদলি

বুধবার স্বাস্থ্য দপ্তর রাজ্যের ১০০ জন অধ্যাপক চিকিৎসককে বিভিন্ন মেডিকেলে বদলি করেছে। সেই তালিকায় সুদীপ্ত রায়ের দুই মেয়ে— এসএসকেএম-এর প্রসূতি বিভাগের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর সুবেশা বসু রায় এবং একই মেডিকেলে কার্ডিওথোরাসিক অ্যান্ড ভাস্কুলার সার্জারির (সিটিভিএস) অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর শিল্পা বসু রায়ের নাম রয়েছে। এই দুই চিকিৎসকই দীর্ঘদিন ধরে এসএসকেএম হাসপাতালে কর্মরত ছিলেন বলে স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে।

ডাঃ সুবেশা বসু রায়কে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে প্রসূতি বিভাগে পাঠানো হয়েছে। এদিকে, ডাঃ শিল্পা বসু রায়কে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে বদলি করা হয়েছে। এই বদলির সিদ্ধান্তে চিকিৎসকদের একটা বড় অংশ অবশ্য খুশি। তাঁদের বক্তব্য, সুদীপ্ত রায়, সুশান্ত রায়রা গত কয়েক বছরে প্রচুর অধ্যাপক চিকিৎসককে কলকাতা থেকে তুলে উত্তরবঙ্গ এবং জঙ্গলমহলে পাঠিয়েছেন। এবার তাঁদের এই ফল ভুগতেই হবে।

অন্যদিকে, বুধবার জারি হওয়া বিজ্ঞপ্তিতে উত্তরবঙ্গ মেডিকেলের সার্জারি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডাঃ নিশীথরঞ্জন মল্লিককে কলকাতার ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে বদলি করা হয়েছে। এই চিকিৎসক এখানে অনিয়মিত যাতায়াত করতেন বলে বহুদিন ধরে অভিযোগ উঠছিল। তবে বছর কয়েক আগে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল থেকে কোচবিহারের এমজেএন মেডিকেলে বদলি হওয়া মেডিসিন বিভাগের অধ্যাপক ডাঃ সৈকত দত্তকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে ফেরানো হয়েছে। উত্তরবঙ্গ মেডিকেলের শিশু বিভাগের প্রধান ডাঃ মধুমিতা নন্দীকে কলকাতা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে বদলি করা হয়েছে।

মাদকচক্রের মাথা শিক্ষক

নাগরাকাটা, ২০ অগাস্ট : আলিপুরদুয়ারে আফিমচক্রের পর এবার নাগরাকাটায় ব্রাউন সুগার তৈরির চক্রের হদিস। লুকসানের একটি হাইস্কুলের এক শিক্ষকের বাড়িতে রাতভর তল্লাশি চালাল জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ এবং এসএসবি। ভাড়াবাড়ি থেকে উদ্ধার হল ব্রাউন সুগার এবং তা তৈরির উপকরণ ও যন্ত্রপাতি। এসএসবি-র বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত নার্কো ডগ এনে তল্লাশিতে মিলল জাল নোটও। ওই শিক্ষক ও তাঁর শাগরেদ কোচবিহারের পুণ্ডিবাড়ির এক ব্যক্তি গ্রেপ্তার। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে কয়েক ঘণ্টা ধরে অভিযান চালিয়ে মাল মহকুমা পুলিশ এই চক্রের পান্ডা সহ তাঁর শাগরেদকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতদের নাম রণজিৎকুমার শিকদার ও ধীরাজ মোহন্ত। মূল মাথা রণজিৎ পেশায় স্কুল শিক্ষক। তিনি লুকসানের একটি হাইস্কুলে শিক্ষকতা করতেন। গত বছর তাঁকে ডেপুটেশনে একটি জুনিয়ার হাইস্কুলে বদলি করা হয়।

হাতাহাতি

চোপড়া, ২০ অগাস্ট : জমি সংক্রান্ত শুনানিকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার চোপড়া বিএলএলআরও অফিস চত্বরে কংগ্রেস ও বিজেপি সমর্থকদের মধ্যে হাতাহাতি হয়। শেষমেশ পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। বিজেপির মণ্ডল সভাপতি প্রদীপ রায় বলছেন, 'তেমন কোনও ব্যাপার নয়। দু'পক্ষের মধ্যে আলোচনায় বসার সিদ্ধান্ত হয়েছে।' কংগ্রেসের চোপড়া ব্লক সভাপতি মহম্মদ মসিরউদ্দিনের অভিযোগ, তাঁরা অন্য একটি বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে গিয়েছিলেন। তাঁর দাবি, বিজেপি তাঁদের এক অঞ্চল সভাপতিকে হেনস্তা করেছে। মন্তব্য করতে চাননি দপ্তরের আধিকারিক ললিতরাজ থাপা।

গ্রেপ্তার ২

চোপড়া, ২০ অগাস্ট : চোপড়া থানার একটি ধর্ষণের মামলায় মূল অভিযুক্তের এক বন্ধুকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। বৃহস্পতিবার ধৃতকে ইসলামপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে তিনদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। ধৃত একটি ভিডিও প্রকাশ করেছিলেন বলে অভিযোগ। অন্যদিকে, বিশেষভাবে সক্ষম এক তরুণীকে ধর্ষণের অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

নাম বদল

শিলিগুড়ি, ২০ অগাস্ট : রাজ্যের সমস্ত মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে 'রেডিওথেরাপি' বিভাগের নাম বদল করে 'রেডিয়েশন অঙ্কোলজি' করার সিদ্ধান্ত নিল স্বাস্থ্য দপ্তর। বৃহস্পতিবার এনিয়ে স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। সেখানে বলা হয়েছে, ন্যাশনাল মেডিকেল কমিশনের (এনএমসি) স্বীকৃত নামকরণের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতেই এই বদল করা হচ্ছে। সব মেডিকেলে অবিলম্বে সমস্ত নথিপত্র এবং সাইনবোর্ডে নয়া নাম লেখার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।

এনজেপিতে রোহিঙ্গা সন্দেহে আটক চার

শিলিগুড়ি, ২০ অগাস্ট : নিউ জলপাইগুড়ি (এনজেপি) স্টেশন চত্বর থেকে রোহিঙ্গা সন্দেহে আটক চার। ধৃতদের নাম এনামুল হোসেন, নুর কাহিমা, এনায়েত উল্লাহ এবং জাইনু বিবি। বৃহস্পতিবার এনজেপি-তে দাঁড়িয়ে থাকা বিবেক এক্সপ্রেস থেকে তাদের আটক করা হয় বলে রেল পুলিশ সূত্রে খবর। এদিনই শিলিগুড়ি সফরে এসেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। তাঁর সফরের মাঝেই রোহিঙ্গা ধরা পড়ল। শুক্রবার রোহিঙ্গাদের জলপাইগুড়ির হোল্ডিং সেন্টারে পাঠিয়ে দেওয়া হবে বলে প্রাথমিকভাবে খবর মিলেছে।

রেল পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত চার রোহিঙ্গা ২০১৭ সাল থেকে বাংলাদেশের কক্সবাজারের জামতলি ও কুতুপালং শরণার্থী শিবিরে ছিল। দীর্ঘ কয়েক বছর সেখানে থাকার পর তারা সেখান থেকে পালিয়ে বুধবার চোরাপথে ভারতে ঢোকে। প্রথমে তারা অসম সংলগ্ন এলাকায় গা ঢাকা দেয়। এরপর সেখান থেকে তারা দক্ষিণ ভারতে পাড়ি দেওয়ার পরিকল্পনা করে। সেই মতো গুয়াহাটি থেকে বিবেক এক্সপ্রেসে চেপে অন্ধ্রপ্রদেশের বিজয়ওয়াড়ার উদ্দেশ্যে রওনা হয়। যাত্রাপথের শুরুটা ঠিকঠাক হলেও মাঝে বিপত্তি ঘটে। এদিন বিবেক এক্সপ্রেস এনজেপি স্টেশন চত্বরে পৌঁছাতে এনজেপি জিআরপি অভিযান চালায়। ট্রেনের কামরায় চিরুনি তল্লাশি চালানো হয়। ওই চারজনের গতিবিধি দেখে সন্দেহ হতেই রেল পুলিশ প্রাথমিকভাবে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। এরপরই সবটা স্পষ্ট হয়। রেল পুলিশের কর্তারা জানিয়েছেন, ধৃত চার রোহিঙ্গাকে আপাতত হোল্ডিং সেন্টারে পাঠানো হবে। তবে ঠিক কী উদ্দেশ্যে তারা অবৈধভাবে

- বিবেক এক্সপ্রেস থেকে ৪ রোহিঙ্গা আটক
- বিজয়ওয়াড়ার উদ্দেশে যাচ্ছিল অভিযুক্তরা
- তাদের জলপাইগুড়ির হোল্ডিং সেন্টারে রাখার সম্ভাবনা

সীমানা পেরিয়ে ভারতে ঢুকেছিল এবং দক্ষিণ ভারতের পথেই বা কেন পা বাড়িয়েছিল, তাও অবশ্য এখনও পর্যন্ত স্পষ্ট নয়। ঘটনার তদন্ত চলছে। তবে পাক চরের গ্রেপ্তারের আবহে এনজেপি-তে চার রোহিঙ্গা আটকের ঘটনায় চর্চা শুরু হয়েছে।

রোহিঙ্গা সন্দেহে আটক করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে। বৃহস্পতিবার।

মৃত্যুর কারণ নিয়ে ধোঁয়াশা

হস্টেলে ছাত্রীর ঝুলন্ত দেহ

দেবদর্শন চন্দ ও খোকন সাহা

কোচবিহার ও বাগডোগরা, ২০ অগাস্ট : উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারন্যাশনাল হস্টেলে বছর তেইশের এক ছাত্রীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল। বৃহস্পতিবার সকালে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুণ্ডিবাড়ির ওই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ক্যাম্পাসজুড়ে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ছাত্রীর নাম তৃষা সাহা (২৩)। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাগ্রোনমি বিভাগের এমএসসি দ্বিতীয় সিমেস্টারের পড়ুয়া ছিলেন। খবর ছড়িয়ে পড়তেই তাঁর বাড়ি শিলিগুড়ির শিবমন্দির সংলগ্ন ইন্দিরাপল্লি থমথমে হয়ে ওঠে। এটি মানসিক অবসাদজনিত চরম পদক্ষেপ নাকি এই মৃত্যুর নেপথ্যে অন্য রহস্য রয়েছে, তা খতিয়ে দেখছে পুণ্ডিবাড়ি থানার পুলিশ।

পুলিশ ও বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার রাতে হস্টেলে নিজের ঘরে একা ছিলেন তৃষা। প্রতিদিনের অভ্যাসমতো এদিন সকালেও মেয়েকে ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করেন মা সোমা সাহা। তবে বারবার ফোন বাজলেও কোনও সাড়াশব্দ মেলেনি। এতে উদ্বিগ্ন হয়ে তিনি হস্টেলের অন্য এক আবাসিককে বিষয়টি দেখতে বলেন। অন্য ছাত্রীরা দীর্ঘক্ষণ ডাকাডাকি করলেও ভেতর থেকে প্রত্যুত্তর না মেলায় সন্দেহ বাড়ে। খবর পেয়ে ডিন অফ স্টুডেন্টস ওয়েলফেয়ার সংকল্প ওঝা, রেজিস্ট্রার আভাসকুমার সিনহা এবং পুণ্ডিবাড়ি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। কাঠমিস্ত্রি ডেকে দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকতেই সিলিং থেকে তৃষাকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান পুলিশকর্মীরা। তড়িঘড়ি পুণ্ডিবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার আভাসকুমার সিনহা বলেন, 'এই অনভিপ্রেত ঘটনায় আমরা সকলেই স্তম্ভিত। সকালে খবর পেয়ে ক্যাম্পাসে এসে কাঠমিস্ত্রি ডেকে দরজা খোলার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু শেষরক্ষা হল না।' ডিন অফ স্টুডেন্টস ওয়েলফেয়ার সংকল্প ওঝার কথায়, 'ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল। অন্য আবাসিকদের শত ডাকেও কোনও সাড়া না মেলায় পুলিশে খবর দেওয়া হয়।' পরিবার সূত্রে খবর, অত্যন্ত মেধাবী ছাত্রী হলেও ভবিষ্যৎ ও কর্মসংস্থান নিয়ে তীব্র উদ্বেগে ভুগতেন তৃষা। তৃষার মৃত্যুর সংবাদ শুনেই শিবমন্দির ইন্দিরাপল্লির বাড়ি থেকে কোচবিহারে চলে যান বাবা জীবন সাহা, মা এবং ছোট বোন। মর্গের সামনে কান্নায় ভেঙে পড়ে মা বলেন, 'ও একা ঘরে থাকত, সেটাই কাল হল। পড়াশোনা শেষ করে আদৌ চাকরি পাবে কি না, সেই হতাশায় সবসময় ভুগত। বাবার বয়স হচ্ছে, ও নিজে বড় কিছু করতে চেয়েছিল। সব শেষ হয়ে গেল।' বাবা জীবন সাহার বক্তব্য, 'গবেষণার চাপ আর সরকারি চাকরির ভবিষ্যৎ নিয়ে মেয়েটা মানসিক অবসাদে ছিল।'

দিনদশেক আগেই বাড়ি থেকে হস্টেলে ফিরেছিলেন তৃষা। কিন্তু কী কারণে তিনি এমন চরম পরিণতি বেছে নিলেন, তা নিয়ে এখনও ধোঁয়াশা কাটেনি। এদিন ময়নাতদন্তের পর কোচবিহার নীলকুঠির রবীন্দ্রনাথ রায় মহাশ্মশানে শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

হাসিখুশি, মেধাবী ও শান্ত স্বভাবের মেয়ে কেন এমন কাণ্ড ঘটালেন, তা ভাবতেই পারছেন না ইন্দিরাপল্লিতে তৃষার পাড়ার লোকজন। প্রতিবেশী সুবীর ভট্টাচার্য বললেন, 'জন্মের পর থেকে ওকে দেখছি, আমার মেয়ের সঙ্গে বাড়ির সামনে খেলত। আমার স্ত্রী জয়তীর কাছে গান শিখত। খুবই ভালো মেয়ে ছিল। এভাবে নিজেকে শেষ করে দেবে, ভাবতেও পারছি না।'

জয়তী বলেন, 'তৃষা আমার কাছে প্রথমে উচ্চাঙ্গসংগীত পরে রবীন্দ্রসংগীত শিখত। ভালো গান গাইত। মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়েছে আঠারোখাই বালিকা বিদ্যালয়ে। উচ্চমাধ্যমিক আঠারোখাই শ্রীনরসিংহ বিদ্যাপীঠ থেকে করেছে। ওর মৃত্যুতে আজকে আমার এখানে সংগীতশিক্ষা বন্ধ রেখেছি।'

তৃষার বাবা অধিকারী হাইস্কুলের জীবনবিজ্ঞানের শিক্ষক ছিলেন। বছর দেড়েক হল অবসর নিয়েছেন। মা গৃহবধূ। ছোট বোন পাখি দশম শ্রেণিতে পড়ে।

কান্নায় ভেঙে পড়েছে মৃত ছাত্রীর পরিবার। ছবি : জয়দেব দাস

কিল-ঘুসিতে চিতাবাঘ তাড়াল কিশোর

শুভদীপ শর্মা

ক্রান্তি, ২০ অগাস্ট : এ যেন রুপোলি পর্দার রোমহর্ষক দৃশ্যকেও হার মানানো এক টানটান বাস্তব। সাক্ষাৎ মৃত্যুর মুখ থেকে কেবল অদম্য সাহস আর খালি হাতের লড়াইয়ে ফিরে এল বছর চোদ্দোর এক কিশোর। পূর্ণবয়স্ক চিতাবাঘের ধারালো থাবা ও দাঁতের মুখে দাঁড়িয়েও হার না মেনে পালটা কিল-ঘুসি ও লাঠির ঘা মেরে বন্য জন্তুটিকে পিছু হটতে বাধ্য করল সে। বৃহস্পতিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে ক্রান্তি ব্লকের রাজাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের সুবর্ণপুর চা বাগানে। এমন হাড়-হিম করা ঘটনার পর গোটা এলাকায় যেমন চরম আতঙ্ক ছড়িয়েছে, তেমনই কিশোরের সাহস দেখে তাজ্জব বনে গিয়েছেন সকলে।

এদিন বেলা ১১টা নাগাদ সুবর্ণপুর চা বাগানের ১১ নম্বর সেকশন সংলগ্ন কাঁচা রাস্তা দিয়ে একাই হেঁটে বাড়ি ফিরছিল স্থানীয় তাঁতিপাড়ার বাসিন্দা বাবাই তন্ত্র। চা গাছের ঘন সবুজ পাতার আড়ালে যে সাক্ষাৎ মৃত্যু ওঁত পেতে বসে ছিল তা ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি সে। পথচলতি কিশোরের উপর আচমকাই ঝাঁপিয়ে পড়ে একটি পূর্ণবয়স্ক চিতাবাঘ। আকস্মিক এই হামলায় মাটিতে ছিটকে পড়ে বাবাই। নিমেষের মধ্যে তার শরীর রক্তাক্ত করে বসতে শুরু করে চিতাবাঘের ধারালো নখ। কিন্তু চরম আতঙ্কের মুহূর্তেও উপস্থিতবুদ্ধি ও সাহস হারায়নি ওই কিশোর। হাতের নাগালে থাকা একটি শুকনো গাছের ডাল আঁকড়ে ধরে সে পশুটির মুখে আঘাত করতে থাকে। শুধু তাই নয়, বাঁচার তাগিদে চিতাবাঘের মুখে ও গায়ে এলোপাতাড়ি কিল-ঘুসি চালাতে শুরু করে সে। রক্তাক্ত শরীরেও সর্বশক্তি দিয়ে চিৎকার করে গ্রামবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা চালায়। কিশোরের এমন অপ্রত্যাশিত প্রত্যাঘাত আর উচ্চস্বরে চিৎকারে ভড়কে যায় জন্তুটি। শেষপর্যন্ত রণং দেহি কিশোরের কাছে হার মেনে শিকার ছেড়ে চা বাগানের ঘন ঝোপের আড়ালে গা-ঢাকা দেয় চিতাবাঘটি। চিৎকার শুনে আশপাশের শ্রমিক ও গ্রামবাসীরা ছুটে এসে রক্তাক্ত অবস্থায় বাবাইকে উদ্ধার করেন। তড়িঘড়ি তাকে মাল সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। বর্তমানে সেখানেই চিকিৎসাধীন সে। খবর পেয়ে আপালচাঁদ রেঞ্জের বনকর্মীরা দ্রুত এলাকায় পৌঁছান। আপালচাঁদ রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার নবাঙ্কুর ঘোষ বলেন, 'ঘটনার পর থেকেই বনকর্মীরা এলাকায় নজরদারি চালাচ্ছেন। গ্রামবাসীকেও সতর্ক ও সচেতন করা হয়েছে।' সুবর্ণপুর চা বাগানের ম্যানেজার রিয়াজ আহমেদের কথায়, 'মাসখানেক আগেও এখানে চিতাবাঘের হামলায় এক তরুণ জখম হয়েছিলেন। এই ঘটনার পর শ্রমিকদের মধ্যে তীব্র আতঙ্ক তৈরি হয়েছে এবং বাগানের কাজকর্ম ব্যাহত হচ্ছে।'

শুধু সুবর্ণপুর নয়, ডুয়ার্সের বিভিন্ন চা বাগান ও বনবস্তি লাগোয়া এলাকায় এর আগেও চিতাবাঘের হামলার ঘটনা ঘটেছে। ২০২৫ সালের অগাস্টে নাগরাকাটা ব্লকের আংরাভাসা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের কলাবাড়ি এলাকায় বাড়ির সামনে থেকে ১২ বছরের স্কুল পড়ুয়া করিমুল হককে চিতাবাঘ তুলে নিয়ে যাওয়ার ঘটনায় তার মৃত্যু হয়েছিল। ভিন্ন ব্লকের সেই ঘটনার পর ফের চা বাগান লাগোয়া এলাকায় চিতাবাঘের হামলায় মানুষের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।

চিতাবাঘের আতঙ্কে সুবর্ণপুর চা বাগানে কাজ বন্ধ। বৃহস্পতিবার।

বাগডোগরা বিমানবন্দরে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে সাংসদ রাজু বিস্ট ও মন্ত্রী শংকর ঘোষ। বৃহস্পতিবার।

পাহাড় নিয়ে কাল বৈঠকের সম্ভাবনা

রণজিৎ ঘোষ ও খোকন সাহা

শিলিগুড়ি ও বাগডোগরা, ২০ অগাস্ট : তিনদিনের সফরে দার্জিলিং পাহাড় নিয়েও বৈঠক করতে পারেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। শনিবার সকালে শিলিগুড়ির উপকণ্ঠে নিউ চামটা চা বাগানের রিসর্টে এই বৈঠক হওয়ার কথা। গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সাধারণ সম্পাদক রোশন গিরি বৈঠকের কথা স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন, 'শনিবার নিউ চামটা চা বাগানের রিসর্টে বৈঠক হবে। তবে, বৈঠকে কী নিয়ে কথা হবে তা স্পষ্ট নয়।' পাহাড় সমস্যার স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের দাবি দীর্ঘদিনের। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এই বিষয়টি নিয়েই পাহাড়ের রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে কথা বলবেন বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। সেই বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, রাজ্যের পার্বত্য বিষয়ক দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী বিশাল লামা, দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট, পাহাড়ের তিন বিধায়ক, মোর্চা সুপ্রিমো বিমল গুরুং ছাড়াও অন্য জনপ্রতিনিধিদের উপস্থিত থাকার কথা।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তিনদিনের সফরে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় শিলিগুড়িতে পৌঁছেছেন। শুক্র এবং শনিবার নিউ চামটা চা বাগানের রিসর্টে থেকে মোট চারটি বৈঠক করবেন বলে নির্ধারিত রয়েছে। শুক্রবার দিনভর এসএসবি উত্তরবঙ্গ ফ্রন্টিয়ার এবং কাওয়াখালির সরকারি কর্মসূচি শেষ করে বিকেল পৌনে পাঁচটা নাগাদ অমিত শা রিসর্টে ফিরবেন। সেখানে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত তাঁর পরপর দুটি পর্যালোচনা বৈঠক রয়েছে। সরকারি সূত্রে খবর, দুটি বৈঠকেই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়াল, রাজ্য পুলিশের ডিরেক্টর জেনারেল সিদ্ধিনাথ গুপ্তা সহ কেন্দ্র এবং রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষ স্তরের আমলারা থাকবেন। এসএসবি, বিএসএফ, আইটিবিপি, সিআরপিএফ সহ কেন্দ্রীয় বাহিনীর কর্তাদের নিয়েও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলাদাভাবে বৈঠক করতে পারেন। মূলত শিলিগুড়ি করিডর বা চিকেনস নেকের নিরাপত্তা নিয়ে বৈঠকে কথা হতে পারে।

শনিবার দিল্লি ফেরার আগেও ওই রিসর্টেই সকাল থেকে পরপর দুটি বৈঠক করবেন শা। সকাল ১১টা থেকে শুরু হয়ে এক ঘণ্টা করে বৈঠকগুলির জন্য রাখা হয়েছে। শনিবার সকালে প্রথম বৈঠকটি পাহাড় নিয়ে হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পাহাড় সমস্যার স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধান, পাহাড়ে আন্দোলনের সময় সেখানকার নেতা-নেত্রীদের ওপরে থাকা মামলাগুলি (খুনের মামলা বাদে) প্রত্যাহার করা, ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনীর সময় বাদ যাওয়া পাহাড়বাসীর নাম পুনরায় তালিকাভুক্ত করার বিষয়গুলি বৈঠকে তুলে ধরা হবে বলে জানাচ্ছে পাহাড়ের দলগুলি। এই বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী, মুখ্যসচিবের পাশাপাশি কেন্দ্র এবং রাজ্যের স্বরাষ্ট্রসচিবদের উপস্থিত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। কেন্দ্র এবং রাজ্যের উপস্থিতিতে পাহাড় নিয়ে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হচ্ছে।

এদিন বিকেল ৫টা ৫ মিনিটে শুভেন্দু অধিকারী বিশেষ বিমানে কলকাতা থেকে বাগডোগরা বিমানবন্দরে বায়ুসেনার আলফা জোনে নামেন। সেখানে রাজু বিস্ট ও শংকর ঘোষ তাঁকে স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলেন। অমিত শা দিল্লি থেকে আলফা জোনে নামেন সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিটে। অমিত শাকে স্বাগত জানান মুখ্যমন্ত্রী, পুলিশের ডিজি, মুখ্যসচিব, নিশীথ প্রামাণিক, আনন্দময় বর্মন, বিশাল লামা ও হর্ষবর্ধন শ্রিংলা প্রমুখ। বিমানবন্দর থেকে অমিত শা এবং শুভেন্দু একই গাড়িতে মাটিগাড়ার হোটেলে যান। রাতেই শুভেন্দু ফিরে যান কলকাতায়।

সহায়ক ও সম্প্রসারকদের অদলবদল

মনজুর আলম

চোপড়া, ২০ অগাস্ট : কোথাও শিক্ষক মাত্র একজন, অথচ পড়ুয়ার সংখ্যা ৬০০-র বেশি। আবার কোথাও পড়ুয়ার সংখ্যা তুলনামূলক কম হলেও শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা বেশি। শিক্ষক ও পড়ুয়ার এই অসম অনুপাত দূর করতে চোপড়া ব্লকের কিছু শিশু ও মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্রে কর্মরত সহায়ক (এসএসকে-র শিক্ষকদের সহায়ক বলা হয়) ও সম্প্রসারকদের (এমএসকে-র শিক্ষকদের সম্প্রসারক বলা হয়) অদলবদলের উদ্যোগ নিল ব্লক প্রশাসন। নতুন করে সহায়ক ও সম্প্রসারক নিয়োগের ব্যবস্থা না থাকায় বর্তমানে কর্মরতদেরই বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্রে পাঠানোর নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে।

ব্লক প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ১৯ অগাস্ট মোট ১০ জন সহায়ক ও সম্প্রসারকের বদলির নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। বাবুগছ মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্রের সম্প্রসারক আনোয়ার আলমকে গোয়াবাড়ি মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্রে পাঠানো হয়েছে। আনোয়ার বলছেন, '১৭ বছর ধরে বাবুগছে চাকরি করছিলাম। সেখানে পাঁচজন সম্প্রসারক এবং ১২৯ জন পড়ুয়া রয়েছে। ব্লক প্রশাসনের নির্দেশে আজ গোয়াবাড়িতে কাজে যোগ দিয়েছি। এখানে পড়ুয়ার সংখ্যা ৬৪০, অথচ সম্প্রসারক মাত্র একজন।'

প্রশাসনের আশা, এই অদলবদলের ফলে সহায়ক, সম্প্রসারক ও পড়ুয়ার অনুপাত কিছুটা ভারসাম্যপূর্ণ হবে। পাশাপাশি সহায়ক ও সম্প্রসারক সংকটে থাকা শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে পঠনপাঠনও স্বাভাবিক রাখা সম্ভব হবে। চোপড়া ব্লকে মোট ৯৯টি শিশু শিক্ষাকেন্দ্র এবং ১৩টি মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্র রয়েছে।

অসম অনুপাত দূর করতে সিদ্ধান্ত

সহায়ক ও সম্প্রসারকদের একাংশের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে নতুন করে নিয়োগ না হওয়ায় অবসর নেওয়া বা অন্য কারণে সহায়ক ও সম্প্রসারক কমে যাওয়া কেন্দ্রগুলিতে সমস্যা তৈরি হয়েছে। ফলে কোথাও এক-দুজন সহায়ক ও সম্প্রসারককে বিপুল সংখ্যক পড়ুয়াকে সামলাতে হচ্ছে, আবার কোথাও বর্তমান পড়ুয়ার অনুপাতে তুলনামূলক বেশি সহায়ক ও সম্প্রসারক রয়েছেন। প্রশাসনের এই সিদ্ধান্তকে অনেকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। তবে যাঁদের নামে বদলির নির্দেশিকা বেরিয়েছে, তাঁদের কেউ কেউ বদলিতে সমস্যায় পড়েছেন বলে জানাচ্ছেন। যেমন ফকিরানি শিশুশিক্ষা কেন্দ্রের সহায়িকা নমিতা সিংহকে দেবীঝোরা শিশুশিক্ষা কেন্দ্রে পাঠানো হয়েছে। তিনি বলছেন, 'বাড়ির কাছেই এতদিন শিক্ষাকেন্দ্রে কাজ করছিলাম। নতুন কেন্দ্রটি বাড়ি থেকে বেশ কিছুটা দূরে। তাই বিষয়টি জানাতে বিডিও'র কাছে এসেছিলাম।'

ফকিরানি শিশুশিক্ষা কেন্দ্রে ৮৬ জন পড়ুয়ার জন্য চারজন সহায়িকা রয়েছেন। চোপড়ার বিডিও সৌরভ মাজির কথায়, 'শিক্ষাকেন্দ্রগুলির পরিস্থিতি বিবেচনা করেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।'

দলবেঁধে বাড়ি ফেরা... আলিপুরদুয়ার শহরে আয়ুষ্মান চক্রবর্তীর তোলা ছবি।

ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রারকে তাড়া শিক্ষাকর্মীদের

বিক্ষোভে উত্তাল এনবিইউ

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ২০ অগাস্ট : ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার সমরকুমার বিশ্বাসের পদত্যাগের দাবিতে বৃহস্পতিবার দফায় দফায় উত্তাল হল উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় অস্থায়ী শিক্ষাকর্মী অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে এদিন প্রশাসনিক ভবনে দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ দেখানো হয়। বেতন বৃদ্ধির দাবি করায় সমর তাঁদের 'গরিব ঘরের সন্তান' বলে কটাক্ষ করেন বলেই অভিযোগ তুলেছেন আন্দোলনকারীরা। শুধু তাই নয়, অভিযোগ, দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকেই ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার অস্থায়ী শিক্ষাকর্মীদের সঙ্গে লাগাতার দুর্ব্যবহার, নানা কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করছেন এবং চাকরি কেড়ে নেওয়ার হুমকি দিচ্ছেন। এসবের প্রতিবাদেই এদিন আন্দোলনে নামে শিক্ষাকর্মী অ্যাসোসিয়েশন। একসময় পরিস্থিতি এমন হয় যে, আন্দোলনকারীরা ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রারকে রীতিমতো তাড়া করে দপ্তর থেকে বের করে দেন।

এদিন সকাল থেকেই রেজিস্ট্রারের দপ্তরের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করেন আন্দোলনকারীরা। ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার এলে তাঁর সঙ্গে কথা বলার জন্য দপ্তরে যান বেশকিছু আন্দোলনকারী। তখনই ভেতরে উভয়ের বাক্যবিনিময় শুরু হয়। এরপর আন্দোলনকারীদের দাবি মেনে সমর বাইরে এসে কথা বলতে শুরু করেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি মেজাজ হারিয়ে উত্তেজিত হয়ে পড়েন। আন্দোলনকারীরাও সুর চড়ান। তখন তিনি চলে যেতে উদ্যত হলে আন্দোলনকারীরা তাঁকে তাড়া করেন। তাড়া খেয়ে দপ্তরে ঢুকতে পারেননি সমর। শিক্ষাকর্মী অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অমিতকুমার যাদবের কথা, 'অস্থায়ী রেজিস্ট্রার হয়েও সমরকুমার বিশ্বাস নিজেকে উপাচার্য ভাবছেন। সবসময় অস্থায়ী শিক্ষাকর্মীদের অপমান করছেন, কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করছেন। কথায় কথায় তিনি আমাদের চাকরি কেড়ে নেওয়ার হুমকি দিচ্ছেন। পছন্দের লোক না হওয়ায় ক'দিন আগে অনৈতিকভাবে অস্থায়ী এক প্রহরীকে ১৫ দিনের জন্য কাজ থেকে সরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। অস্থায়ী রেজিস্ট্রার প্রকাশ্যে সবার কাছে ক্ষমা চেয়ে পদত্যাগ না করা পর্যন্ত আমরা শুক্রবার থেকে কর্মবিরতি শুরু করব।'

সমর অবশ্য তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তাঁর কথা, 'আন্দোলনকারীরা অনেকে একসঙ্গে আসায় তাঁদের কয়েকজন প্রতিনিধিকে আলোচনার জন্য দপ্তরে আসতে বলা হয়েছিল। কোথাও কোনও কটুক্তি করিনি। আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ তোলা হচ্ছে।'

রেজিস্ট্রারের দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ শেষে এদিন জয়েন্ট রেজিস্ট্রারকেও ঘেরাও করেন আন্দোলনকারীরা। ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রারের বিরুদ্ধে একশোজন আন্দোলনকারী নিজেদের স্বাক্ষর সংবলিত একটি অভিযোগপত্র জয়েন্ট রেজিস্ট্রার স্বপনকুমার রক্ষিতের কাছে জমা দেন। এদিন স্বপনের সামনেই আন্দোলনকারীরা হুঁশিয়ারি দেন, সমরকে তাঁরা কোনও অবস্থাতেই আর দপ্তরে ঢুকতে দেবেন না। জয়েন্ট রেজিস্ট্রার বলেন, 'আন্দোলনকারীরা আমার কাছে একটি লিখিত অভিযোগপত্রও জমা দিয়েছেন। তাঁদেরকে অপমান করা হয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছেন। তাঁদের কথা যেন ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রারকে জানানো হয় সেই দাবি করেছিলেন। আমি অভিযোগপত্রটি ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রারের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি।' বিকেলে ফের বিক্ষোভ দেখান আন্দোলনকারীরা। অস্থায়ী শিক্ষাকর্মীরা কর্মবিরতি শুরু করলে বিশ্ববিদ্যালয়ের দৈনন্দিন কাজে যে তার প্রভাব পড়বে সেকথা স্বীকার করে নিয়েছেন সব আধিকারিকই।

ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রারকে ঘিরে বিক্ষোভ শিক্ষাকর্মীদের। বৃহস্পতিবার।

কংগ্রেসের 'সংগঠন সৃজন' বৈঠক

ফাঁসিদেওয়া, ২০ অগাস্ট : তৃণমূল স্তরে দলের সংগঠন মজবুত করার পাশাপাশি সম্পূর্ণ স্বচ্ছ ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় জেলা সভাপতি নির্বাচনের লক্ষ্যে ফাঁসিদেওয়ায় আয়োজিত হল কংগ্রেসের বিশেষ সাংগঠনিক বৈঠক। রাজ্যজুড়ে চলা দলের 'সংগঠন সৃজন' কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে বৃহস্পতিবার ফাঁসিদেওয়া ১ নম্বর ব্লক কংগ্রেস কার্যালয়ে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে দলের আগামীদিনের রূপরেখা নিয়ে কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করে শীর্ষ নেতৃত্ব।

এদিনের বৈঠকে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ের পর্যবেক্ষক তথা জাতীয় মহিলা কমিশনের প্রাক্তন সদস্যা শামিনা শফিক। তিনি জানান, সংগঠনকে ঢেলে সাজাতেই এই বিশেষ কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। জেলা সভাপতি পদের জন্য দলের যে কোনও সক্রিয় সদস্য বা সমর্থক নির্ধারিত ফর্ম পূরণ করে আবেদন জানাতে পারবেন। আগামী ৩১ অগাস্ট পর্যন্ত আবেদনপত্র জমা নেওয়া হবে। জমা পড়া সমস্ত ফর্ম দিল্লিতে কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্বের কাছে পাঠানো হবে। সেখান থেকেই আগামী ১০ দিনের মধ্যে আলোচনার ভিত্তিতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হবে।

এদিনের বৈঠকে দার্জিলিং জেলা কংগ্রেস কমিটির কার্যনির্বাহী সভাপতি আলি আখতার মোসলেউদ্দিন আহমেদ দলীয় কর্মসূচির পরবর্তী রূপরেখা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, 'শিলিগুড়ি বিধানসভার পর ফাঁসিদেওয়া ১ নম্বর ব্লকে বৈঠক সম্পন্ন হল। এরপর ফাঁসিদেওয়া ২ নম্বর ব্লক ও খড়িবাড়িতে বৈঠক হবে। পাশাপাশি, শুক্রবার ফাঁসিদেওয়া-নকশালবাড়ি বিধানসভা এলাকার ব্লকগুলিতে কর্মীদের মতামত গ্রহণ প্রক্রিয়া চলবে।'

গোর্খাল্যান্ড নিয়ে সরব বিমল

শিলিগুড়ি, ২০ অগাস্ট : ৭ অক্টোবর গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী উপস্থিত থাকবেন বলে দাবি করলেন বিমল গুরুং। বৃহস্পতিবার দার্জিলিংয়ে নেপালি ভাষা মান্যতা দিবস উপলক্ষ্যে গোর্খা রঙ্গমঞ্চে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এসে মোর্চা সভাপতি বিমল এমন দাবি করেন। এছাড়াও তিনি বলেন, 'আমাদের একমাত্র দাবি গোর্খাল্যান্ড। এই দাবিতে পাহাড়ে সর্বদলীয় বৈঠকও হয়েছে। আগামীতেও বৈঠক হবে। পাশাপাশি আমাদের দাবি নিয়ে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের কাছেও ইতিমধ্যেই দরবার করা হয়েছে।'

অন্যদিকে, এদিন মিরিকে 'নয়া পার্টি নির্মাণ সমিতি'র তরফে মিছিল ও জনসভা করা হয়। সেখানে সিদ্ধান্ত হয়, ৫ সেপ্টেম্বর একাধিক দাবি নিয়ে কালিম্পংয়ে একটি জনসভা করা হবে। পাশাপাশি পাহাড়ের বিভিন্ন জায়গার নাম যেভাবে পরিবর্তিত হয়েছে তারও প্রতিবাদ জানিয়ে বিধায়কদের কাছে দরবার করা হবে।

সংগঠনের নেতা সঞ্জয় থুলুংয়ের কথায়, 'কার্সিয়াং আসলে খারসাং, দার্জিলিংয়ের আদি নাম ছিল দোর্জিলিং, কালিম্পং বাস্তবে কালেবুং। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এখানকার আদি নামগুলি বদল করা হয়েছে। পুরোনো নামগুলি ফিরিয়ে নিয়ে আসার দাবিতে পাহাড়ের তিন বিধায়কের কাছে দরবার করা হবে।' পাশাপাশি পাহাড় সমস্যার স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের জন্যও সংগঠন আন্দোলন কর্মসূচি স্থির করছে বলে জানানো হয়েছে।

চুরি নয়, উদ্দেশ্য হয়রান করা!

সুকনার স্কুলে বারবার ভাঙচুর

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ২০ অগাস্ট : চুরি নয়, নিছকই হয়রানি ও আতঙ্ক ছড়ানোর উদ্দেশ্য!

গত কয়েকদিন ধরে সুকনা সংলগ্ন মোহরগাঁও-গুলমা চা বাগান এলাকায় ইলা পালচৌধুরী মেমোরিয়াল (ট্রাইবাল) হিন্দি হাইস্কুলে তাণ্ডব চালাচ্ছে অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীরা। রাতের অন্ধকারে স্কুলের ভিতরে ঢুকে ছিঁড়ে দিচ্ছে বিদ্যুতের তার, ভেঙে ফেলছে টিউবলাইট। উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এই লাগাতার ভাঙচুরের জেরে বিদ্যুৎহীন স্কুলে গরম ও পানীয় জলের অভাবে চূড়ান্ত ভোগান্তির শিকার হচ্ছে পড়ুয়া ও শিক্ষকরা। ইতিমধ্যেই বিষয়টি নিয়ে প্রধাননগর থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, তদন্ত চলছে।

স্কুল সূত্রে খবর, গত ১৪ থেকে ১৯ অগাস্টের মধ্যে একাধিকবার এমন হামলার ঘটনা ঘটেছে। স্কুলের প্রায় ১৭-১৮টি ঘরের বেশিরভাগেই বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। চুরি না হলেও এই তাণ্ডবের জেরে স্কুলে পঠনপাঠন ও দৈনন্দিন কাজে মারাত্মক ব্যাঘাত ঘটছে। এই ঘটনায় স্কুলের সিসিটিভি ফুটেজে এক তরুণকে ঘোরাফেরা করতে দেখা গিয়েছে বলে জানিয়েছে স্কুল কর্তৃপক্ষ। পাশাপাশি তাঁদের অনুমান, নৈশপ্রহরী রাত ৮টায় আসার আগেই এমন ঘটনা ঘটানো হচ্ছে।

স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষিকা মমতা লামার কথায়, 'সিসি ক্যামেরায় যে তরুণকে দেখা গিয়েছে, তাকে আগেও একবার দেখা গিয়েছিল। ১৯ তারিখ রাতে স্কুলে ঢুকে মেইন সুইচ নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, ফলে এখন সিসি ক্যামেরাও অকেজো। তার ছেঁড়ার ধরন দেখে মনে হচ্ছে, কোনও আক্রোশ থেকে কেউ এমনটা করছে। তাছাড়া এভাবে আমাদের ভয় দেখানোর চেষ্টা চলছে।' অন্য এক শিক্ষিকা অফিসের গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্রের নিরাপত্তা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

অন্যদিকে, বিদ্যুৎ না থাকায় বৃহস্পতিবার সারাদিন স্কুলে আলো বা জল কিছুই ছিল না। গরমে হাঁসফাঁস করতে থাকা পড়ুয়াদের ক্লাসরুমের বাইরে এসে দাঁড়িয়ে বা বসে থাকতে দেখা যায়। শুক্রবার পরিস্থিতি কী দাঁড়াবে এবং মিড-ডে মিল রান্না করা সম্ভব হবে কি না, তা নিয়ে ঘোর সংশয় দেখা দিয়েছে।

প্রসঙ্গত, এই ঘটনা নিয়ে গত ১৭ অগাস্ট প্রধাননগর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হলেও পুলিশ এখনও কাউকে চিহ্নিত করতে পারেনি। অন্যদিকে, চম্পাসারি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত এই স্কুলে এমন ঘটনা ঘটলেও কিছুই জানেন না পঞ্চায়েত প্রধান জনক সাহা। তাঁর কথায়, 'স্কুলে এর আগে কোনও সমস্যা হলে বা অনুষ্ঠান থাকলে আমাকে জানানো হত। এত বড় ঘটনা ঘটে গেল, অথচ কেউ আমাকে কিছুই জানাল না। শুক্রবারই এ বিষয়ে বিস্তারিত খোঁজ নেব।'

স্কুলে বিদ্যুৎ না থাকায় মাঠে বসে পড়ুয়ারা। বৃহস্পতিবার।

জ্বালানি সংগ্রহ করে বাড়ির পথে। আটিয়াবাড়ি চা বাগানে অপর্ণা গুহ রায়ের তোলা ছবি।

উচ্ছেদ আতঙ্কে রাতে জেগে

শিলিগুড়ি, ২০ অগাস্ট : রেলের জমি থেকে সরে যাওয়ার জন্য নোটিশের মাধ্যমে যে সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছিল, বৃহস্পতিবার তা শেষ হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে রেল যে কোনও মুহূর্তে উচ্ছেদ অভিযান চালাতে পারে— সেই আতঙ্কে ফুলবাড়ি ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের রামনগর মজদুর বস্তির বাসিন্দারা পালা করে রাত জাগার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এদিন থেকে বস্তির ২৫-৩০ জন নিয়মিত রাত পাহারায় থাকবেন।

এদিন রামনগর মজদুর বস্তি উচ্ছেদ বিরোধী নাগরিক কমিটির তরফে একটি জরুরি সভার আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি ও শিলিগুড়ি যৌথ আন্দোলন কমিটির সদস্যরা। সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত হয়েছে, আগামী তিনদিন রাত ১০টা থেকে ভোর ৬টা পর্যন্ত বাসিন্দাদের একাংশ রাস্তায় থেকে পুরো এলাকা ঘুরে পাহারা দেবেন। একইভাবে দিনেরবেলায় পালা করে পাহারার দায়িত্ব সামলাবেন মহিলারা।

> রেলের ঠিক কতটা জমি রয়েছে, সেটা রেল নিজেই জানে না। মর্জিমতো পিলার বসিয়ে তারা জমি নিজেদের বলে দাবি করছে।
> **তপনোদয় সরকার**

কমিটির আহ্বায়ক তপনোদয় সরকার বলেন, 'এখানে এমন অনেকের জমি রয়েছে, যাঁদের জমির পাট্টা আছে। তা সত্ত্বেও জমির মালিকদের উচ্ছেদের নোটিশ দেওয়া হয়েছে। রেলের ঠিক কতটা জমি রয়েছে, সেটা রেল কর্তৃপক্ষ নিজেই জানে না। সেই কারণে নিজেদের মর্জিমতো পিলার বসিয়ে তারা জমি নিজেদের বলে দাবি করছে। মানুষ এটা কিছুতেই হতে দেবে না।'

বুধবার বিকেলে রেলের কয়েকজন কর্মী জমি চিহ্নিতকরণের জন্য এলাকায় পিলার বসাতে এসেছিলেন। স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁদের কাছে এই কাজের বৈধ নির্দেশিকা বা 'ওয়ার্ক অর্ডার' দেখতে চান। এরপর বাসিন্দারা তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে চিহ্নিতকরণের জন্য বসানো পিলার তুলে ফেলে দেন। মানবাধিকার সংগঠনের প্রতিনিধি জয় লোধের কথায়, 'রেল এখন উচ্ছেদ করার জন্য মরিয়া হয়ে অনেক কিছুই করতে পারে। এদিনও নতুন করে বেশ কয়েকজনকে উচ্ছেদের নোটিশ ধরানো হয়েছে।'

উদয়নের জামিন খারিজ

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ২০ অগাস্ট : প্রাক্তন মন্ত্রী উদয়ন গুহর বিরুদ্ধে আবাস মামলায় জামিনের আবেদন নাকচ করল হাইকোর্ট। উদয়ন গুহ দিনহাটা পুরসভার চেয়ারম্যান থাকাকালীন বোর্ড মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার সুবিধা পেতে হলে উপভোক্তাদের টাকা দিতে হবে। সরকারি গাইডলাইন ভেঙে পুরসভার এমন সিদ্ধান্ত নিয়েই আপত্তি তোলেন সরকারি কৌঁসুলি। অন্যদিকে উদয়নের আইনজীবী তাঁর মক্কেলের বয়স এবং ৬২ দিনের কারাবাসের দিকে আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। দু'পক্ষের সওয়াল-জবাব শোনার পর বিচারপতি প্রাক্তন মন্ত্রীর জামিন খারিজ করেন। উদয়নের বিরুদ্ধে থাকা আরও দুটি মামলার শুনানি (২২৯/২০২৬, ২৩১/২০২৬) জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের পরবর্তী সার্কিটে হবে বলে আদালতের তরফে জানানো হয়েছে।

আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, উদয়ন গুহ দিনহাটা পুরসভার চেয়ারম্যান থাকাকালীন তৎকালীন বোর্ড মিটিংয়ে একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার সুবিধা পাওয়ার জন্য উপভোক্তাদের কাছ থেকে ১৮,৪০০ টাকা দিতে বলা হয়েছিল। এই টাকা আসলে পুরসভার পক্ষ থেকে দেওয়ার কথা ছিল। এটা নিয়মবহির্ভূত কাজ বলে গণ্য হয়। এই অভিযোগের ভিত্তিতে উদয়নের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা রুজু হয়।

উদয়নের তরফে কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে জামিনের আবেদন করা হয়। বুধবার মামলাগুলোর শুনানি হয়। উদয়নের আইনজীবী আদালতকে জানান, আবেদনকারী আগে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একজন মন্ত্রী ছিলেন। রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তনের পর তাঁকে বিভিন্ন মিথ্যা মামলায় জড়ানো হয়েছে। বর্তমান মামলাটিও তার মধ্যে একটি। উদয়নের আইনজীবী আদালতে দাবি করেন, কেউ এমন অভিযোগ করেননি যে ১৮,৪০০ টাকা এবং আরও ২৫,০০০ টাকা দেওয়ার পরও তাঁর বাড়ি তৈরি করে দেওয়া হয়নি। তাঁর বক্তব্য, মামলার তদন্ত অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছে। তাই আবেদনকারীকে আর জেলে রেখে দেওয়ার প্রয়োজন নেই। তাঁকে জামিন দেওয়া হোক। তদন্তে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করবেন উদয়ন গুহ বলে আদালতে জানান আইনজীবী।

> অভিযুক্ত একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি। তাঁকে জামিন দেওয়া হলে তিনি সাক্ষীদের ভয় দেখাতে বা তাঁদের ওপর প্রভাব ফেলতে পারেন।
> **সরকারি আইনজীবী**

সরকারের তরফে সহকারী অতিরিক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেল জাগৃতি মিশ্র জামিনের আবেদনের বিরোধিতা করেন। তাঁর বক্তব্য, উদয়ন গুহ এবং তাঁর সঙ্গে থাকা অন্যরা সাধারণ মানুষের কাছ থেকে অবৈধভাবে টাকা নিয়েছেন। পুরসভার চেয়ারম্যান বা বোর্ডের সদস্যরা নিজেরা সিদ্ধান্ত নিয়ে এই ধরনের শর্ত জুড়ে দিতে পারেন না। সরকারি আইনজীবী আদালতকে বলেন, 'অভিযুক্ত একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি। তাঁকে জামিন দেওয়া হলে তিনি সাক্ষীদের ভয় দেখাতে বা তাঁদের ওপর প্রভাব ফেলতে পারেন। তাই তাঁকে জামিন দেওয়া ঠিক হবে না।'

সওয়াল জবাব শেষে আদালতের পর্যবেক্ষণ, যেহেতু তদন্ত এখনও শেষ হয়নি, তাই অভিযুক্তকে আরও কিছুদিন জেল হেপাজতে রেখে তদন্ত চালানোর প্রয়োজন রয়েছে।

হাতির হানায় মৃত ১

চালসা, ২০ অগাস্ট : বৃহস্পতিবার ভোরে মাটিয়ালি ব্লকের চালসা সংলগ্ন মহাবাড়ি এলাকায় একটি হাতি হানা দেয়। স্থানীয় বাসিন্দা বিক্রম প্রধান (৬৮) তখন ফুল তুলে বাড়ি ফিরছিলেন। হাতিটি তাঁকে তুলে আছাড় মারে। স্থানীয়রা বিক্রমকে উদ্ধার করে মালবাজার সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

এদিন মৃতদেহের ময়নাতদন্ত করা হয়েছে। বিক্রম অবসরপ্রাপ্ত বনকর্মী ছিলেন। খবর পেয়ে হাসপাতালে পৌঁছান খুনিয়া স্কোয়াডের বনকর্মীরা। মৃতের পরিবার সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ পাবে বলে জানিয়েছে বন দপ্তর।

অন্নপূর্ণা নিয়ে বিপদে নির্মল সাথীরা

নিতাই সাহা ও সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২০ অগাস্ট : সরকারি নির্দেশে অন্নপূর্ণা যোজনার ভেরিফিকেশনের কাজ করেছিলেন শহরের সংযোজিত ওয়ার্ডের নির্মল সাথীরা। কাজ শেষ হতেই এখন চরম বিপদে পড়েছেন তাঁরা। অভিযোগ, অন্নপূর্ণার টাকা না পেয়ে স্থানীয় মহিলারা প্রতিনিয়ত তাঁদের হুমকি দিচ্ছেন। এমনকি মারধরের জন্য অনেকে চড়াও হচ্ছেন। এতে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন নির্মল সাথীরা। এই পরিস্থিতি থেকে নিস্তার পেতে বৃহস্পতিবার তাঁরা একজোট হয়ে পুরনিগম চত্বরে হাজির হন। বিক্ষোভ দেখানোর পাশাপাশি তাঁরা দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের কাছে সমস্ত ঘটনা জানান।

৩১ নম্বর ওয়ার্ডের নির্মল সাথী বনশ্রী পালের কথা, 'আমাদের আশঙ্কা ছিল, ভেরিফিকেশনের পর টাকা না পেলে সাধারণ মানুষ আমাদের ধরবে। সেটাই হচ্ছে। তাঁরা বলছেন, আমরা নাকি নাম বাদ দিয়েছি। আমাদের হুমকি দেওয়া হচ্ছে। কাজ করতে পারছি না।' ৩৮ নম্বর ওয়ার্ডের নির্মল সাথী অর্পিতা সিংহ বলছেন, 'আমাকে মারধরের চেষ্টা হয়েছে। রীতিমতো আতঙ্কে ভুগছি। সে কারণেই এদিন পুরনিগমে সবটা জানিয়ে গেলাম। আমরা পরিত্রাণ চাই।'

অন্যদিকে, অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা না পেয়ে বিভিন্ন ওয়ার্ডের বাসিন্দারাও পুরনিগমে ভিড় জমিয়েছিলেন এদিন। বিষয়টি নিয়ে পুর প্রশাসক কিংবা কমিশনারের তরফে কোনও মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

অন্নপূর্ণার সুবিধা পেতে শহরের বাসিন্দারা ফর্ম পূরণ করেছিলেন। সেই তথ্য কতটা সঠিক, তা যাচাই করতে পুর এলাকার নির্মল সাথীদের দায়িত্ব দেওয়া হয়। ৩১ থেকে ৪৪- সংযোজিত ওয়ার্ডের নির্মল সাথীদের অভিযোগ, তথ্য যাচাইয়ের কাজের দায়িত্ব একপ্রকার জোর করেই তাঁদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এমনকি কাজ না করলে জেলের ভয়ও দেখানো হয়েছিল। সেকারণে কার্যত বাধ্য হয়েই তাঁরা কাজে যোগ দেন।

৩৪ নম্বর ওয়ার্ডের নির্মল সাথী নিলম কর্মকারের বক্তব্য, 'কাজ শেষের পর এখন মারের ভয়ে দিন কাটছে। বাড়ি থেকে বের হতে পারছি না। যেখানেই যাচ্ছি, মানুষ ঘিরে ধরছে।'

নির্মল সাথীদের পাশাপাশি এদিন বিভিন্ন এলাকার মহিলারাও পুরনিগমে হাজির হয়েছিলেন। ফর্ম পূরণের পরও কেন অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ঢোকেনি, সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই তাঁরা ভিড় জমিয়েছিলেন। একইভাবে শিলিগুড়ি মহকুমা শাসকের দপ্তরেও ভিড় উপচে পড়েছিল। সেখানে ছিলেন মাটিগাড়ার বাসিন্দা গৌরী শর্মা। গৌরীর কথায়, 'আগে বলা হয়েছিল টাকা ঢুকে যাবে। তবে এখন বলা হচ্ছে, বাড়িঘর আছে, তাই টাকা পাব না। যদিও আমি ভাড়াবাড়িতে থাকি। আগেই ভালো ছিল, লক্ষ্মীর ভান্ডার পেতাম।' ৪৭ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা রূপা সাহা কর্মকারের কথায়, 'অনলাইনে ফর্ম ফিলআপ করেছিলাম। জুলাই মাসে টাকা পেয়েছিলাম। এ মাসেও নিশ্চিন্ত ছিলাম। তবে এখনও টাকা পাইনি। স্ট্যাটাস চেক করে জানতে পারি, আবেদন রিজেক্ট হয়েছে।'

১২টায় অফিস আসি... বেলা গড়ালেও নেই কর্মীরা

বিশ্বজিৎ বিশ্বাস

ইসলামপুর, ২০ অগাস্ট : '১২টায় অফিস আসি দুটোয় টিফিন, তিনটেয় যদি দেখি সিগন্যাল গ্রিন...' নচিকেতা চক্রবর্তীর গানে সরকারি দপ্তরের সেই চিরচেনা ছবিই যেন বাস্তবে রূপ পেয়েছে ইসলামপুর বিডিও অফিসে।

নিয়ম অনুযায়ী সকাল ১০টায় অফিস খুলে ১০টা ১৫ থেকে পরিষেবা দেওয়ার কথা। কিন্তু ইসলামপুর বিডিও অফিসের বেশ কয়েকটি দপ্তরের দরজা খুলছে সাড়ে ১১টা এমনকি পৌনে ১২টায়। নির্ধারিত সময়ের চেয়ে প্রায় এক-দেড় ঘণ্টা দেরিতে কাজ শুরু হওয়ায় চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন ব্লকের প্রত্যন্ত এলাকা থেকে আসা সাধারণ মানুষ।

বুধবার বিডিও অফিসে গিয়ে দেখা গেল, ঘড়ির কাঁটায় সকাল ১১টা ২০ পেরিয়ে গেলেও অফিসের ৯ নম্বর কক্ষের দরজা তখনও খোলেনি। এই ঘর থেকেই কমলাগাঁও-সুজালি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ভোটার কার্ডের আবেদন, সংশোধন এবং মিড-ডে মিলের কাজ হয়। একই অবস্থা ছিল ৮ নম্বর ঘরেরও, যেখান থেকে জন্মের শংসাপত্র জমা নেওয়া এবং আয় ও আবাসিক শংসাপত্র দেওয়া হয়। বিধবা ভাতা, বার্ধক্য ভাতা ও অন্নপূর্ণা যোজনার অবস্থা যাচাই করার ১৩ নম্বর ঘরটিও সময়মতো খোলেনি। বৃহস্পতিবারও দপ্তরের চিত্রটা ছিল একই। ফলে দ্রুত কাজ মেটানোর আশায় সকাল সকাল বিডিও অফিসে এসেও দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হল সাধারণ মানুষকে।

কমলাগাঁও-সুজালি পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা মাজার আলম বললেন, 'ভোটার কার্ডের সমস্যা নিয়ে সকাল ৯টায় অফিসে এসেছিলাম। ভেবেছিলাম সকাল সকাল কাজ মিটিয়ে বাড়ি ফিরব। কিন্তু সাড়ে ১১টা বাজতে চললেও দপ্তরের দরজা খোলেনি। তাড়াতাড়ি এসে শুধু সময়ই নষ্ট হল।' একই আক্ষেপ ওই এলাকার আরেক বাসিন্দা রসুল আলমেরও।

অফিসের তালা না খোলায় অপেক্ষায় সাধারণ মানুষ। বৃহস্পতিবার।

প্রায় ২৬ কিলোমিটার রাস্তা পেরিয়ে গোবিন্দপুর থেকে মেয়ের জন্মশংসাপত্রের নথি জমা দিতে এসেছিলেন চান মহম্মদ। তাঁর কথায়, 'লাইনে আগে দাঁড়ানোর জন্য সকাল ৮টার মধ্যেই চলে এসেছিলাম। কিন্তু ১১টা ২৫ বেজে গেলেও নথি জমা নেওয়ার ঘরের দরজা খোলেনি। তাড়াতাড়ি কাজ হয়ে গেলে বাড়ি ফিরে চাষের কাজ করতে পারতাম।'

অন্যদিকে, অন্নপূর্ণা যোজনার কাজের জন্য আসা ইসলামপুরের আলিগঞ্জের বাসিন্দা খুশবু নন্দী বলেন, 'দেওয়ালে বড় করে লেখা রয়েছে সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত কাজ হবে। কিন্তু কাজ শুরুই হল সাড়ে ১১টায়। দেরিতে কাজ শুরু হলেও অফিস কর্মীরা তো কাউন্টার নির্দিষ্ট সময়েই বন্ধ করে দেবেন। এর ফলে অযথাই ভিড় বাড়ছে এবং সেই ভিড় থেকে অশান্তি ছড়াচ্ছে। সময়মতো দপ্তর খোলা উচিত।'

পুরো বিষয়টি নিয়ে ইসলামপুরের বিডিও পিনাকী দেবনাথের বক্তব্য, 'অফিসের কর্মীদের সময়মতো আসার কথা বলে দেব। সাধারণ মানুষ যাতে সমস্যায় না পড়েন, সে বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখা হবে। তবে কিছু কর্মী জনগণনার কাজে ব্যস্ত রয়েছেন, যে কারণে কয়েকটি জায়গায় একটু দেরি হচ্ছে।'

■ ৪৭ বর্ষ ■ ৯৪ সংখ্যা, শুক্রবার, ৩ ভাদ্র ১৪৩৩

তহবিলের অপব্যবহার

পরিকাঠামো এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে শিক্ষকের অভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে চূড়ান্ত অব্যবস্থার বিরুদ্ধে যখন দেশজুড়ে স্কুল পড়ুয়ারা পর্যন্ত আন্দোলনের পথে যাচ্ছে, তখন প্রধানমন্ত্রীর নিজস্ব তহবিল-পিএম কেয়ার ফান্ডে প্রায় সাড়ে আট হাজার কোটি টাকা অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে। এই বিশাল পরিমাণ অর্থের সিংহভাগ জমা হয়েছিল কোভিড সংক্রমণের সময়কালে।

বহু শিল্পসংস্থা প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানে এই তহবিল গড়ার কাজে এগিয়ে এসেছিল। দেশবাসীর স্বার্থে কেন্দ্রীয় সরকারি চাকরিজীবীরা নিজেদের একদিনের বেতনের অর্থ জমা করেছিলেন এই তহবিলে। দেশের বহু মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেদের সুবিধামতো এই তহবিলে দান করেছিলেন। সেই তহবিলের সঞ্চিত অর্থ কয়েক বছর ধরে পুষ্ট হয়েছে বটে, কিন্তু দেশবাসীর স্বার্থে তা ব্যবহার করা হয়নি।

সমাজকর্মী অঞ্জলি ভরদ্বাজ সর্বপ্রথম পিএম কেয়ার ফান্ডে সঞ্চিত অর্থ এভাবে অব্যবহৃত রাখার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। ২০২৪-'২৫ অর্থবর্ষে বিভিন্ন ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত সুদ এবং অনুদানের অর্থে এই তহবিলে জমা পড়েছে প্রায় ১২৮০ কোটি টাকা। সে টাকার কিয়দংশ, মাত্র সাতাশি লক্ষের কিছু বেশি ব্যয় করা হয়েছে। বাকি সমস্ত টাকা অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে।

২০২০ সালের মার্চ থেকে ২০২৫ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত এই তহবিলের জমা অর্থের এক পঞ্চামংশেরও কম খরচ করা হয়েছে দেশবাসীর স্বার্থে। তহবিলের অর্থ এভাবে পড়ে থাকা নিয়ে শুধু প্রশ্ন ওঠেনি, আরও বহুবিধ অভিযোগ উঠেছে এই তহবিলকে কেন্দ্র করে। এই তহবিলে বিদেশি যেসব অনুদান এসেছে, তার নির্দিষ্ট খতিয়ান মেলেনি। তথ্য প্রকাশে গোপনীয়তা বজায় রাখা নিয়েও তাই প্রশ্ন উঠেছে।

যদিও কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়ে দিয়েছে, এটি সরকারি তহবিল নয়। সুতরাং তহবিলের তথ্য প্রকাশে সরকারের কোনও দায়বদ্ধতা নেই। কিন্তু এই তহবিলে যেহেতু বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থার সামাজিক উন্নয়ন তহবিলের অর্থ এবং সরকারি কর্মীদের অনুদান জমা হয়েছে, সুতরাং সরকারের দায়বদ্ধতার প্রশ্নটি অত সহজে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয় বলে অভিযোগ উঠেছে।

এই তহবিলের অব্যবহৃত অর্থ প্রসঙ্গে ককরোচ জনতা পার্টির আহ্বায়ক অভিজিৎ দীপকে যে দাবিটি তুলেছেন, তা যথার্থ এবং যৌক্তিক। দেশের বিভিন্ন জনপদে শিক্ষার যে হাল সরকারি সমীক্ষায় প্রকাশিত হয়েছে, তা অতীব দুঃখের। অবস্থা এমন অবস্থায় পৌঁছেছে যে, বিভিন্ন মফসসল এবং গ্রামের স্কুল পড়ুয়ারা পর্যন্ত বিক্ষোভে শামিল হয়েছে। বহু সরকারি স্কুলে পানীয় জলের বিন্দুমাত্র ব্যবস্থা নেই, প্রধানমন্ত্রী ঘটা করে স্বচ্ছ ভারত অভিযানের স্লোগান দিলেও বহু স্কুলে শৌচাগারের চিহ্নমাত্র নেই।

অভিজিৎ দীপকে একটি পরিসংখ্যান দিয়ে দাবি করেছেন, আজকের দিনে একটি অত্যাধুনিক স্কুল গড়ে তুলতে প্রায় সাড়ে আট কোটি টাকা খরচ হতে পারে। উক্ত তহবিলে সঞ্চিত অর্থ থেকে সারা দেশে প্রায় সাড়ে আট হাজার অত্যাধুনিক স্কুল গড়ে তোলা সম্ভব। নতুন স্কুল স্থাপনের প্রস্তাবে সরকারের অনাগ্রহ থাকলে সরকার অন্তত বর্তমান স্কুলগুলির হাল ফেরাতে এই তহবিলের অর্থের সদ্ব্যবহার করতে পারে।

যেসব স্কুলে এখনও পর্যন্ত শিশুদের মাথার ওপর ছাদ নেই, বসার বেঞ্চ নেই, স্কুলে যাওয়ার যানবাহন নেই, প্রয়োজনীয় শিক্ষক নেই, সেইসব স্কুলের অসুবিধা সরকার দূর করতে পারে। সমস্যা হল, সরকারের কাছে অর্থ থাকলেও তা পরিকল্পিতভাবে খরচ করার মানসিকতা অথবা দূরদৃষ্টি নেই। ক্ষমতা দখল করলেই হয় না, ক্ষমতার উপযুক্ত ব্যবহারের ওপরে নির্ভর করে সরকারের সাফল্য।

কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত, অবিলম্বে শিক্ষা ব্যবস্থার পরিকাঠামো সংস্কার করা। মনে রাখা দরকার, এখনও দেশের দরিদ্র, নিম্নবিত্ত এবং প্রান্তিক শ্রেণির পরিবারের সন্তানদের বৌদ্ধিক উন্নতি নির্ভর করে সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর। সেই শিক্ষা ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হলে আগামী প্রজন্মের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়।

অমৃতধারা

ভগবৎ দর্শন নিজ নিজ সংস্কারানুযায়ী হয়। যে যে স্তরে উঠেছে, সে সেই স্তরের সত্য দর্শন পায় মাত্র। তার বেশি সে দেখতে পায় না কারণ দেখলেও কিছু বুঝতে কি ধারণা করতে পারে না। হিন্দুর বেদান্ত প্রত্যক্ষ এবং জাগ্রত, এর মতো মধুর আর কিছুই নাই। বেদান্ত জ্ঞান হইলেই প্রকৃত প্রেমিক হওয়া যায়, ভাবের সম্যক বিকাশ তখনই হয়, কেননা ভাব তখন বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে। ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি অণু-পরমাণুতে তার অনুভূতি হয়। বৈদান্তিক কৃষ্ণকে যেমন বোঝেন, ভক্তিপন্থীও তেমন বুঝতে পারেন না। যার বিষয় কিছু জানলাম না, বুঝলাম না, শুধু শুধু কি তার উপর তেমন টান হয়? তা হয়না। জ্ঞানেই শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ঠিক ঠিক বোঝা যায়।

-স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতীদেব

মালব্যর বিদায়ের নেপথ্যে নয়া সমীকরণ

ককরোচ আন্দোলনের উত্থান কি বিজেপিকে সোশ্যাল মিডিয়া কৌশল বদলাতে বাধ্য করবে?

সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়

আরশোলাদের উপদ্রবেই অমিত মালব্য পদ হারালেন নাকি, এই প্রশ্ন নাগরিক সমাজে ঘুরপাক খাচ্ছে। গত কয়েক বছর ধরে বিজেপির আইটি সেলের কাজকর্ম বলতে যে লোকটির কথা আলোচনায় উঠে আসত, তিনি হলেন অমিত মালব্য। ২০১৫ সাল থেকে বিজেপির আইটি ও সোশ্যাল মিডিয়া বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করা সেই মালব্যকে সরতে হল। যেহেতু দলের প্রধান নীতিন নবীন তাঁর জাতীয় সাংগঠনিক দলটি গড়ে তুলতে বেশকিছু রদবদল ঘটালেন। ফলে মালব্যর জায়গায় দীপক মাসকে-কে এই গুরুদায়িত্ব দিয়ে নিয়ে এলেন।

সেক্ষেত্রে অনেকেরই মনে হয়েছে, ককরোচ জনতা পার্টির নেতৃত্বে 'জেন জেড' আন্দোলন এবং তাকে ঘিরে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে বিরোধী দলগুলির সামনে বিজেপির কিছুটা দিশেহারা দশাই এমন ঘটনা ঘটাল। এমন সন্দেহ করাটা অমূলক নয় ঠিকই, তবে আবার বিষয়টি এতটা সরল নাও হতে পারে।

যেখানে শোনা গিয়েছে, মালব্য নিজেই আগে একাধিকবার এই দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। তাছাড়া নীতিন নবীন সভাপতি হওয়ার পরেও মালব্য তাঁর ভবিষ্যৎ ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। তখন সম্ভাব্য উত্তরসূরিদের বিষয়েও তিনি দলের নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা করে এই পদের জন্য বিবেচিত বেশকিছু প্রস্তাবিত নামও দিয়েছিলেন।

তাছাড়া অমিত মালব্য তো শুধুমাত্র সোশ্যাল মিডিয়া ও আইটি সেলের দায়িত্বে ছিলেন না, পাশাপাশি যেমন পশ্চিমবঙ্গের সহ পর্যবেক্ষক হিসেবেও কাজ করেছেন। বিশেষত যেখানে মাস তিনেক আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্রেসকে পরাজিত করে এইবারেই পশ্চিমবঙ্গে প্রথমবারের মতো ক্ষমতায় এসেছে বিজেপি। তবু দেখা গেল নীতিন নবীনের দলে মালব্যকে অন্য কোনও পদে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হল না। এই না হওয়ার পেছনে অন্য রাজনৈতিক কারণ থাকতেই পারে। সেক্ষেত্রে নীতিন নবীন যেভাবে তাঁর নতুন টিম সাজিয়েছেন, তাতে মালব্যর বাদ পড়ার পিছনে জাতিগত ও আঞ্চলিক সমীকরণ কাজ করলে সেটা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। অন্যদিকে তাঁর ভবিষ্যৎ ভূমিকা কী হবে, সেটা এখনও ঠিক হয়নি এবং সময়মতো তাঁকে তা দেওয়া হবে বলেও কোনও কোনও মহল থেকে এমন কথাও ভাসিয়ে দেওয়া হচ্ছে। বিজেপির পক্ষ থেকে সংবাদমাধ্যমের কাছে তাদের মতো করে গোটা পরিস্থিতির ব্যাখ্যা দিতেই পারেন। কিন্তু রাজনৈতিক দল যেভাবে বোঝাবে, শেষমেশ সেভাবেই জনগণ বুঝবে, এমন কোনও নিশ্চয়তা নেই। সেক্ষেত্রে জনগণের একাংশ নিজেদের মতো করেই পরিস্থিতি এবং সিদ্ধান্ত বিশ্লেষণ করে ভাবতেই পারে, আরশোলার উপদ্রব সামলাতে না পারায় পদ খোয়ালেন মালব্য।

গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন নরেন্দ্র মোদিই সর্বপ্রথম সোশ্যাল মিডিয়ায় জোরালো উপস্থিতি গড়ে তুলেছিলেন। সোশ্যাল মিডিয়ার জগতে বিজেপি 'ফার্স্ট-মুভার অ্যাডভান্টেজ' বা অগ্রগামী হওয়ার সুবিধা পেয়েছিল। দিন যত এগিয়েছে, মানুষের কাছে পৌঁছাতে বিজেপির ফেসবুক, টুইটার, ইনস্টাগ্রামে নিজেদের উপস্থিতি জোরদার করার কাজে তত সক্রিয় হয়েছে। বিপরীতে, সোশ্যাল মিডিয়ায় কংগ্রেসের প্রবেশ ঘটেছিল দেরিতে এবং ততটা দ্রুতগতিতে এগোতেও পারেনি।

গত এক দশক ধরে যখন অমিত মালব্য দলের আইটি ও সোশ্যাল মিডিয়া সেলের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন, তখন অনেক উত্থানপতনের ঘটনা ঘটেছে। সেই সময়ে একদিকে বিরোধী নেতাদের বিরুদ্ধে সুপরিকল্পিতভাবে সোশ্যাল মিডিয়া প্রচারের মাধ্যমে আক্রমণ শানিয়েছেন। অন্যদিকে দলের ও সরকারের অবস্থান বা বক্তব্য জোরালোভাবে তুলে ধরার ক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সেই দায়িত্ব পালন করেছেন। এতদিন কিছু ভুলত্রুটির জন্য সমালোচিত হলেও তেমনভাবে কখনোই দিশেহারা বলে মনে হয়নি। কিন্তু 'ককরোচ জনতা পার্টি' (সিজেপি)-র নেতৃত্বে 'জেন জেড'-দের প্রতিবাদের সময় বিজেপির আইটি সেল বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে সংযোগহীনতার কারণে ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়েছিল। শুধু বিরোধী নয়, বিজেপি, আরএসএস-এর তাত্ত্বিক নেতারাও সমালোচনা করেন।

গত তিন মাসে সিজেপি-র কার্যকলাপ অনেক কিছুরই হিসেব বদলে দিচ্ছে। মে মাসের শুরুতে যখন কয়েকটি রাজ্যের বিধানসভার ফল বের হয়, তখন মোটের ওপর ভালোই ফল করেছিল বিজেপি বা এনডিএ। কিন্তু তার কয়েকদিনের মধ্যে ভারতের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের একটি বিতর্কিত মন্তব্যের প্রতিবাদে এক অদ্ভুত ব্যঙ্গাত্মক আন্দোলন শুরু হল। যেখানে তিনি কিছু 'অ্যাক্টিভিস্ট' ও বেকার তরুণদের 'আরশোলা' ও 'সমাজের পরজীবী' বলে অভিহিত করেছিলেন, যা তাৎক্ষণিক জাতীয় ক্ষোভের জন্ম দেয়। অদ্ভুতভাবে এ দেশের শাসক ভারতীয় জনতা পার্টির সঙ্গে প্যারোডি করে যেন আন্দোলনকারীরা তৈরি করে ফেলেন 'ককরোচ জনতা পার্টি'। বিজেপির আদ্যাক্ষরের সঙ্গে সুর মিলিয়ে যা সংক্ষেপে বলা শুরু হল সিজেপি। আইটি এবং সোশ্যাল মিডিয়াকে নতুন আঙ্গিকে ব্যবহার করে এই আরশোলাদের পার্টি অনলাইনে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে দ্রুত বিপুল সংখ্যক অনুগামী লাভ করে। দেশের আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়কে নিয়ে একটি পাঁচ দফা ইস্তাহার প্রকাশ করে। জুন মাস থেকে শুরু করে, স্নাতক পর্যায়ের বায়োমেডিকেল শিক্ষা কোর্সে ভর্তির পরীক্ষায় অনিয়মের জেরে সৃষ্ট পরিস্থিতির প্রতিবাদে দলটি দিল্লি তথা সারা দেশে বিক্ষোভ কর্মসূচির নেতৃত্ব দেয়। এই আন্দোলনের জেরে জুলাই মাসে কেন্দ্রীয় সরকারকে আলোচনায় বসতে হয় এবং অবশেষে আন্দোলনকারীদের দাবি মেনে ভারতের শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান পদত্যাগ করেন। শিক্ষামন্ত্রীর এই পদত্যাগকে 'ককরোচ মুভমেন্ট' বা 'আরশোলা আন্দোলন'-এর এক বড় বিজয় হিসেবে গণ্য করা হয়। বোঝাই যায়, সিজেপি এত অল্প সময়ে যেভাবে অনলাইন ও সোশ্যাল মিডিয়ায় বিস্তার লাভ করেছে, বিজেপির আইটি সেল নানা কৌশল অবলম্বন করেও তা ঠিকমতো প্রতিহত করতে পারেনি।

শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে ধর্মেন্দ্র প্রধান ইস্তফা দেওয়ার পর উদযাপন পড়ুয়াদের। -ফাইল চিত্র

অমিত মালব্যর বিদায়ের সময়েই প্রশ্ন উঠেছে, 'ককরোচ জনতা পার্টি'-র উত্থান কি বিজেপির পুরোনো ডিজিটাল কৌশলকে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করছে? মালব্যর জায়গায় নতুন মুখ, তরুণ প্রজন্মের সঙ্গে দূরত্ব এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় পালটে যাওয়া রাজনৈতিক ভাষা এখন বিজেপির সামনে নতুন চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে। এতদিন যে মাধ্যমকে বিজেপি নিজেদের শক্তির অন্যতম প্রধান অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছে, সেই মাধ্যমেই এখন তৈরি হচ্ছে পালটা রাজনৈতিক ভাষা।

তবে আগেও নাগরিকদের 'ট্রোল' করার জন্য মালব্য সমালোচিত হয়েছিলেন। অনেকেরই মনে হয়েছিল, কোনওকিছুর ভালো দিকগুলো সহজভাবে তুলে ধরার পরিবর্তে শুধু নাগরিকদের ট্রোল করাটা উচিত নয়। জনগণের মনে ভয়ের সঞ্চার হলে তা মুছে দিতে ব্যাখ্যা দেওয়াটাও জরুরি। বিজেপির অনেকেই মালব্য 'আখ্যান তৈরির' দক্ষতার প্রশংসা করেছেন, যা দলকে বিশেষ করে নির্বাচনের সময় প্রতিযোগিতায় এগিয়ে থাকতে সাহায্য করেছিল ঠিকই। তা সত্ত্বেও দলের একটি অংশের মনে হয়েছিল, এই বিষয়ে কখনো-কখনো সীমা অতিক্রম করা হয়েছে। মাঝে মাঝে কিছু পোস্টকে ঘিরে মিথ্যা ছড়ানোর জন্য অভিযোগ ওঠে, এমনকি ভুয়ো খবর হিসেবেও চিহ্নিত করা হয়েছিল। কিছু সময়ের জন্য বিষয়টি উপেক্ষা করা হলেও, অনেকেরই মনে হচ্ছিল, এটাই স্বাভাবিক নিয়ম হয়ে উঠতে পারে না। তাছাড়া বোঝা যাচ্ছিল, পুরোনো কৌশল কাজে লাগছে না। 'জেন জেড'-এর সাম্প্রতিক বিক্ষোভ ইঙ্গিত দিচ্ছিল, তরুণ প্রজন্মের সঙ্গে দলের ক্রমশ 'দূরত্ব' তৈরি হচ্ছে। এহেন পরিস্থিতিতে মালব্যহীন বিজেপির আইটি সেল ও সোশ্যাল মিডিয়া নতুন টিমের সামনে এখন 'জেন জেড'-কে নিজেদের পক্ষে আনা এবং তাদের সঙ্গে যোগাযোগের আরও ভালো উপায় খুঁজে বের করাটাই আপাতত চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠছে।

(লেখক সাংবাদিক)

আজ

১৯৮৬

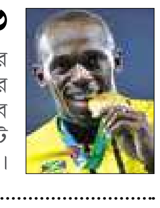

আজকের দিনে বিশ্বের দ্রুততম মানব উসেইন বোল্ট জন্মগ্রহণ করেন।

২০০৬

ভারতরত্ন সানাইবাদক ওস্তাদ বিসমিল্লা খানের প্রয়াণ দিবস আজ।

আলোচিত

মুসলিম তোষণের জন্য ১৯৩৭ সালে বন্দে মাতরমকে দু'টুকরো করার মাধ্যমে কংগ্রেস দেশভাগের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিল। নরেন্দ্র মোদির সরকার ওই ঐতিহাসিক ভুলকে শুধরে বঙ্কিমবাবুর এই অমর সৃষ্টির পুরোটা গেয়ে জাতীয় ঐক্য মজবুত করার চেষ্টা করছে। কংগ্রেস গতকাল যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তা তাদের তোষণের নীতিকেই প্রমাণ করে। ভোটব্যাংক তোষণ করতে গিয়ে ওরা স্বর্গীয় বঙ্কিমবাবুর অমর সৃষ্টিরই অপমান করেছে। কংগ্রেস এক আশ্চর্যজনক এবং দেশবিরোধী সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

-অমিত শা

ভাইরাল/১

কেন রাস্তা বন্ধ? লাদাখে ভারতীয় সেনার সঙ্গে তীব্র বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়লেন এক তরুণী। তিনি জওয়ানদের হুমকির সুরে বলেন, 'আমরা জেন জেড। কোনওরকম অব্যবস্থা আমরা বরদাস্ত করব না।' তিনি বাকি পর্যটকদের আন্দোলন শুরুর প্রস্তাবও দেন। পরে ক্ষমা চান।

ভাইরাল/২

সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক সেলিব্রেশনের পুনরাবৃত্তি। ইংল্যান্ডকে ১১৮ রানে হারিয়ে লর্ডসের ব্যালকনিতে জার্সি খুলে উল্লাসে মাতলেন ভারতের বিশেষভাবে সক্ষম দলের ক্রিকেটাররা। ২৪ বছর আগে ন্যাটওয়েস্ট ট্রফি জেতার পর এভাবেই জার্সি খুলে ঘুরিয়েছিলেন সৌরভ।

জনমন জনমত

সংশোধনের সুযোগও চাই

বেসরকারি বিদ্যালয়গুলিকে নিয়মের আওতায় আনা জরুরি। পরিকাঠামো, শিক্ষক-শিক্ষিকার যোগ্যতা, পড়ুয়াদের নিরাপত্তা এবং শিক্ষার মান নিশ্চিত করা সরকারের দায়িত্ব। সম্প্রতি রাজ্যের শিক্ষা দপ্তর এনওসি-হীন বেসরকারি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছে। এমন বিদ্যালয়কে এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা এবং এনওসি না থাকার কারণ সাতদিনের মধ্যে জানাতে বলা হয়েছে। এনওসি সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় নথিও চাওয়া হয়েছে।

নিয়ম মানানো প্রয়োজন, কিন্তু পদ্ধতিটিও হওয়া উচিত বাস্তবসম্মত। কোনও বিদ্যালয়ের এনওসি না থাকলেই তার সব কার্যক্রমকে একই চোখে দেখা কতটা যুক্তিসংগত, তা ভেবে দেখা দরকার। কোথায় নথির ঘাটতি, কী অনুমোদন প্রয়োজন, তা স্পষ্ট করে সময় দেওয়া যেতে পারে। সংশোধনের সুযোগ থাকলে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও দায়িত্বশীলভাবে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে পারবে।

এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানার চাপ ছোট ও মাঝারি বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে কতটা সামলানো সম্ভব, সেই প্রশ্নও রয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ের পর প্রতিদিন অতিরিক্ত জরিমানার চাপ তৈরি হলে কোনও প্রতিষ্ঠান ফি বাড়াতে বাধ্য হলে তার প্রভাব পড়তে পারে অভিভাবকদের ওপর। শেষপর্যন্ত প্রশাসনিক ব্যবস্থার বোঝা যেন পড়ুয়া ও অভিভাবকদের ওপর না পড়ে, সেটিও দেখা প্রয়োজন। তবে নিয়ম না মানার বিষয়কে কোনওভাবেই প্রশ্রয় দেওয়া যায় না।

এক্ষেত্রে শাস্তির পাশাপাশি সহযোগিতার ব্যবস্থাও জরুরি। শিক্ষা দপ্তর বিদ্যালয়ভিত্তিক ঘাটতির তালিকা জানিয়ে দিতে পারে। কোন নথি প্রয়োজন, কোন অনুমোদন বাকি, কী পরিকাঠামো উন্নত করতে হবে, তা স্পষ্ট থাকলে সংশোধনের পথ সহজ হবে। একইসঙ্গে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে নিয়মের প্রয়োগ স্বচ্ছ ও অভিন্ন হওয়া প্রয়োজন। ব্যবস্থা নেওয়ার আগে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের বক্তব্য শোনার সুযোগ থাকাও গুরুত্বপূর্ণ।

বিদ্যালয় শুধু একটি ভবন নয়। সেখানে শিক্ষক-শিক্ষিকার কর্মসংস্থান, পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ এবং অভিভাবকদের আস্থা জড়িয়ে থাকে। তাই কঠোরতা অবশ্যই থাকুক, কিন্তু তার সঙ্গে থাকুক যুক্তি, স্বচ্ছতা, নির্দিষ্ট সময়সীমা এবং সংশোধনের সুযোগ। এনওসি, অগ্নিনিরাপত্তা, পড়ুয়াদের সুরক্ষা, শিক্ষকের যোগ্যতা ও স্বাস্থ্যকর ও নিরাপদ পরিবেশের ক্ষেত্রে মানদণ্ডে কোনও আপস নয়। লক্ষ্য হওয়া উচিত প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়া নয়, সংশোধনের মাধ্যমে তাকে নিয়মের মধ্যে আনা। শিক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে শাস্তির চেয়ে নজরদারি, শুনানি ও সহযোগিতাই বেশি ফলপ্রসূ হতে পারে।

স্বপনকুমার রায়,
ঘোকসাডাঙ্গা, কোচবিহার

সংশোধনী

১৯ অগাস্ট প্রকাশিত সম্পাদকীয়'র শেষ অনুচ্ছেদে বাড়তি কিছু কথা যুক্ত হয়ে গিয়েছিল। অনিচ্ছাকৃত এই ত্রুটির জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : ৮৩৭৩০৯৭৯৯১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

খুলনার কথা কেউ তো বলে না

দেশভাগের কাটা মানচিত্রে উত্তরবঙ্গের স্মৃতি আর খুলনার বেদনার আজও পাশাপাশি অবস্থান।

পরাগ মিত্র

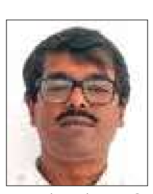

রিফিউজি জীবনের আর্তনাদকে স্বকণ্ঠে বাঙ্ময় করেছিলেন হেমাঙ্গ বিশ্বাস। 'চান্দের চর'-এর সন্ধানে শূন্যে ডানা ভাসানো হবিগঞ্জের কবুতর, সুনামগঞ্জের কুঁড়া, সুরমা নদীর গাংচিলের রূপক গায়কের মর্মন্তুদ উপলব্ধি, 'ডানা ভাইঙ্গা পড়লাম আমি কলকাতার ওপর।' স্বাধীনতার সেই মুহূর্তে পূর্ব ও পশ্চিম বাংলায় শিকড় ছিঁড়ে মানুষ ঝাঁপ দিয়েছিল দিশাহীন ভবিষ্যতের দিকে। ধর্মীয় পরিচয়ের নামে হিংসা, বাতাসে সত্য, অর্ধসত্য ও মিথ্যা, আর ভিটেমাটি, ধনসম্পদ, সম্ভ্রমের চেয়ে প্রাণ বাঁচানোই হয়ে উঠেছিল বড়। প্রত্যক্ষদর্শীদের অধিকাংশই আজ আর নেই। বাগডোগরার সুধারানি দে বহু পরে সেই সময়কে বলেছিলেন, 'খুব ভয়ের।' তাঁর ছোট বোন মীনাকে তুলে নিয়ে যাওয়ার খবরও একসময় মিথ্যা বলে জানা যায়। দেশভাগ তাই র‍্যাডক্লিফের কাঁটাতারের এক লাইনের গল্প নয়, প্রজন্মের পর প্রজন্মের হৃদয়ের দহন।

সেই দহন উত্তরবঙ্গের মাটিতেও পৌঁছেছিল। মালদা, দিনাজপুর, বালুরঘাটের মানুষের কাছে ১৯৪৭-এর ১৫ অগাস্ট সবকিছুর উত্তর নিয়ে আসেনি। র‍্যাডক্লিফের সিদ্ধান্ত ১২ অগাস্ট স্বাক্ষরিত হলেও তা প্রকাশিত হয় ১৭ অগাস্ট। ফলে সীমান্তের বহু জায়গায় স্বাধীনতার প্রথম দিনেও ভবিষ্যৎ ছিল অনিশ্চিত। মালদার কালেক্টরেটে ১৫ অগাস্ট পাকিস্তানের পতাকা উঠেছিল। পরে র‍্যাডক্লিফের সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হলে ১৮ অগাস্ট সেখানে তিরঙ্গা ওঠে। সেই স্মৃতি আজও মালদার কিছু এলাকায় 'ভারতভুক্তি দিবস' হিসেবে পালিত হয়। বালুরঘাটেও ১৫ অগাস্ট মহকুমা শাসক পানাউল্লাহ পাকিস্তানের পতাকা তুলেছিলেন। পরে সীমান্তের সিদ্ধান্ত বদলানোর খবর আসে এবং ১৮ অগাস্ট বালুরঘাটে ভারতীয় পতাকা ওঠে। সেই তিনদিনের অনিশ্চয়তা আজও স্থানীয় স্মৃতিতে বেঁচে আছে।

দুঃসহ স্মৃতি। -ফাইল চিত্র

মুর্শিদাবাদ ও নদিয়ার ঘটনাও একইরকম। মুর্শিদাবাদে ১৫ অগাস্ট পাকিস্তানের পতাকা ওঠার পর ১৭ অগাস্টের মধ্যে পরিস্থিতি বদলে যায়। নদিয়ার কিছু এলাকাতেও প্রথমে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্তির খবর ছড়িয়েছিল। পরে সেগুলি ভারতের অংশ হয়। স্বাধীনতার আনন্দ তাই সর্বত্র একই দিনে একইরকম ছিল না। কোথাও পতাকা বদলেছে, কোথাও অপেক্ষা করতে হয়েছে, কোথাও আবার ঘর ছেড়ে মানুষকে নতুন ঠিকানার সন্ধানে বেরোতে হয়েছে। র‍্যাডক্লিফের মূল প্রতিবেদনে সীমা নির্ধারণের ক্ষেত্রে শুধু মুসলিম ও অমুসলিম জনবিন্যাস নয়, নদী, রেল যোগাযোগ ও প্রশাসনিক বাস্তবতার কথাও বিবেচনায় নেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। উত্তরবঙ্গের দিনাজপুর ও মালদা সেই জটিল হিসেবেরই অংশ।

এই জায়গা থেকেই খুলনার কথা মনে পড়ে। ১৯৪১-এর জনগণনায় খুলনা ছিল সামান্য হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলা। তবু র‍্যাডক্লিফের সিদ্ধান্তে খুলনা চলে যায় পূর্ববঙ্গে, আর মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ মুর্শিদাবাদ আসে ভারতে। ইতিহাসবিদদের আলোচনায় কলকাতা বন্দরের সঙ্গে নদীপথ ও অর্থনৈতিক যোগাযোগ, জনবিন্যাস এবং প্রশাসনিক বাস্তবতা এই সিদ্ধান্তের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে উঠে এসেছে। দেশভাগের এই অদ্ভুত সমীকরণের আর-একটি গভীর দিক আছে। বোম্বে প্রেসিডেন্সিতে পরাজয়ের পর অবিভক্ত বাংলার যশোর-খুলনা কেন্দ্র থেকে বাবাসাহেব আম্বেদকর গণপরিষদে প্রথমবারের জন্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। দেশভাগের পরে সেই কেন্দ্রগুলি পাকিস্তানের অংশ হয়ে যাওয়ায় তাঁকে আবার বোম্বে প্রদেশ থেকে গণপরিষদে আসতে হয়। অর্থাৎ কাটা মানচিত্র শুধু ভূখণ্ড বদলায়নি, বদলে দিয়েছিল মানুষের রাজনৈতিক অবস্থানও।

আট দশক পেরিয়ে আজ মালদা, বালুরঘাট, মুর্শিদাবাদ কিংবা নদিয়ার স্মৃতিতে সেই দিনগুলি এখনও ফিরে আসে। কোথাও ১৮ অগাস্ট পতাকা ওঠার ইতিহাস, কোথাও উদ্বাস্তু হয়ে আসা পরিবারের গল্প, কোথাও হারিয়ে যাওয়া ভিটেমাটির কথা। আর সেই স্মৃতির আড়ালেই যেন পড়ে থাকে খুলনা। যে যুক্তিতে দেশ মূলত ভাগ হয়েছিল, সেই যুক্তিতে খুলনার ভারতেই থাকার কথা। খুলনারও ছিল একই বাংলার নদী, বাজার, ভাষা, মানুষের সম্পর্ক ও দীর্ঘ ইতিহাস। দেশভাগের মানচিত্রে একদিন যে মাটি অন্য পারে চলে গেল, তার সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হল অসংখ্য মানুষের জীবন। তাই স্বাধীনতার হর্ষমুখর অগাস্টে উত্তরবঙ্গের এই স্মৃতিগুলির দিকে তাকালে প্রশ্নটি আবার ফিরে আসে, আট দশক পেরিয়েও খুলনার কথা কি আমরা যথেষ্ট মনে রেখেছি?

(লেখক শিক্ষক। শিলিগুড়ির বাসিন্দা।)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

বিন্দুবিসর্গ

শব্দরঙ্গ ■ ৪৫২৯

★	১		২	★	৩	৪	★
★		★	৫		★		★
★		★		★	৬		৭
★	৮			★	★	★	
৯	★	★	★	১০		১১	★
১২	১৩		★		★		★
★		★	১৪		★		★
★	১৫		★	১৬			★

পাশাপাশি : ১। অগভীর ঘুম ৩। একটি পতঙ্গের নাম ৫। সম্পূর্ণ বস্তু নয়, তার সিকিভাগ ৬। মুসলিম সম্প্রদায়ের ভূত ৮। যে বন পুড়িয়ে ইন্দ্রপ্রস্থ শহর গড়ে তোলা হয় ১০। হাতিকে চালনা করার অস্ত্র ১২। এই যানের ভরসা মানুষের পা ১৪। রূপকথার ডানাওয়ালা মেয়ে ১৫। শূন্য, খালি বা নিঃস্ব ১৬। ভৃত্য বা পরিচারক।

উপর-নীচ : ১। ভোমরার স্ত্রী বাচক শব্দ ২। বামাচারী তান্ত্রিক ৪। ধূমপানের সঙ্গে সম্পর্ক আছে ৭। পানের খিলি রাখার ঠোঙা ৯। আকারে গোল এবং ভেতরে ফাঁপা ১০। বন্দি করে বা আটকে রাখা ১১। তূণ বা তির রাখার জায়গা ১৩। ভাগ্য পরীক্ষার খেলা।

সমাধান ■ ৪৫২৮

পাশাপাশি : ১। নাসিকা ৩। ব্যবচ্ছেদ ৪। বিরক্তি ৫। গলগ্রহ ৭। থলি ১০। কচি ১২। সটকানো ১৪। গ্রাহক ১৫। পিতামহী ১৬। নাচন।

উপর-নীচ : ১। নাতিপুতি ২। কাবিল ৩। ব্যক্তিগত ৬। গ্রন্থিক ৮। লিফট ৯। মনোগ্রাহী ১১। চিড়েতন ১৩। ঠেকনা।

বন্দে মাতরমের প্রথম দুই স্তবক নিয়ে বিতর্ক

তোষণের রাজনীতি কংগ্রেসের : শা

নয়াদিল্লি, ২০ অগাস্ট : বন্দে মাতরম গান গাওয়া নিয়ে বিতর্ক যেন পিছুই ছাড়ছে না কংগ্রেসের। ৮০ তম স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে জাতীয় গানের পুরোটা গাওয়া নিয়ে সিপিপি চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধি বিরক্তি প্রকাশ করেছিলেন বলে যে অভিযোগ উঠেছিল তাতে আগেই রাজনৈতিক জলঘোলা হয়েছিল। তার রেশ কাটতে না কাটতেই এবার বন্দে মাতরমের প্রথম দুটি স্তবক গাওয়ার পূর্ব সিদ্ধান্তে হাত শিবির অনড় থাকায় বিতর্কের আগুনে ঘৃতাহুতি হয়েছে।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির ওই সিদ্ধান্তকে দেশবিরোধী বলে তোপ দেগেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। তাঁর অভিযোগ, ১৯৩৭ সালে কংগ্রেস যে তোষণের রাজনীতি গ্রহণ করেছিল সেটাকেই নতুন করে সামনে আনা হয়েছে। একইসঙ্গে বন্দে মাতরমের ৬টি স্তবক গাওয়ার ব্যাপারে সম্প্রতি সংসদে যে আইন পাশ হয়েছে কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত তাকেও বুড়ো আঙুল দেখিয়েছে বলে জানান তিনি। শা বলেন, 'বুধবার কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি একটি দেশবিরোধী সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ১৯৩৭ সালের সিদ্ধান্তের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে কংগ্রেস বন্দে মাতরম গানের শুধু প্রথম দুটি স্তবক গাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমি গোটা দেশকে মনে করিয়ে দিতে চাই যে, ১৯৩৭ সালে মুসলিম তোষণের স্বার্থে বন্দে মাতরম গানটিকে বিভক্ত করে কংগ্রেস মূলত দেশভাগের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিল। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন সরকার কংগ্রেসের সেই ঐতিহাসিক ভুল সংশোধন করে জাতীয় সংহতিকে সুদৃঢ় করেছে এবং একে আইনি মর্যাদা প্রদান করেছে।' তাঁর সাফ কথা, 'কংগ্রেস শুধু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কেই অপমান করেনি, কোটি কোটি স্বাধীনতা সংগ্রামীকেও অসম্মান করেছে।'

অন্যদিকে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন সুর চড়িয়ে বলেছেন, স্রেফ ভোটব্যাঙ্কের স্বার্থে কংগ্রেস এখন নতুন মুসলিম লিগে পরিণত হয়েছে। তাঁর মতে, 'দেশের জাতীয় স্বাভিমানকে বিসর্জন দিয়ে তোষণের রাজনীতি করা কংগ্রেসের এই পদক্ষেপ আসলে ভারত মাতার প্রতি চরম অবমাননা এবং প্রাণ বিসর্জন দেওয়া অগণিত শহিদদের বলিদানের অবমূল্যায়ন।'

বিজেপির প্রবল সমালোচনার মুখে কংগ্রেস নেতা কেসি বেণুগোপাল বলেন, 'আমরা ১৯৩৭ সাল থেকেই বন্দে মাতরম গাইছি। আমাদের কাছে এটা কি নতুন? বিজেপি তো স্বাধীনতা সংগ্রামেই অংশ নেয়নি। বন্দে মাতরম স্বাধীনতা সংগ্রামেরই অংশ ছিল। এটা আমাদের কাছে আবেগের বিষয়। কিন্তু বিজেপির কাছে এটা রাজনীতির অঙ্গ। প্রশ্নপত্র ফাঁস, চাঁদা চুরি এবং অরুণাচল প্রদেশে চিনা অনুপ্রবেশ থেকে নজর ঘোরাতে চাইছে ওরা।' অপরদিকে জয়রাম রমেশ জানিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরামর্শে এবং মহাত্মা গান্ধি, জওহরলাল নেহরু, সর্দার প্যাটেল, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু এবং মৌলানা আজাদের উপস্থিতিতে ২৮ অক্টোর ১৯৩৭-এ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে বন্দে মাতরম নিয়ে একটি প্রস্তাব পাশ হয়েছিল। কংগ্রেস তাদের নিজস্ব ঐতিহ্যের পথেই হাঁটবে।

> কংগ্রেস শুধু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কেই অপমান করেনি, কোটি কোটি স্বাধীনতা সংগ্রামীকেও অসম্মান করেছে।
> **অমিত শা**

> বন্দে মাতরম স্বাধীনতা সংগ্রামের অংশ ছিল। আমাদের কাছে আবেগের বিষয়। বিজেপির কাছে এটা রাজনীতির অঙ্গ।
> **কেসি বেণুগোপাল**

উট চলেছে মুখটি তুলে... বৃহস্পতিবার পুষ্করে।

যন্তরমন্তর তাণ্ডব, তদন্তে কমিটি গঠন

নয়াদিল্লি, ২০ অগাস্ট : নিট প্রশ্নপত্র ফাঁসের প্রতিবাদে ককরোচ জনতা পার্টির (সিজেপি) ডাকে সংসদ চলো অভিযানকে কেন্দ্র করে ছড়িয়ে পড়া হিংসা ও পুলিশি অত্যাচারের অভিযোগ খতিয়ে দেখতে বৃহস্পতিবার একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি (এইচপিসি) গঠন করল সুপ্রিম কোর্ট। দেশের সর্বোচ্চ আদালতের প্রাক্তন বিচারপতি আর সুভাষ রেড্ডির নেতৃত্বে ওই কমিটিটি গঠিত হয়েছে। গত মাসে দিল্লির যন্তরমন্তরে আন্দোলনকারী পড়ুয়াদের ওপর পুলিশের অতিরিক্ত বলপ্রয়োগের পাশাপাশি বিক্ষোভকারীদের দিক থেকে কোনও হিংসাত্মক ঘটনা ঘটেছিল কি না এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশের পদক্ষেপ কতটা আইনানুগ ছিল, তার তদন্ত করবে কমিটি। ওই কমিটির বাকি সদস্যরা হলেন পঞ্জাব এবং হরিয়ানা হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি রবিশংকর ঝা, দিল্লি হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি শালিন্দর কৌর, সিবিআইয়ের প্রাক্তন অধিকর্তা ঋষিকুমার শুক্লা এবং মেঘালয়ের প্রাক্তন ডিজিপি এলআর বিষ্ণোই।

পুলিশের বিরুদ্ধে মহিলা আন্দোলনকারীদের যৌন হেনস্তা, হিংসা ও অবমাননাকর আচরণের অভিযোগগুলিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। এর পাশাপাশি পুলিশের লাঠিচার্জ, কাঁদানে গ্যাস, ইলেকট্রিক লাঠি এবং ছররা বন্দুক ব্যবহারের ফলে প্রর্দশনকারীদের গুরুতর জখম হওয়ার ঘটনা, পুলিশি বলপ্রয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণের চেইন অফ কমান্ড এবং আইন লঙ্ঘনের বিষয়গুলিও খতিয়ে দেখবে কমিটি। বিশেষ করে ছররা গুলি বা মেটালিক পেলেট ব্যবহারের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা উচিত কিনা, তাও বিচার করবে এই কমিটি।

হেমন্তের সিদ্ধান্তে স্থগিতাদেশ

রাঁচি, ২০ অগাস্ট : চাকরিপ্রার্থীদের আন্দোলন ঘিরে অস্বস্তি বাড়ছে বৈ কমছে না ঝাড়খণ্ডের হেমন্ত সোরেন সরকারের। ঝাড়খণ্ড লোকসেবা আয়োগের (জেপিএসসি) দুটি বড় নিয়োগ পরীক্ষা বাতিলের ব্যাপারে রাজ্য সরকার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল বৃহস্পতিবার তাতে অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ জারি করল ঝাড়খণ্ড হাইকোর্ট। রাজ্য সরকারের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন সফল পরীক্ষার্থীরা। তাঁদের আবেদনের শুনানিতেই আদালত স্থগিতাদেশ জারি করেছে।

পরীক্ষায় অনিয়মের অভিযোগে চাকরীপ্রার্থীদের আন্দোলনের জেরে একাদশ থেকে ত্রয়োদশ জেপিএসসি পরীক্ষা এবং খাদ্য সুরক্ষা আধিকারিক পরীক্ষা বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল রাজ্য সরকার। সেই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আইনি লড়াই গড়ায় হাইকোর্টে। স্থগিতাদেশ জারির পাশাপাশি রাজ্য সরকারকে ১৫ দিনের মধ্যে হলফনামা দিয়ে বিস্তারিত জবাবদিহি করার নির্দেশ দিয়েছে। হাইকোর্টের এই অন্তর্বর্তী নির্দেশের ফলে পরীক্ষা বাতিলের প্রক্রিয়া আপাতত স্থগিত থাকছে। শুধু তা-ই নয়, এই নিয়োগের মাধ্যমে চাকরি পাওয়া যে সমস্ত প্রার্থী কর্মস্থলে যোগ দিয়েছিলেন, তাঁদের অবিলম্বে কাজে যোগ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

জেএসএসসি পরিচালিত পরীক্ষাগুলিতে নানা অনিয়মের অভিযোগে বিগত ২৬ দিন ধরে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিল জেপিএসসি-জেএসএসসি রিফর্মস মঞ্চ। পরীক্ষার্থীদের টানা আন্দোলনের মুখে পড়ে ২০১৪ সাল থেকে ২২টি নিয়োগ পরীক্ষা বাতিল এবং আরও ২৩টি পরীক্ষার ক্ষেত্রে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল হেমন্ত সোরেন সরকার।

প্রয়াত সজ্জন কুমার

নয়াদিল্লি, ২০ অগাস্ট : শিখবিরোধী হিংসায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত প্রাক্তন কংগ্রেস সাংসদ সজ্জন কুমার প্রয়াত হলেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। বৃহস্পতিবার দিল্লির সফদরজং হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। হাসপাতাল সূত্রের খবর, অত্যন্ত আশঙ্কাজনক ও অচৈতন্য অবস্থায় হাসপাতালে আনা হয়েছিল সজ্জন কুমারকে। তবে তাঁর মৃত্যুর সঠিক কারণ প্রসঙ্গে এখনও পর্যন্ত হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও বিবৃতি প্রকাশ করা হয়নি।

১৯৮৪ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর রাজধানী দিল্লি জুড়ে শিখবিরোধী হিংসা শুরু হয়েছিল। সেই হিংসায় পাঁচজন শিখ ধর্মাবলম্বী নাগরিককে নৃশংসভাবে হত্যা এবং একটি গুরুদ্বারে অগ্নিসংযোগ করার অভিযোগে নাম জড়িয়েছিল প্রয়াত কংগ্রেস নেতার। দীর্ঘ মামলা চলার পর ২০১৮ সালের ডিসেম্বর মাসে দিল্লি হাইকোর্ট তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দেয়। তিনি তিহার জেলে বন্দি ছিলেন। পরবর্তী সময়ে, ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসেও একটি পৃথক মামলায় দিল্লি আদালত তাঁকে দুই শিখ যুবককে হত্যার অপরাধে দ্বিতীয়বারের জন্য যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে।

কারাবাসের পুরোটা সময় জুড়েই তিনি বার্ধক্যজনিত নানান শারীরিক জটিলতায় ভুগছিলেন এবং বারবার চিকিৎসার অজুহাতে জামিনের আবেদন জানিয়েছিলেন। দীর্ঘ তিন দশক সজ্জন কুমারের বিরুদ্ধে একাধিক অপরাধ সংক্রান্ত মামলা চলেছে। কোথাও তাঁকে বেকসুর খালাস, আবার কোথাও দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল। চলতি বছরের গোড়ায় জনকপুরী এলাকায় হিংসায় মদত দেওয়ার অভিযোগে চলা একটি মামলায় তিনি বেকসুর খালাস পেয়েছিলেন।

প্রিন্সিপালকে ২৭ কোপ, ধৃত ২ ছাত্র

হায়দরাবাদ, ২০ অগাস্ট : প্রিন্সিপালের ঘরে ঢুকে তাঁকে ছুরি দিয়ে ২৭বার কুপিয়ে হত্যা করল তাঁরই স্কুলের দুই ছাত্র। এমনই অভিযোগ উঠেছে। দুজনেই দশম শ্রেণির। তেলেঙ্গানার নলগোন্ডা জেলার কোন্ডামাল্লেপল্লীতে নৃশংস হত্যাকাণ্ডটি ঘটেছে ১২ অগাস্ট। মৃত বছর ৪৮-র প্রিন্সিপালের নাম রূপা রেড্ডি। সেদিন তাঁর স্বামী হায়দরাবাদে ছিলেন। স্ত্রী ফোন না ধরায় প্রতিবেশীকে ফোন করে দেখতে বলেন। প্রতিবেশী ঘরের মধ্যে ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় রূপাকে পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেন। পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে। দুই ছাত্র তাঁর বাড়ি থেকে ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা নিয়েছিল। তা দিয়ে তারা বিলাসিতা শুরু করে। আইফোন কেনে। বাইকে বেড়াতে শুরু করে। পুলিশ হত্যাকাণ্ডের কিনারা করেছে 'বাবু' শব্দটি থেকে। খুন হওয়ার আগে প্রিন্সিপাল ফোনে 'বাবু' শব্দটি উচ্চারণ করেছিলেন। তেলেঙ্গানায় পড়ুয়াদের ডাকতে সাধারণত বাবু শব্দ ব্যবহার করা হয়। তা থেকে পুলিশ ওই স্কুলের ছাত্রদের ওপর নজরদারি শুরু করে আততায়ীদের খোঁজ পায়। তারা দোষ স্বীকার করেছে। ধৃতদের ব্যাগ থেকে মিলেছে ১ লক্ষ ৫৪ হাজার টাকা।

হ্যারি-মেগান ফিরছেন ব্রিটেনে

লন্ডন, ২০ অগাস্ট : ডিউক ও ডাচেস যথাক্রমে প্রিন্স হ্যারি ও মেগান ব্রিটেনে ফিরছেন। ছ'বছর তাঁরা ক্যালিফোর্নিয়ায় রয়েছেন। তবে স্বদেশে ফিরলেও রাজপরিবারের কোনও দায়িত্ব তাঁরা পালন করবেন না। বাকিংহাম রাজপ্রাসাদে থাকবেনও না। আন্তর্জাতিক সূত্রের খবর, রাজা তৃতীয় চার্লসের সঙ্গে হ্যারির সম্পর্কের শীতলতা কেটেছে বটে কিন্তু দাদা উইলিয়ামের সঙ্গে সম্পর্কের টানাপোড়েন এখনও মেটেনি। হ্যারি ও মেগানের ছেলে আর্চি ও লিলিবেট সেপ্টেম্বর থেকে স্কুলে যাবে।

রাজীব গান্ধির জন্মজয়ন্তীতে সংবিধান সদনে সোনিয়া, রাহুল, খাড়্গে সহ প্রিয়াংকারা। বৃহস্পতিবার।

পশ্চিমবঙ্গ সহ ৮ রাজ্যে নয়া নিয়ম কেন্দ্রের

সিএএ নাগরিকত্ব দেবেন জেলা শাসকরা

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২০ অগাস্ট : পশ্চিমবঙ্গ সহ মোট আটটি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন বা সিএএ , ২০১৯-এর আওতায় নাগরিকত্ব দিতে পারবেন জেলাশাসকরাই। নাগরিকত্বের আবেদনগুলি নিষ্পত্তির প্রক্রিয়ায় এই পরিবর্তন আনল কেন্দ্রীয় সরকার। মন্ত্রকের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গ, গুজরাট, রাজস্থান, পঞ্জাব, অসমের উপজাতি-অধ্যুষিত এলাকা বাদ দিয়ে বাকি অংশ, ত্রিপুরার উপজাতি-অধ্যুষিত এলাকা বাদ দিয়ে বাকি অংশ, জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখে এতদিন যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কমিটিগুলি নাগরিকত্বের আবেদন যাচাই ও প্রক্রিয়াকরণের কাজ করত, সেই দায়িত্ব এখন থেকে জেলাশাসকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলিতে সিএএ-র আওতায় জমা পড়া বা এখনও বিচারাধীন আবেদনগুলি সরাসরি জেলা প্রশাসনের স্তরেই এবার থেকে কাজ হবে।

এর আগে এই আবেদনগুলি যাচাই ও নিষ্পত্তির জন্য গঠিত ক্ষমতাপ্রাপ্ত কমিটিতে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন দফতরের আধিকারিকরা থাকতেন। এর মধ্যে জনগণনা দপ্তর, ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো এবং ডাক বিভাগের আধিকারিকরাও ছিলেন। নতুন ব্যবস্থায় জেলাশাসক আবেদনকারীর জমা দেওয়া নথি যাচাই করবেন, প্রয়োজন হলে তদন্ত করবেন, আবেদনকারী আইনে নির্ধারিত যোগ্যতার শর্ত পূরণ করছেন কিনা তা নির্ধারণ করবেন এবং যোগ্য বলে বিবেচিত হলে নাগরিকত্ব প্রদান করবেন।

পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে এই নতুন সিদ্ধান্তের রাজনৈতিক তাৎপর্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় আসার আগে সিএএ-র আবেদন দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক পশ্চিমবঙ্গে মোট চারটি ক্ষমতাপ্রাপ্ত কমিটি গঠন করেছিল। এর ফলে তৎকালীন তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের সরাসরি প্রশাসনিক ভূমিকা ছাড়াই কেন্দ্রীয় ব্যবস্থার মাধ্যমে নাগরিকত্বের প্রদানের সুযোগ তৈরি হয়েছিল। সংবিধান অনুযায়ী নাগরিকত্ব কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের বিষয়। তবে আবেদনকারীদের নথি যাচাই এবং পুলিশের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় অনুসন্ধানের মতো প্রশাসনিক ও পরিকাঠামোগত কাজে রাজ্য সরকারের ভূমিকা থাকতে পারে। ফলে পশ্চিমবঙ্গে তৎকালীন তৃণমূল সরকার সিএএ-র বিরোধিতা করলেও কেন্দ্রীয় সরকার পৃথক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কমিটির মাধ্যমে আবেদন প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেছিল। কিন্তু পরিবর্তনের পর রাজনৈতিক মহলে এর তাৎপর্য নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। বিশেষত রাজ্যের মতুয়া অধ্যুষিত এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই সিএএ একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ইস্যু।

সিএএ-র আওতায় বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান থেকে আসা হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, পারসি ও খ্রিস্টান এই ছয়টি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ধর্মীয় কারণে দেশ ছেড়ে আসা মানুষকে নাগরিকত্ব পাওয়ার ক্ষেত্রে সুযোগ দেওয়া হয়েছে। আইনের শর্ত অনুযায়ী, তাঁদের ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৪-এর মধ্যে ভারতে প্রবেশ করতে হবে এবং নির্ধারিত অন্যান্য যোগ্যতার শর্ত পূরণ করতে হবে।

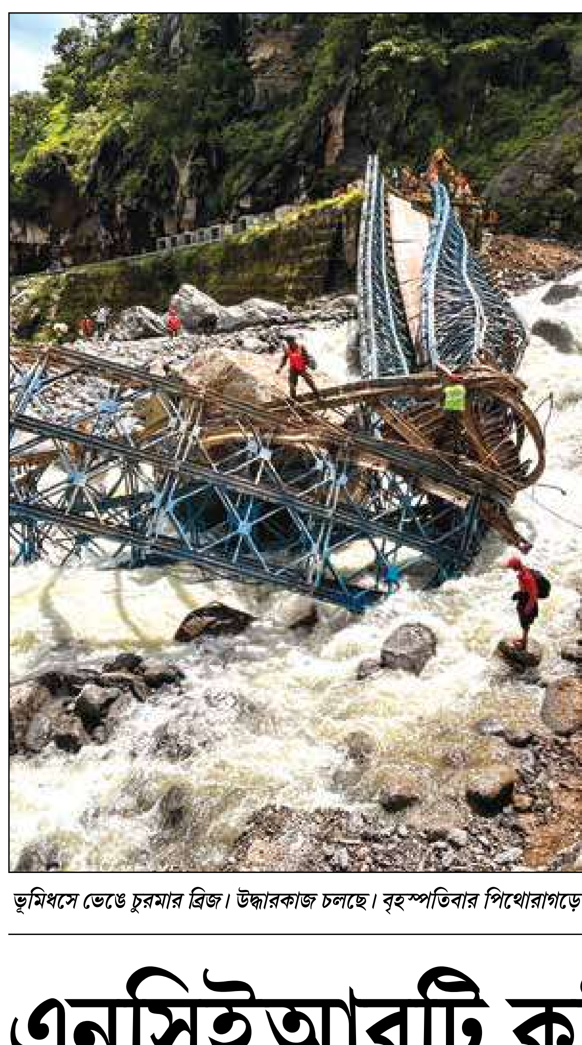

ভূমিধসে ভেঙে চুরমার ব্রিজ। উদ্ধারকাজ চলছে। বৃহস্পতিবার পিথোরাগড়ে।

'স্কুল পড়ুয়াদের চেয়ে বেশি যত্ন পায় মন্ত্রীদের পোষা কুকুর'

লাতুর, ২০ অগাস্ট : দেশজুড়ে সরকারি বিদ্যালয় ঠিক কর বলে ক্যাম্পেন করছে ককরোচ পার্টি। দলের আহ্বায়ক অভিজিৎ দীপকের অভিযোগ, রাজ্যের সরকারি স্কুলগুলিতে ন্যূনতম ক্লাসরুম, পর্যাপ্ত বেঞ্চ, শৌচাগার ও নিরাপদ রাস্তার চরম অভাব রয়েছে। এমনকি টিনের ফুটো ছাদ দিয়েও জল পড়ে।

'স্কুল ঠিক করো' অভিযানের সূচনা করে ক্ষুব্ধ দীপকে তোপ দেগে বলেন, 'নেতারা কি শুধু হেলিকপ্টারে চড়ার জন্যই ভোট পান? মন্ত্রীদের পোষা কুকুররাও এখানকার পড়ুয়াদের চেয়ে ভালো সুযোগ-সুবিধা পায়।' পড়ুয়াদের সাপের কামড়ে মৃত্যুর ঘটনার কথা মনে করিয়ে দিয়ে তিনি স্কুলচত্বরের আবর্জনাকে দায়ী করেন। অবিলম্বে পরিকাঠামোর বদল না হলে রাজ্যজুড়ে তীব্র গণ-আন্দোলন গড়ে তোলার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। তাঁর দাবি, সমস্যার গভীরতা বুঝতে মন্ত্রী ও বিধায়কদের নিজেদের সন্তানদেরও সরকারি স্কুলে পড়াশোনার জন্য পাঠানো উচিত।

বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি পদে মির্জা ফখরুল

এএইচ ঋদ্ধিমান

ঢাকা, ২০ অগাস্ট : রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে সহজ জয় পেলেন বিএনপি-র প্রার্থী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। দীর্ঘ ৩৫ বছর পর ভোটাভুটিতে ২৫৫ ভোট পেয়ে দেশের ২৩তম রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছেন তিনি। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াতে ইসলামী-নেতৃত্বাধীন ১১ দলীয় জোটের প্রার্থী, লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি (এলডিপি)-র চেয়ারম্যান কর্নেল (অব.) অলি আহমদ পেয়েছেন ৮৮ ভোট। বৃহস্পতিবার দুপুর ২টো থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত জাতীয় সংসদ ভবনের অধিবেশন কক্ষে ভোটগ্রহণ হয়। মোট ৩৪৩টি ভোট পড়ে। ভোট গণনা শেষে বিকাল সাড়ে ৫টা নাগাদ প্রধান নির্বাচন কমিশনার তথা রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের নির্বাচনি কর্তা এ এম এম নাসির উদ্দিন ফল ঘোষণা করেন। ফল প্রকাশের পর সংসদ নেতা তথা প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান নিজের আসন থেকে উঠে এসে নবনির্বাচিত রাষ্ট্রপতিকে অভিনন্দন জানান। নবনির্বাচিত রাষ্ট্রপতির সঙ্গে করমর্দন করেন বিরোধী দলীয় নেতা শফিকুর রহমান।

১৯৯১ সালে শেষবার একাধিক প্রার্থীর মধ্যে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হয়েছিল। পরবর্তী সাতটি নির্বাচনে একক প্রার্থী থাকায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার মধ্য দিয়ে দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের এক নতুন অধ্যায়ে প্রবেশ করলেন ফখরুল।

দেবপ্রসাদের স্মৃতির পাতায় রাজীব

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২০ অগাস্ট : প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত রাজীব গান্ধির ৮২তম জন্মবার্ষিকীতে তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে একটি বিশেষ স্মারকগ্রন্থ প্রকাশিত হল নয়াদিল্লিতে। রাজীব-ঘনিষ্ঠ তথা আলিপুরদুয়ারের প্রাক্তন বিধায়ক দেবপ্রসাদ রায়ের লেখা বইটি বৃহস্পতিবার দিল্লির কনস্টিটিউশন ক্লাবে আনুষ্ঠানিকভাবে উন্মোচিত হয়। উপস্থিত ছিলেন লোকসভার প্রাক্তন স্পিকার মীরা কুমার, প্রবীণ কংগ্রেস নেতা মুকুল ওয়াসনিক এবং তারিক আনোয়ার সহ অনেকে।

দেবপ্রসাদ জানান, এক আধুনিক রাজনৈতিক দূরদর্শী, জননেতা এবং যুবসমাজের পথপ্রদর্শক হিসেবে রাজীব গান্ধিকে নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরাই এই বইয়ের মূল লক্ষ্য। তিনি বলেন, 'এই বইয়ের মাধ্যমে রাজীব গান্ধির জীবনের বিভিন্ন মুহূর্ত সামনে আনার চেষ্টা করেছি। পঞ্জাব, অসম, মিজোরাম ও দার্জিলিং চুক্তি সম্পাদনে তাঁর ভূমিকা আজও ঐতিহাসিক।'

দেবপ্রসাদের মতে, বোফর্স, শাহবানু এবং রামমন্দিরের মতো ঘটনায় রাজীব গান্ধির ব্যক্তিগত ভুল না থাকলেও রাজনৈতিকভাবে বলির পাঁঠা হতে হয়েছিল। পাশাপাশি, শ্রীলঙ্কা ইস্যুতে দেশের তৎকালীন বিদেশমন্ত্রক ও আমলাতন্ত্র রাজীবকে 'মিসলিড' করেছিল বলেও ক্ষোভ উগরে দেন তিনি।

অনুষ্ঠানে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গের অনুপস্থিতিতে তাঁর লিখিত বার্তা পাঠ করেন তারিক আনোয়ার। খাড়্গে তাঁর বার্তায় লেখেন, 'দেশের যুবসমাজের কাছে ভোটাধিকারের বয়স ১৮ বছর করার কৃতিত্ব রাজীবেরই, অথচ বিজেপি আজ প্রতিনিয়ত তাঁর অবদানকে খাটো করার চেষ্টা করছে।' লোকসভার প্রাক্তন স্পিকার মীরা কুমার বলেন, ফরেন সার্ভিসের চাকরি ছেড়ে রাজীবের নেতৃত্ব দেখেই তিনি রাজনীতিতে এসেছিলেন। রাজীবের নিজস্ব কণ্ঠস্বরে দেশের উন্নয়ন ভাবনার অডিও বাজিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

এনসিইআরটি কমিটিতে সংঘ-ঘনিষ্ঠ

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২০ অগাস্ট : একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির রাষ্ট্রবিজ্ঞানের নতুন পাঠ্যবই তৈরির কথা মাথায় রেখে এনসিইআরটি-র টেক্সটবুক ডেভেলপমেন্ট টিম পুনর্গঠন ঘিরে শুরু হল তীব্র রাজনৈতিক চাপানউতোর। সদ্যগঠিত ২০ সদস্যের এই নতুন কমিটিতে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস), অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি) এবং অন্যান্য সংঘ-ঘনিষ্ঠ সংগঠনের সঙ্গে সরাসরি বা পরোক্ষ যোগ থাকা অন্তত চারজন সদস্যকে রাখা হয়েছে বলে সরব বিরোধীরা।

বিরোধী দলগুলির দাবি, শিক্ষা ব্যবস্থায় একটি নির্দিষ্ট মতাদর্শের প্রভাব বাড়িয়ে দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সামনে ইতিহাস, সংবিধান ও গণতন্ত্রের ব্যাখ্যাকে প্রভাবিত করার চেষ্টা চলছে। বিশেষ করে ধর্মনিরপেক্ষতা, যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো, মৌলিক অধিকার, গণতন্ত্র এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক বিষয়গুলি কীভাবে স্কুলপড়ুয়াদের সামনে উপস্থাপন করা হবে, তা নিয়ে বড় প্রশ্ন তুলেছে বিরোধী শিবির।

গত ১৪ অগাস্ট বিজ্ঞপ্তি জারি করে নতুন এই টেক্সটবুক ডেভেলপমেন্ট টিম পুনর্গঠন করেছে ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশনাল রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং (এনসিইআরটি)। একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির রাষ্ট্রবিজ্ঞানের নতুন পাঠ্যক্রমে 'সাংস্কৃতিক শিকড়ের সঙ্গে সংযোগ' বা কালচারাল রুটেডনেস, ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেমস, সাম্য ও অন্তর্ভুক্তি, মূল্যবোধভিত্তিক শিক্ষা এবং প্রযুক্তির ব্যবহারকে গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু কমিটির সদস্যদের রাজনৈতিক পরিচয় সামনে আসতেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক বিতর্ক। আরজেডি সাংসদ মনোজ কুমার ঝা সরাসরি কেন্দ্রকে নিশানা করে প্রশ্ন তুলেছেন, শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়বস্তু তৈরির প্রক্রিয়ায় এমন ব্যক্তি ও সংগঠনগুলিকে কেন যুক্ত করা হচ্ছে, যাদের ভূমিকা নিয়েই বিরোধীদের আপত্তি রয়েছে। কেন্দ্রের সমালোচনা করে তাঁর বক্তব্য, 'বর্তমান প্রজন্ম, বিশেষত জেন জে, একটি স্বচ্ছ পরীক্ষা ব্যবস্থা, কর্মসংস্থানের সঙ্গে যুক্ত শিক্ষা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষাব্যবস্থা চায়।'

একাদশ-দ্বাদশের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বই

সংঘ-ঘনিষ্ঠদের নিয়োগ নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়ে তাঁর সরাসরি অভিযোগ, 'নাগপুরে প্রশিক্ষিত ব্যক্তিদের এনে সরকার নিজেদের স্বার্থেই শিক্ষা ব্যবস্থাকে পরিচালিত করছে এবং দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছেলেখেলা করছে।'

কংগ্রেস নেতা মণিশঙ্কর আইয়ার আরএসএস-বিজেপির বিরুদ্ধে দেশের প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার চেষ্টার অভিযোগ তুলে সরব হয়েছেন। তাঁর ক্ষুব্ধ মন্তব্য, 'কংগ্রেস ক্ষমতায় না ফেরা পর্যন্ত এই পরিস্থিতি মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই।'

ডিএমকে মুখপাত্র টিকেএস এলাঙ্গোভানও সরাসরি অভিযোগ করেছেন, আরএসএস এবং বিজেপি দেশের প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান ও ব্যবস্থাগুলির চরিত্র বদলাতে চাইছে। শরদ পাওয়ারের নেতৃত্বাধীন এনসিপি এবং ছাত্র সংগঠন এনএসইউআই-ও নতুন কমিটির গঠন নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে।

বিতর্কের জবাবে বিজেপি অবশ্য সমস্ত অভিযোগ সরাসরি খারিজ করে পালটা প্রশ্ন তুলেছে। শাসকদলের সওয়াল, পূর্ববর্তী ইউপিএ সরকারের আমলে যখন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে বামপন্থী মতাদর্শে বিশ্বাসী শিক্ষাবিদদের প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল, তখন কেন একই ধরনের প্রশ্ন তোলা হয়নি? এনসিইআরটি-র পাঠ্যবইয়ে বদল নিয়ে অবশ্য এই সংঘাত নতুন নয়। ইতিহাস ও ভারতের আধুনিক রাজনৈতিক বিকাশের উপস্থাপনায় সরকার এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছে বলে পূর্বেই বারবার অভিযোগ তুলেছে বিরোধীরা।

দিল্লি প্রেস ক্লাবে 'হর হর মোদি' বিতর্ক

নয়াদিল্লি, ২০ অগাস্ট : নয়াদিল্লির প্রেস ক্লাব অফ ইন্ডিয়া চত্বরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির রামরূপী কাটআউটের সামনে আরতি ও 'মোদি চালিশা' পাঠ ঘিরে তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি হল। সমাজমাধ্যমে ভাইরাল ভিডিওতে দেখা যায়, শ্রীরামের আদলে মাথায় মুকুট ও হাতে ধনুর্বাণ সহ প্রধানমন্ত্রীর একটি ছবির সামনে আরাধনা চলছে। সেখানে রূপান্তরকামী সম্প্রদায়ের সদস্যরা আরতি করার পাশাপাশি 'হর হর মোদি' ও 'জয় জয় মোদি' স্লোগানও দিচ্ছেন। মোদির এই ঈশ্বরপ্রতিম রূপের বন্দনা ও রাজনৈতিক ব্যক্তির ওপর ধর্মীয় প্রতীক প্রয়োগ নিয়ে সমাজমাধ্যমে তীব্র মতভেদ তৈরি হয়েছে। নেটিজেনদের একাংশ একে প্রধানমন্ত্রীর অযাচিত স্তুতি বলে সমালোচনা করলেও অন্যরা একে গভীর ভক্তি হিসাবেই দেখছেন।

অনুষ্ঠানের প্রধান উদ্যোক্তা বিহারের রূপান্তরকামী কল্যাণ বোর্ডের সহ-সভাপতি রাজন সিং ও মহামণ্ডলেশ্বর বৈভবী মহারাজ। সমালোচকদের উদ্দেশে রাজন সিং বলেন, 'এই নিয়ে কারও সমালোচনা করা উচিত নয়। এই সরকার প্রথমবার রূপান্তরকামীদের অধিকার ও কর্মসংস্থান দিয়েছে।' রূপান্তরকামী আইন নিয়ে বিরোধীদের সমালোচনার জবাবে তিনি দাবি করেন, 'রূপান্তরকামীরা এই আইনের বিরোধী নয়, বিরোধীরাই শুধু সমালোচনা করছে।' তিনি বিহারে প্রধানমন্ত্রীর একটি মন্দির তৈরির পরিকল্পনার কথাও জানান।

বিতর্ক বাড়তেই প্রেস ক্লাব কর্তৃপক্ষ সমাজমাধ্যমে স্পষ্ট ভাষায় জানায়, তারা এর আয়োজক নয়। ক্লাবের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'একটি সংস্থাকে সাংবাদিক সম্মেলনের জন্য হল ভাড়া দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তারা শর্তাবলি লঙ্ঘন করায় ক্লাব কর্তৃপক্ষ অবিলম্বে হস্তক্ষেপ করে এবং অনুষ্ঠানটি বন্ধ করে দেয়।'

হামলা ৬ জনকে

প্রথম পাতার পর

ঘটনার আকস্মিকতায় এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায়। মাজার সংলগ্ন এলাকা ও আশপাশের বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। পরিবারও ঘটনায় ভেঙে পড়ে এবং নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে। স্থানীয় বাসিন্দা ও পরিবারের সদস্যরা আক্রান্তদের উদ্ধার করে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে পাঁচজনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হলেও গুরুতর জখম তরুণীকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

তরুণীর বাবা ক্ষোভ ও চরম আতঙ্ক প্রকাশ করে বলেন, 'দিনের আলোয় প্রকাশ্য রাস্তায় এমন হামলার পর আমরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি। অবিলম্বে দোষীদের চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক ও কঠোর শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।' ঠিক কী কারণে এই হামলা তা স্পষ্ট নয়। এর পিছনে প্রেমের প্রস্তাবে কারও সাড়া না দেওয়া বা পারিবারিক কোনও বিবাদ আছে কি না তা স্পষ্ট নয়। সবই খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

তেতো মুখ

প্রথম পাতার পর

অ্যাসোসিয়েশনের যুগ্ম সম্পাদক বিজয় ধর এবং সঞ্জীব ঘোষ জানালেন, আগামী ২৩ অগাস্ট কেন্দ্রীয় কমিটির মিটিং রয়েছে। তাতে যোগ দিতে তাঁরা কলকাতায় যাচ্ছেন। সঞ্জীবের কথায়, 'কলকাতা থেকে ফিরে আমরা শহরের ব্যবসায়ীদের নিয়ে মিটিং করব। এখন যা পরিস্থিতি রয়েছে, তাতে মিষ্টির দাম না বাড়ালে মিষ্টির দোকান বন্ধ করে দিতে হবে।' প্রয়োজনে তাঁরা মন্ত্রী শংকর ঘোষের সঙ্গেও এই সমস্যা নিয়ে কথা বলবেন।

অরবিন্দপল্লির মিষ্টি ব্যবসায়ী বিশ্বজিৎ গোপ বা সুকান্তনগরের মিষ্টি ব্যবসায়ী বিধান ঘোষ— অনেকেই মিষ্টির দাম বাড়িয়েছেন ঠিকই, তবে দুশ্চিন্তা করছেন ক্রেতাদের নিয়ে। বিশ্বজিৎ বলছিলেন, 'ক্রেতারা রেগে যাচ্ছেন। আমরা ছোট ব্যবসায়ী। এমনিই ক্রেতা কম আসে। এখন দাম বাড়ানোর পর কী হবে জানি না।' বিধানের স্বগতোক্তি, 'শুনেছি দাম আরও বাড়বে। জানি না দোকান চালাতে পারব কি না।'

অন্যদিকে শম্পা দে, বিপ্লব নন্দীর মতো আমআদমির আশঙ্কা, বিজয়ার সময় এক পিস রসগোল্লা ২০ টাকা দিয়ে কিনতে হবে না তো?

বক্সায় নেতাজি, প্রশ্ন ইতিহাসের

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২০ অগাস্ট : নেতাজির নামে সংগ্রহশালা। স্থান আলিপুরদুয়ার জেলার ঐতিহাসিক বক্সা দুর্গে। সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকারের। এজন্য বরাদ্দ হবে ১০০ কোটি টাকা। বক্সা দুর্গে ব্রিটিশ ভারতে ছিল বন্দিনিবাস। যেখানে বহু স্বাধীনতা সংগ্রামীকে বন্দি রাখা হয়েছিল। বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের ওই এলাকায় প্রস্তাবিত সংগ্রহশালায় স্বাধীনতা সংগ্রামের নানা অধ্যায় ও সংগ্রামীদের বীরগাথা তুলে ধরার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

সম্প্রতি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে ঘিরে কুকথা, অশোভন মন্তব্যের ঝড় উঠেছিল। যাতে বেশ কয়েকজন বিজেপি নেতা-কর্মীর নাম জড়িয়ে পড়েছিল। এনিয়ে দেশজুড়ে সমালোচনা শুরু হওয়ায় রাজ্য সরকার ড্যামেজ কন্ট্রোলে কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে। রাজ্যসভার সাংসদ নগেন্দ্র রায়ের বঙ্গবিভূষণ সম্মান কেড়ে নেয়। তাতে অবশ্য নেতাজি আবেগে ক্ষতের প্রলেপ পড়েনি।

মনে করা হচ্ছে, সেই কারণে বক্সা দুর্গে নেতাজির নামে সংগ্রহশালা তৈরির সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য। বুধবার রাজ্য মন্ত্রীসভার বৈঠকে প্রস্তাবটি দিয়েছিলেন প্রতিমন্ত্রী বিশাল লামা। বক্সা দুর্গ যে এলাকার মধ্যে পড়ে, সেই কালচিনি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তিনি। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সহ মন্ত্রীসভার সমস্ত সদস্য তৎক্ষণাৎ ওই প্রস্তাবে সিলমোহর দেন।

তাতে অবশ্য বিতর্কে লাগাম পড়েনি। কারণ সরকারের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, ওই দুর্গের একটি সেলে বন্দি ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু। সেই সেল সংরক্ষণে সুসজ্জিত শ্রদ্ধা-গ্যালারি তৈরি করা হবে বলা

হচ্ছে। কিন্তু ঐতিহাসিক তথ্যে বক্সায় নেতাজির বন্দি থাকার কোনও রেকর্ড নেই। শুধু তাই নয়, সুভাষ ১৯৩৭-এ জলপাইগুড়ি শহরে প্রাদেশিক কংগ্রেস সম্মেলনে এলেও আলিপুরদুয়ার বা বক্সায় কখনও যাননি।

ফলে তাঁর নামে বক্সায় সংগ্রহশালা তৈরির প্রস্তাবেও বিস্ময় তৈরি হয়েছে। আলিপুরদুয়ারের প্রবীণ গান্ধিবাদী গবেষক পরিমল দে বৃহস্পতিবার বলেন, 'যদি বলা হয়ে থাকে যে, বক্সায় নেতাজি বন্দি ছিলেন, তাহলে তা ইতিহাসের বিকৃতি। তিনি কখনও বক্সায় ছিলেন না। তাঁর সেল বলে যদি কোনও ঘর চিহ্নিত করা থাকে, তাহলেও তার কোনও ঐতিহাসিক বাস্তবতা নেই।'

চর্চা শুরু হয়েছে, নেতাজিকে ঘিরে রাজ্যবাসীর জাতীয়তাবাদী আবেগকে ছোঁয়ার লক্ষ্যে তড়িঘড়ি এই মেগা প্রকল্পের ঘোষণা। তা করতে গিয়ে ইতিহাস গবেষণাও করা হয়নি। গান্ধি গবেষকের মতে, বক্সায় নেতাজির নামে সংগ্রহশালা হতেই পারে। কিন্তু নেতাজি সেখানে বন্দি ছিলেন বলার সঙ্গে সত্যের সম্পর্ক নেই।

ছাড় চিনির আমদানিতে

নয়াদিল্লি, ২০ অগাস্ট : বাজারে চিনির দাম নিয়ন্ত্রণে পদক্ষেপ করল ভারত সরকার। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে বৈদেশিক বাণিজ্যের ডিরেক্টর জেনারেল জানিয়েছেন, আগামী ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত ১০ লক্ষ মেট্রিক টন নিঃশুল্ক চিনি আমদানি করতে পারবেন দেশীয় কারবারিরা। সঙ্গে, চিনি গুদামজাত করার উর্ধ্বসীমাও বেঁধে দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, ১৫ দিনের প্রয়োজনের জন্য ১০ টনের বেশি চিনি মজুত রাখতে পারবেন না কোনও ডিলার।

মন্ত্রীর বাড়িতে

প্রথম পাতার পর

আমার কাগজপত্র, ব্যাংক অ্যাকাউন্টের ডিবিটি সবই ঠিক রয়েছে। আমার স্বামী অন্যের দোকানে কাজ করেন। যোগ্যতার হিসেবে সমস্ত শর্তই পূরণ করেছি বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তবুও আমি টাকা পাইনি। বারবার আমাদের হয়রান হতে হচ্ছে। এর সুরাহার জন্যই মন্ত্রীর বাড়িতে এসেছি।' সুপ্রিয়া দাস বললেন, 'জুন মাসে আবেদন করে রেখেছি। বহু মহিলা টাকা পেয়ে গেলেও আমরা কেন পেলাম না তার জবাব চাই।' অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা দেওয়ার নামে বারবার হয়রানি করা হচ্ছে বলে চন্দনা সরকার, ঋতু সাহার মতো অনেকেরই অভিযোগ। আবেদন করার পরও টাকা না মেলায় বারবার দপ্তরে যোগাযোগ করতে হচ্ছে বলে তাঁদের দাবি।

বিক্ষোভে শামিল মহিলারা নিজেদের রাজনৈতিক পরিচয় দেননি। তবে বিজেপির দাবি, বিক্ষোভের পেছনে বিরোধীদের হাত রয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেস ও সিপিএমের উসকানিতেই কিছু মহিলা মন্ত্রীর বাড়িতে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন বলে তাদের অভিযোগ। বিজেপির জেলা সাধারণ সম্পাদক সঞ্জয় চক্রবর্তীর কথা, 'যাঁরা যোগ্য তাঁরা নিশ্চয়ই টাকা পাবেন। এদিনের ঘটনা থেকে আমরা নিশ্চিত যে বিজেপিকে কালিমালিপ্ত করার উদ্দেশ্যে তৃণমূল ও সিপিএম এই বিক্ষোভের পেছনে রয়েছে।' অভিযোগ অস্বীকার করে সিপিএমের জেলা সম্পাদক অনন্ত রায়ের বক্তব্য, 'প্রত্যেক যোগ্য মহিলা যাতে প্রকল্পের সুবিধা পায় তা সরকারের দেখা উচিত। বিজেপি সেই কাজে ব্যর্থ জন্যই বারবার বিক্ষোভের মুখে পড়ছে।'

মনখারাপ রাইডারদের

লাগবে ভাড়ার বাইক, মহার্ঘ্য সিকিম সফর

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২০ অগাস্ট : ধূসর পাহাড়ের খাঁজকাটা পথে নিজস্ব মোটরবাইক নিয়ে ভ্রমণের রোমাঞ্চ উপভোগ করতে কে না চান? ইচ্ছেপূরণের জন্যই তো প্রতি বছর সিকিমের গুরদংমার লেক, ছাঙ্গু লেক, নাথু লা, বাবা মন্দির অথবা জিরো পয়েন্ট, লাচেন ও লাচুংয়ের পথ স্বপ্নের গন্তব্য হয়ে ওঠে প্রচুর পর্যটকের কাছে। কিন্তু পুজোর মুখে উত্তর ও পূর্ব সিকিমের দুর্গম ও সংরক্ষিত এলাকায় নিজস্ব বাইক নিয়ে পর্যটকদের ভ্রমণের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারির ইঙ্গিত দিয়েছে সিকিম সরকার। এই বিধিনিষেধ কার্যকর হলে ভিনরাজ্যের পর্যটকদের পাহাড়ের অতি পরিচিত ও আকর্ষণীয় রুটগুলিতে চক্কর কাটার জন্য ভাড়া করতে হবে স্থানীয় বাণিজ্যিক নম্বরের বাইক। অর্থাৎ বেড়াতে এসে খরচ করতে হবে বাড়তি টাকা। তাই নির্দেশিকা জারির আগেই পর্যটনশিল্পের ওপর এর বিরূপ প্রভাব পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

এতদিন নিজস্ব নথিপত্র দেখালেই প্রশাসনের কাছ থেকে সহজেই 'প্রোটেক্টেড এরিয়া পারমিট' ও 'রেস্ট্রিক্টেড এরিয়া পারমিট' পাওয়া যেত। কিন্তু সরকারের এই সম্ভাব্য নতুন নিয়মের ফলে নিজস্ব বাইক নিয়ে আর আগের মতো অবাধে ঘোরার সুযোগ থাকবে না। এমন সিদ্ধান্তের প্রভাব নিয়ে শিলিগুড়ির শক্তিগড়ের বাসিন্দা বাইক রাইডার শুভঙ্কর দাস বলেন, 'বাইক রাইডারদের জন্য এটি সত্যিই হতাশাজনক। এতদিন শুধু পারমিটের ফি জমা দিয়েই পাহাড় জয়ের আনন্দ পাওয়া যেত। কিন্তু এখন সিকিমে গিয়ে আলাদা করে বাইক ভাড়া করলে খরচ অনেক বাড়বে। নিজের বাইক নিয়ে যেতে না পারলে অনেক পর্যটকই হয়তো ভ্রমণের পরিকল্পনা বাতিল

- নিজস্ব মোটরবাইক নিয়ে সিকিমের রাস্তায় চলার পথে নিষেধাজ্ঞা জারির সম্ভাবনা
- দুর্গম ও সংরক্ষিত এলাকায় নিজস্ব বাইকের পরিবর্তে নিতে হতে পারে বাণিজ্যিক বাইক
- সিকিম প্রশাসন এমন সিদ্ধান্ত নিলে তার বড় প্রভাব পড়তে পারে সেখানকার পর্যটনে

করবেন। এর প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়বে সিকিমের পর্যটন ব্যবসায়।' সুযোগ মিললেই বন্ধুদের সঙ্গে বাইক নিয়ে উন্মুক্ত পাহাড়পথে ঘুরে বেড়ান উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জের বাসিন্দা সুদীপ্ত চক্রবর্তী। তাঁর কথায়, 'অন্য রাজ্য থেকে বহু পর্যটক নিজের বাইকেই সিকিম যান। নতুন নিয়ম চালু হলে নিজস্ব বাইক সিকিমের সীমানায় রেখে স্থানীয় বাণিজ্যিক বাইক ভাড়া করা অনেক পর্যটকের পক্ষেই সম্ভব হবে না।'

শিলিগুড়ির হায়দরপাড়ার বাইক রেন্টাল ব্যবসায়ী উজ্জ্বল মণ্ডল বলেন, 'নিয়ম অনুযায়ী, সিকিমের বাসিন্দারাও যখন নিজেদের বাইক নিয়ে উত্তর সিকিমে যান, তখন তাঁদের পারমিট নিতে হয়। ভিনরাজ্যের কোনও পর্যটক যদি স্থানীয় কারও প্রাইভেট নম্বরের বাইক নিয়ে ঘোরার চেষ্টা করেন, সেক্ষেত্রেও পারমিট পাওয়া যাবে না। অর্থাৎ, নতুন নিয়মের ফলে পর্যটকদের স্থানীয় বাণিজ্যিক বাইক ভাড়ার ওপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করতে হবে।'

তবে এই বিধিনিষেধের ফলে উত্তরবঙ্গের পর্যটনে নতুন সম্ভাবনার দুয়ার খুলতে পারে বলে মনে করছেন অনেকে। ইস্টার্ন হিমালয়ান বাইক রেন্টাল অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য শুভজিৎ গোস্বামী বলেন, 'সিকিমে এই নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হলে শিলিগুড়ির বাইক রেন্টাল ব্যবসায় বড় কোনও পরিবর্তনের আশঙ্কা নেই। কারণ শিলিগুড়ির বাণিজ্যিক নম্বরযুক্ত বাইক নিয়ে পূর্ব বা উত্তর সিকিম যাওয়ার সুযোগ বহু বছর ধরেই বন্ধ। বরং সিকিমের এমন সিদ্ধান্তে উত্তরবঙ্গের পাহাড়ি এলাকায় বাইক নিয়ে পর্যটকদের আনাগোনা বৃদ্ধি পেতে পারে।'

সিকিম প্রশাসনের এমন সিদ্ধান্ত কার্যকর হলে সেখানকার রোমাঞ্চকর পর্যটনের সমীকরণ যে খানিকটা বদলে যাবে, তা নিয়ে সংশয় নেই।

জালে আরও দুই

প্রথম পাতার পর

মোবাইলে বাংলাদেশের সিম কার্ড পাওয়া গিয়েছে বলে তদন্তকারী সূত্রের খবর। রশিদুলের মতো প্রদীপ্তর নামে থাকা দুটি সিমও রাওয়ালপিন্ডিতে সক্রিয় রয়েছে। সাদামাঠা চেহারার আড়ালে কীভাবে সে দেশবিরোধী কাজ চালাচ্ছিল, তা তদন্তকারীদের ভাবাচ্ছে। এর আগে ধৃত রশিদুল, নাসিরুদ্দিন, সফিকুল ও মিঠুর বাড়ি বাংলাদেশ সীমান্তঘেঁষা এলাকায়। কারও বাড়ি সীমান্ত থেকে এক কিলোমিটার, কারও ৫০০ মিটার দূরে, আবার কারও বাড়ি কাঁটাতারের ভিতরে। প্রদীপ্ত অবশ্য শিলিগুড়ির মতো শহরে বেড়ে উঠেছে। সেখান থেকে দিল্লিতে গিয়ে কীভাবে এই চক্রে জড়াল, রশিদুলদের সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল কি না, তা এসটিএফ খতিয়ে দেখছে। দিল্লির মতো রাজধানী শহরে থেকে কীভাবে সে নেটওয়ার্ক চালাত, তাও তদন্ত হচ্ছে। দিনহাটা থেকে তাকে শিলিগুড়িতে এসটিএফ হেপাজতে নিয়ে যাওয়া হয়।

ছেলের পাক চরবৃত্তিতে জড়িয়ে পড়ার কথা শুনে প্রদীপ্তর বাবা প্রশান্তকুমার বসু ও মা কণিকা বসু অবাক। প্রশান্ত কিছুটা অসুস্থও হয়ে পড়েছেন। প্রদীপ্ত এই দম্পতির একমাত্র ছেলে। কলকাতায় বেশ কয়েক বছর থাকার পর প্রদীপ্ত ২০১৯ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত শহরের ৩০ নম্বর ওয়ার্ডের হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সরণির একটি অ্যাপার্টমেন্টে পারিবারিক ফ্ল্যাটে থাকত। সেই সময় সে ফুলবাড়িতে বাবার মানি এক্সচেঞ্জের কারবার সামলাত।

প্রশান্তের অভিযোগ, ওই দোকানে কাজ করার সময় এক ব্যক্তির সঙ্গে প্রদীপ্তর পরিচয় হয়। 'কাকু' হয়ে ওঠা সেই ব্যক্তিই নাকি দিল্লিতে 'মেডিকেল ট্যুরিজম'-এর পরিকল্পনা তার মাথায় ঢোকান। এরপর বাংলাদেশ থেকে আসা রোগীদের দিল্লির নার্সিংহোমে ভর্তি করত বলে পরিবার জানত। বাবা-মায়ের সঙ্গে প্রদীপ্তর নিয়মিত যোগাযোগও থাকত না। কণিকা ফোনে ছেলের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করতেন। চলতি মাসে প্রদীপ্ত শিলিগুড়ির বাড়িতে এসেছিল।

প্রশান্তের কথায়, 'আত্মীয়দের অনুষ্ঠান ছিল। রোগী দিল্লিতে নিয়ে যাওয়ার জন্য কলকাতায় এসেছে বলে ওই সময় ছেলে বলেছিল। কলকাতা থেকে শিলিগুড়িতে আসার ভাড়াও ছিল না। আমি নিজে ট্রেনের ভাড়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম।' বাড়িতে এসে প্রদীপ্ত অবশ্য ফোন নিয়েই ব্যস্ত থাকত। কণিকা বলেন, 'অ্যাপ ব্যবহার করে ছেলে গান গাইত। ওই গানের সূত্র ধরেই অনেকের ফোন আসে বলে ছেলে বলত।' ২০১৯ সালে শিলিগুড়িতে আসার আগে কলকাতায় থাকার সময় কখনও অনলাইন লটারি, কখনও হার্ডওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের কাজ করছে বলে প্রদীপ্ত পরিবারকে জানিয়েছিল। বিয়ে হলেও পরে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। স্ত্রী কলকাতায় আলাদা সংসার করেন।

অন্যদিকে, মুম্বই সহ একাধিক রাজ্য থেকে ফিরে আসার পর জাকিরের প্রভাব কাজে লাগিয়ে ফজলের কাজকর্ম তদন্তকারীরা রহস্যজনক বলে মনে করছেন। এসটিএফ হেপাজতে থাকা সফিকুল সহ অন্যদের সঙ্গে ফজলে কীভাবে চরবৃত্তি করছিল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এলাকায় নাশকতার বড় ছক ছিল কি না, তাও এসটিএফ তদন্ত করছে। ইসলামপুর থানায় পাঁচ ঘণ্টার বেশি ফজলেকে জেরা করা হয়। ইসলামপুর পুলিশ জেলার এক শীর্ষকর্তা বলেন, 'ফজলে নামে একজনকে এসটিএফ আটক করেছে। প্রাথমিকভাবে যা তথ্য তাতে কোচবিহারের সাহেবগঞ্জ কাণ্ড এবং পাঞ্জিপাড়া থেকে ধৃত ব্যক্তির সূত্রেই তাকে আটক করা হয়েছে। বাকিটা এসটিএফ যা বলার বলবে।'

বিধানসভা ভোটের ফলের পর থেকেই জাকির এলাকাছাড়া। ফজলে নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানতে ফোন করা হলে তাঁর ফোন 'সুইচড অফ' মেলে। ইসলামপুরের বিধায়ক কানাইয়ালাল আগরওয়ালের 'ডান হাত' হিসেবে জাকির পরিচিত। কানাইয়ার মন্তব্য, 'জাকির ইসলামপুর ব্লক সভাপতি ছিলেন। কিন্তু ফজলে সক্রিয় রাজনীতিতে ছিলেন না। ফলে ব্লক সভাপতির ভাই কী করতেন তা তো আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়।' এসটিএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, ফজলের জেরার সময় আরও একজনের খোঁজে তল্লাশি চলছে। সিম কার্ড সরবরাহ সহ কীভাবে সে এই চক্রে যুক্ত ছিল, তা নিয়ে তদন্ত চলছে। তবে এসটিএফের তরফে এখনও স্পষ্ট কোনও বয়ান দেওয়া হয়নি।

(তথ্য সংকলন : শমিদীপ দত্ত, অরুণ ঝা ও প্রসেনজিৎ সাহা।)

ফিরছে পুরোনো সেই মডেল

প্রথম পাতার পর

যদি বাংলাদেশিই হয়, তাহলে মুখ্যমন্ত্রীকে বলে তাঁদের ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠানোর ব্যবস্থা করছেন না কেন তিওয়ারিবাবু! ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠানো নিয়ে প্রথম দু'দিন খুব হইচই হল। কিছু বাংলাদেশি জিরো পয়েন্টে পড়ে কান্নাকাটি করলেন, কোনও দেশই তাঁদের নেয় না। তারপর তো সব চুপ। আমরা জানি না, সেই কিশোরীদের কী হল!

কলকাতার দক্ষিণে যাদবপুরে সেদিন একদল বিজেপি নেতা স্পষ্ট শুনিয়ে গেলেন, লেনিনের মূর্তি ভাঙতেই হবে। এক মহিলার কী চিৎকার, লেনিনই নাকি দেশভাগের মূলে। অথচ লেনিন ভারতের স্বাধীনতার বহু বছর আগেই হারিয়ে গিয়েছেন চিরকালের মতো।

যাদবপুর ও কাশীপুরের মাঝামাঝি জায়গা বাগমারিতে দেখলাম হিন্দিভাষী কয়েকজনের দাপট। পতাকা নিয়ে ঝামেলা। তাদের গলার স্বর আকাশছোঁয়া। মারপিটে অভ্যস্ত বোঝাই যায়। তাদের থামানোর কেউ নেই।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ বা এবিভিপি ছাত্রদের সঙ্গে বামপন্থীদের তুমুল ঝামেলা। বিদ্যার্থী পরিষদের ছাত্রদের এতদিন পাত্তাই মিলত না সেখানে। তাঁরা পুড়িয়ে দিল ছাত্র ফেডারেশনের পতাকা।

দেশজুড়ে ছাত্রদের আস্থা অর্জন করতে নানারকম পরিকল্পনা মোদি সরকারের। আর এদিকে কলকাতায় এই অবস্থা। বিজেপি বিধায়ক শর্বরী মুখোপাধ্যায় ঝামেলায় জল ছেটানোর বদলে আগুন দিতে আগ্রহী বেশি। তাঁর জানা আছে কি না জানি না, সরকারিভাবে এই পরিষদ বিজেপির ছাত্র সংগঠন নয়। সেটা রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যই বলেছেন।

এ সব ঘটনা বারবার বোঝাচ্ছে, পরিস্থিতি বিজেপির বড় নেতাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। মুখ্যমন্ত্রী বা গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রীরা এ নিয়ে বারণ না করায় সব চলছেই। বড়রা আপাতত কাকলি, ঋতব্রতর মতো কলঙ্কিত অনুগতদের কবজা করতে ব্যস্ত। কলকাতার সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাতে পারছেন না। শমীক তো যা বলছেন, হচ্ছে তাঁর উলটো।

বাংলাদেশে আমরা দেখেছি, নতুন সরকার বিরোধী আওয়ামী লিগকে নিষিদ্ধ করে দিয়েছে অগণতান্ত্রিকভাবে। এখানে লক্ষ্য তো একই। আসল বিরোধীদের ঘরবন্দি করে রেখে দেওয়ার চেষ্টা। ক্রিকেটার বিধায়ক অশোক দিন্দার এক ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। তাতে তিনি অনুগামীদের দ্বিধাহীন বলেছেন, তৃণমূলের কাকলি-ঋতপন্থীদের মালা পরাতে হবে। কালীঘাটপন্থীদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখালেই হবে। তাই হামলা শুধু হচ্ছে সৌগত রায়, মহুয়া মৈত্রদের ওপর— যাঁরা বিজেপির হাত ধরেননি। এর মধ্যে আমরা দেখেছি শহরতলিতে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর গাড়িতে হামলা। এটা কি সেই অঘোষিত বার্তা? যেখানে বলতে চাওয়া হচ্ছে, আপনারা কিন্তু বাড়ির মধ্যেই থাকুন! আমরা কিন্তু সব দেখছি! পরিচালক তপন সিংহের ছবির বিখ্যাত সংলাপের ধাঁচে।

পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল মাঝে মাঝেই শহরের রাস্তায় নামছেন। হকার উচ্ছেদ ও পার্কিং নিয়ে কিছু প্রচার কুড়োচ্ছেন। সামগ্রিক নীতি তৈরি হচ্ছে না কোনও। তাই হকার সরানো হচ্ছে কোথাও। অধিকাংশ জায়গায় হচ্ছে না। ওইভাবে মাঝে মাঝে একটা দুটো জায়গায় হানা দিয়ে লাভ কী হয়!

কলকাতা যে শুধু খুব দ্রুত ঘুমিয়ে পড়ছে, অশিক্ষিত-অসংবেদনশীল নেতায় ভরে যাচ্ছে, তাই-ই নয়। বৃষ্টি হলে জল জমে যাচ্ছে। রাস্তাঘাটে বড় বড় গর্ত। বেহাল রাস্তায় বাস, অটোর অবস্থা খুব খারাপ।

রাস্তা খারাপ হলে ঠিক করার লোক নেই। পুরসভা দেখার যোগ্য লোক নেই। তা নিয়ে যেন সরকারের মাথাব্যথাও নেই। এই পরিস্থিতিতে যে ট্রাফিক পুলিশ ম্যানেজমেন্ট কলকাতার গর্ব ছিল, তারাও যেন হঠাৎ দিশেহারা। আলোর অভাব এমনিতে নেই শহরে। বহু রাস্তায় বর্ষায় বড় হওয়া গাছের ডালপালা ঢেকে দিয়েছে ল্যাম্পপোস্টকে। সেই গাছ কাটার লোক দেখা যাচ্ছে না। রাস্তাঘাটে নোংরা বাড়ছে। বাড়ছে বেআইনি পার্কিং।

মমতা সরকারের পতনের পর মনে হয়েছিল, এবার ব্যানারে মন্ত্রীদের মুখ দেওয়ার প্রবণতা কমবে। প্রথমদিকে সরকারের বিজ্ঞাপনে মুখ্যমন্ত্রীর মুখ থাকত না।

তারপর আস্তে আস্তে সর্বত্র প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর মুখ দেওয়া শুরু হল। প্রথমে ছোট করে। তারপর একটু বড়। এখন আরও বড়। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে রাজ্য সভাপতির ছবি থাকল।

বৃহস্পতিবারই দেখলাম, ইএম বাইপাসে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তিন মন্ত্রীর ছবি দিয়ে তৈরি একটি বিশাল ব্যানারে ভরে গিয়েছে একটা দিক। ঢাকুরিয়ার এক পুজো কমিটির বড় বড় পোস্টারে ভরে গিয়েছে আনোয়ার শাহ রোড। এক একটিতে এক এক বিজেপি নেতার মুখের ছবি।

আবার সেই ধারা এসেছে ফিরিয়া। বিজেপি সরকারের একশো দিন উপলক্ষ্যে ঝোলানো ব্যানার, পোস্টারেও শুধু মন্ত্রী, বিধায়কদের ছবি। ছবি না দিয়ে কি কিছু প্রচার করা যায় না? সেই তো একই পথে হাঁটা হল তা হলে!

প্রশ্ন অন্য জায়গায়। রাজ্যের রাজধানীর চারদিকে যদি এই দুর্দশা হয়, তাহলে ছোট শহর, মফসসল, গ্রামের অবস্থা কেমন হবে! ভাবুন, ভাবা প্র্যাকটিস করুন এখন থেকেই। সবে তো একশো দিন হল!

স্বাস্থ্য, কৃষিক্ষেত্রেও বিপ্লব আসছে জিও'র হাত ধরে

জীবনের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জুড়ে যাচ্ছে প্রযুক্তি

আমাদের জীবনটাকে আগামীতে আরও বদলে দিতে চাইছে জিও। চিকিৎসা, কৃষি, শিক্ষাক্ষেত্রে বিপ্লব আসন্ন। প্রত্যন্ত গ্রামে যেখানে চিকিৎসার আলো পৌঁছায়নি, সেখানেও পৌঁছে যেতে চাইছে জিও। শুধুমাত্র ছোট্ট একটা ব্যাগে বন্দি থাকছে আগামীর হাসপাতাল। যেখানে ডাক্তার ছাড়াই শারীরিক পরীক্ষানিরীক্ষা করবে যন্ত্র। এবং নির্ভুল ফলও মিলবে।

দীপ সাহা

নভি মুম্বই, ২০ অগাস্ট : রাত সাড়ে দশটা।

ছোট্ট একটা পান দোকান বন্ধ করার আগে হিসাব মেলাচ্ছেন দোকানদার। দিনের বিক্রির একটা অংশ নগদে, বাকিটা মোবাইলে। দুজন ক্রেতা তখনও বাকি। একজন বলছেন, 'দাদা, অনলাইন করে দিচ্ছি।' দোকানদার মাথা নাড়লেন। কয়েক সেকেন্ড পরই চলে এল টাকা।

দোকানের শাটার নামিয়ে তিনি বাড়ির পথ ধরলেন। হাতে সেই একই মোবাইল। পথে ছেলের ফোন। কাল স্কুলে একটা অনুষ্ঠান, তার একটা ছবি পাঠিয়েছে। বাড়ি পৌঁছোনোর আগেই স্ত্রীকে একটা ভিডিও কল। তারপর খেতে বসে মোবাইলে খবর দেখা। পাশে টেলিভিশনে চলছে অন্য একটা অনুষ্ঠান। এই পুরো সময়টায় তিনি একবারও ভাবেননি, ইন্টারনেট চলছে কি না। কারণ এখন ইন্টারনেট চলাটা খবর নয়। না চলাটাই খবর।

দশ বছর আগে দৃশ্যটা কিন্তু এমন ছিল না। তখন মোবাইলের ডেটা ছিল হিসাব করে ব্যবহার করার জিনিস। একটা ছবি খুলবেন কি না, ভিডিও দেখবেন কি না ভাবতে হত। মাসের শেষ দিকে ডেটা বাঁচিয়ে চলা ছিল খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। এক জিবি ডেটার জন্য খরচ হত প্রায় ২২৮ টাকা। মোবাইল ইন্টারনেট ছিল, কিন্তু সবার জীবনের স্বাভাবিক অংশ হয়ে ওঠেনি।

তারপর এল ২০১৬। বাজারে পা রাখল জিও।

কিন্তু দশ বছর পর দাঁড়িয়ে জিওর গল্পটাকে শুধু একটা টেলিকম সংস্থার গল্প বললে বোধহয় কম বলা হয়। কারণ একটা সংস্থা সস্তায় ডেটা দিয়েছে, এর চেয়ে অনেক বড় তার পরের প্রভাব।

মানুষের অভ্যাস বদলে গেল। ডেটা কম খরচ করার বদলে ডেটা ব্যবহার করার নতুন নতুন কারণ তৈরি হতে লাগল। খবর, গান, সিনেমা, খেলা, ছবি, টাকা দেওয়া, কেনাকাটা, পড়াশোনা, কাজ- একটার পর একটা দরজা খুলতে থাকল।

একজন ছোট ব্যবসায়ী বুঝলেন, দোকানে না থেকেও ব্যবসা করা যায়। একজন ছাত্র বুঝল, ক্লাসরুম আর চার দেওয়ালে আটকে নেই। একজন তরুণ বুঝল, নিজের কথা বলার জন্য বড় শহরে থাকা জরুরি নয়। গ্রামের একজন মানুষও একই পর্দায় পৃথিবীর অন্য প্রান্তের মানুষের সঙ্গে কথা বলতে পারেন। ইন্টারনেট তখন আর প্রযুক্তি থাকল না। অভ্যাস হয়ে গেল।

আজ জিও'র ৫২.৪৪ কোটি গ্রাহক। তার মধ্যে ২৬.৮৫ কোটি মানুষ ৫জি ব্যবহার করছেন। দেশের মোবাইল ডেটা ব্যবহারের প্রায় ৬০ শতাংশ তার নেটওয়ার্ক দিয়ে যায়। একজন জিও গ্রাহক মাসে গড়ে ৪২.৩ জিবি ডেটা ব্যবহার করেন। এক দশক আগে যে দেশে এক জিবি ডেটার দাম ছিল প্রায় ২২৮ টাকা, সেখানে আজ সেই খরচ প্রায় ৮ টাকা।

কিন্তু জিওর গল্পটা এখানেই থামেনি। একটা বাড়িতে ঢুকে পড়া সংযোগ ধীরে ধীরে বাড়িটাকেই বদলাতে শুরু করেছে। সন্ধ্যায় বাবা টেলিভিশনে খবর দেখছেন। ছেলে অন্য ঘরে মোবাইলে খেলা দেখছে। মা

ফোনে কারও সঙ্গে কথা বলতে বলতে রান্না করছেন। বাড়ির দরজার সামনে ক্যামেরা। ঘরের ছবিগুলো ফোনে জমছে। গান চলছে অন্য ঘরে। কোথাও হয়তো অনলাইন কাজও চলছে। সবকিছুর নেপথ্যে সেই এক সংযোগ।

জিওর ২.৭১ কোটির বেশি হোম ব্রডব্যান্ড গ্রাহক এখন সেই পরিবর্তনের একটা ছবি। আগামীদিনে এই বাড়ির চেহারাটা আরও বদলাবে। কম্পিউটারের কাজ হয়তো ঘরে রাখা কম্পিউটারেই করতে হবে না। অর্থাৎ, যন্ত্র ছোট হবে, কিন্তু তার পিছনের প্রযুক্তি বড় হতে থাকবে।

এই জায়গাতেই জিও'র দ্বিতীয় দশকের গল্পটা প্রথম দশকের থেকে আলাদা। প্রথম দশকে প্রশ্ন ছিল, কীভাবে আরও বেশি মানুষকে ইন্টারনেটের সঙ্গে যুক্ত করা যায়? এখন প্রশ্ন, সেই সংযোগের ভিতটা কতটা নিজের হাতে রাখা যায়?

নভি মুম্বইয়ের ঘাঁসোলি এলাকায় প্রায় ৫৫০ একর জমিতে বিশাল পার্ক। না এ পার্ক তথাকথিত খেলার বা বিনোদনের পার্ক নয়। এ এক কর্পোরেট পার্ক। সেই বিশালাকার পার্কেই এখন প্রযুক্তিরা ডানা মেলছে জিও'র হাত ধরে। যা দেখে শুধু কৌতূহল নয়, বিস্ময় জাগে।

জিও এখন নিজস্ব ৪জি-৫জি প্রযুক্তি, নেটওয়ার্ক পরিচালনার সফটওয়্যার, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং পরবর্তী প্রজন্মের যোগাযোগ ব্যবস্থা তৈরিতে জোর দিচ্ছে। ১১ হাজারেরও বেশি মানুষ তার প্রযুক্তি ও ডিজিটাল পণ্য তৈরির কাজে যুক্ত। ৬,৮১৭টি পেটেন্টের আবেদন করা হয়েছে, যার মধ্যে ১,০০৯টি ইতিমধ্যে অনুমোদিত।

ভারতের জন্য এই পরিবর্তনের অর্থ আলাদা।

২জি, ৩জি, এমনকি ৪জি-র প্রথম পর্বে মূলত অন্যরা তৈরি করা প্রযুক্তি ব্যবহার করেছে। ৫জি-তে এসে ছবিটা বদলানোর চেষ্টা শুরু হয়েছে। এখন শুধু দ্রুত প্রযুক্তি গ্রহণ নয়, প্রযুক্তি তৈরির ক্ষমতাটাও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। আর সেই প্রযুক্তি শুধু মোবাইলের জন্য নয়। আগামীতে একটা কারখানায় মানুষ নয়, মেশিনও কথা বলবে। বিদ্যুতের মিটার নিজেই তথ্য পাঠাবে। শহরের আলো কখন জ্বলবে, কখন নিভবে- তার হিসাবও নেটওয়ার্ক করতে পারবে। বিমানবন্দর, ব্যাংক, শিল্পক্ষেত্র- সব জায়গায় একই যোগাযোগের পরিকাঠামো আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে।

আর এই পুরো গল্পের একেবারে অন্য প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে ৭৯৯ টাকার একটা ফোন জিও ভারত। একদিকে ৫জি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, মহাকাশ থেকে সংযোগ পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা। অন্যদিকে এমন একটা সাধারণ ফোন, যাতে এখনও স্মার্টফোন না থাকা মানুষও টাকা দিতে পারেন, কথা বলতে পারেন, কিছু ডিজিটাল পরিষেবা ব্যবহার করতে পারেন। দুটোকে পাশাপাশি রাখলে একটা বিষয় পরিষ্কার হয়। প্রযুক্তির আসল সাফল্য শুধু কতটা উন্নত হল, তাতে নয়। কতজন মানুষের জীবনে সেটা দাগ কাটতে পারল, তার উপরও।

দশ বছর আগে জিও'র সবচেয়ে বড় লক্ষ্য ছিল, ইন্টারনেটকে মানুষের নাগালের মধ্যে নিয়ে আসা। আজ তার গল্পটা আরও বড়।

আমরা এখন আর ইন্টারনেটের দিকে তাকাই না। ইন্টারনেটের মধ্যেই তাকাই। সকালে ঘুম থেকে উঠে আবহাওয়া দেখি। দুপুরে টাকা পাঠাই। বিকেলে খবর পড়ি। রাতে সিনেমা দেখি। দূরের মানুষের সঙ্গে কথা বলি। কাজ করি। পড়ি। কিনি। বিক্রি করি। জীবনের কতটা বদলে গিয়েছে, তার হিসাব আমরা রাখি না। কারণ প্রযুক্তি যখন সত্যিই জীবনের অংশ হয়ে যায়, তখন তাকে আর আলাদা করে দেখা যায় না।

আর এই জীবনটাকেই আগামীতে আরও বদলে দিতে চাইছে জিও। চিকিৎসা, কৃষি, শিক্ষাক্ষেত্রে বিপ্লব আসন্ন। প্রত্যন্ত গ্রামে যেখানে চিকিৎসার আলো পৌঁছায়নি, সেখানেও পৌঁছে যেতে চাইছে জিও। শুধুমাত্র ছোট্ট একটা ব্যাগে বন্দি থাকছে আগামীর হাসপাতাল। যেখানে ডাক্তার ছাড়াই শারীরিক পরীক্ষানিরীক্ষা করবে যন্ত্র। এবং নির্ভুল ফলও মিলবে।

একজন কৃষক বা পশুপালক তাঁর গোরুর স্বাস্থ্যে নজর রাখতে পারবেন মুঠোফোনেই। জিও এমন একটি কলার বেল্ট তৈরি করেছে, যা গোরুর গলায় পরিয়ে রাখলেই প্রাণীটির স্বাস্থ্যের খবরাখবর দেবে। গোরুর দুধের পরিমাণ কমে গেলে কী করণীয়, কখন কী খাওয়াতে হবে সবটাই বাতলে দেবে এই একটা যন্ত্র। একইভাবে ক্লাসরুমেও ডিজিটাল পড়াশোনায় ঢুকে পড়ছে জিও।

অর্থাৎ যে প্রযুক্তিকে আমরা এতদিন ব্যবহার করেছি, সেই প্রযুক্তির একটা বড় অংশই এখন তৈরি হবে আমাদের দেশে। তাই গল্পটা তাই শুধু জিও'র দশ বছরের নয়। এটা এমন এক ভারতের গল্প, যেখানে প্রযুক্তির সঙ্গে জুড়ে থাকছে আমাদের জীবন।

গরম থেকে স্বস্তি পেতে জলে লাফালাফি খুদেদের। ছবি : সূত্রধর

সরকারি স্কুলের সমস্যা মেটাতে উদ্যোগ মন্ত্রীর

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২০ অগাস্ট : পুর এলাকার সমস্ত সরকারি স্কুলের যাবতীয় সমস্যা লিখিতভাবে তাঁর কাছে জমা দিতে পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ নির্দেশ দিলেন। বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি স্টেট গেস্টহাউসে পুর এলাকার প্রাথমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্কুলগুলির প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে তিনি বৈঠক করেন। আলোচনায় বিভিন্ন স্কুল কর্তৃপক্ষ তাদের পরিকাঠামোগত সমস্যার কথা তুলে ধরে। বেশ কয়েকটি স্কুলে জমি সংক্রান্ত সমস্যাও রয়েছে। সেই সমস্যাগুলির কথাও প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকারা মন্ত্রীর কাছে তুলে ধরেন। সমস্ত স্কুলকে একত্রিত করে যাবতীয় সমস্যা সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট তাঁর কাছে জমা দিতে এরপর মন্ত্রী নির্দেশ দেন।

অপ্রাপ্তবয়স্কদের স্কুটার ও বাইক চালানো নিয়ে কিছুদিন আগেই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সরব হয়েছিলেন। এদিনের বৈঠকে বিষয়টি নিয়ে পর্যটনমন্ত্রী আরও সক্রিয় হন। স্কুলের প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকাদের তিনি স্পষ্ট করে বলেন, 'উঁচু ক্লাসের অনেক পড়ুয়া স্কুটার, বাইক নিয়ে স্কুলে আসে। তারা স্কুটার, বাইক নিয়ে স্কুলে এলে কোনওভাবেই ভেতরে ঢুকতে দেওয়া যাবে না।' পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, 'কোনওভাবেই অপ্রাপ্তবয়স্কদের হাতে স্কুটার, বাইক দেওয়া যাবে না। কোনও পড়ুয়া যদি স্কুটার, বাইক নিয়ে স্কুলে ঢোকে তাহলে সেখান থেকে সেগুলি বাজেয়াপ্ত করা হবে।'

বিশেষ দিনগুলিতে স্কুলে পড়ুয়াদের উপস্থিতি নিয়েও তিনি ফের হতাশা প্রকাশ করেন। শংকরের বক্তব্য, 'আমি এখনও মনে করি, স্কুলে স্কুলে বিশেষ দিনগুলোতে পড়ুয়াদের উপস্থিতি থাকা প্রয়োজন। এবারে অভিভাবকদেরও বিশেষ গুরুত্ব নিতে হবে। আমরা চাই সমাজ সুন্দর হোক।'

শহর শিলিগুড়ির প্রাথমিক ও উচ্চবিদ্যালয়গুলিতে বেশ কিছুদিন ধরেই নানা সমস্যা রয়েছে। বিশেষ করে কয়েকটি প্রাথমিক স্কুলে পরিকাঠামো ভেঙে পড়েছে। বিল্ডিংয়ের অবস্থাও শোচনীয়। বেঞ্চের অবস্থাও ভালো নয়। বেশকিছু জায়গায় জমিজটের সমস্যাও রয়েছে। পর্যটনমন্ত্রী এদিন যাবতীয় সমস্যার কথা শোনেন। কয়েকটি ওয়ার্ডে রাতের অন্ধকারে স্কুলগুলিকে কেন্দ্র করে নেশার আসর বসে। স্কুলের সম্পত্তিও নষ্ট করা হয়। বিষয়টি নিয়েও মন্ত্রী কড়া মনোভাব পোষণ করেন। সূত্রের খবর, পুর এলাকার সমস্ত স্কুলের সমস্যা সংক্রান্ত রিপোর্ট শিক্ষামন্ত্রীর নজরে এনে শিলিগুড়ির বিধায়ক তথা পর্যটনমন্ত্রী দ্রুত সমাধানের চেষ্টা করবেন। এদিনের বৈঠকে ওই সমস্ত বিষয় নিয়েই বিস্তারিত আলোচনা হয়।

- পুর এলাকার সরকারি স্কুলগুলির যাবতীয় সমস্যা লিখিতভাবে জানাতে নির্দেশ পর্যটনমন্ত্রীর
- অপ্রাপ্তবয়স্কদের স্কুটার, বাইক নিয়ে স্কুলে ঢোকা বন্ধ করতে তিনি কড়া নির্দেশ দিয়েছেন
- পুর এলাকার সমস্ত স্কুলের সমস্যা সংক্রান্ত রিপোর্ট শিক্ষামন্ত্রীর নজরে এনে তিনি সেগুলি মেটানোর চেষ্টা করবেন

আবাস কেলেঙ্কারি

জেরার মুখোমুখি রামভজন

শিলিগুড়ি, ২০ অগাস্ট : বুধবার প্রধাননগর থানায় গিয়ে, তদন্তকারীদের জেরায় অংশ নিলেন ৩ নম্বর ওয়ার্ডের দীর্ঘদিনের কাউন্সিলার রামভজন মাহাতো। তিনি প্রধানমন্ত্রী আবাস দুর্নীতি মামলায় প্রধান অভিযুক্ত। দার্জিলিং সেশন কোর্টে আগাম জামিনের আবেদন নাকচ হওয়ার পর থেকে উধাও ছিলেন তিনি। সম্প্রতি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। সেখানে আগাম জামিনের আবেদন মঞ্জুর করা হয়। শর্ত দেওয়া হয়, প্রধাননগর থানায় তদন্তকারীদের মুখোমুখি হতে হবে। এদিন সেইমতো নিজের কয়েকজন সঙ্গী এবং আইনজীবীকে নিয়ে থানায় আসেন তিনি। পুলিশের দাবি, বেশকিছু প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেননি রামভজন। বৃহস্পতিবার ফের হাইকোর্টে মামলার শুনানি রয়েছে। সেখানে জিজ্ঞাসাবাদের রিপোর্ট পেশ করা হবে।

গত ১০ জুলাই বিক্রান্ত বিমল নামে এক ব্যক্তি প্রধাননগর থানায়, ২০১৬-'১৭ সালের আবাস যোজনায় দুর্নীতির অভিযোগ জানান। সেখানে তিনি সরাসরি রাকেশ শা ও বিশ্বজিৎ সরকার নামে ৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা দুই ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ রুজু করেন। বিক্রান্তের দাবি, রামভজন এই দুজনকে অবৈধভাবে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার সুবিধা দিয়েছেন।

এদিকে, তদন্তের গতি বাড়িয়ে গত সপ্তাহে রাকেশ ও বিশ্বজিৎকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করে এবং সম্পত্তির পরিমাণ খতিয়ে দেখে, আবাস যোজনায় দুর্নীতির বিষয়ে নিশ্চিত হন তাঁরা। এমনকি, কাটমানি নেওয়ারও অভিযোগ ওঠে। এই পরিস্থিতিতে আরও কোণঠাসা হয়ে পড়েন রামভজন। হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন তিনি। সেই শুনানিতে শর্ত হিসেবে তদন্তকারীদের মুখোমুখি হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয় তাঁকে।

হাইকোর্টে তাঁর হয়ে সওয়াল করার জন্য ভিনরাজ্যের এক আইনজীবীকে নিয়োগ করেছেন রামভজন। যদিও প্রধাননগর থানার পুলিশের দাবি, এদিনের জিজ্ঞাসাবাদে রামভজন আরও বেকায়দায় পড়েছেন। রামভজনের বক্তব্য, 'দশ বছর আগের একটি অভিযোগ নতুন করে তুলে আমাকে ফাঁসানোর চেষ্টা করা হচ্ছে।'

শান্তি বৈঠক

ইসলামপুর, ২০ অগাস্ট : নবি দিবসের আগে বৃহস্পতিবার ইসলামপুর থানায় শান্তি বৈঠক হয়। আগামী ২৬ অগাস্ট নবি দিবস। প্রতি বছরের মতো এই বছরও ওই দিনে শহরে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের হবে। এদিন বৈঠকে একাধিক সংগঠন, সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির বিশিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন। পুলিশের তরফে ছিলেন ইসলামপুর থানার আইসি, পুলিশ জেলার ডিএসপি। বৈঠকে শান্তিপূর্ণভাবে নবি দিবস পালনের জন্য বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

শিলিগুড়ি পুরনিগমে তৃণমূল পরিচালিত পূর্বতন বোর্ডের আমলে পানীয় জলের ট্যাংকার কেনায় বড়সড়ো আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ উঠল। বাজারদরের চেয়ে দ্বিগুণের বেশি দামে, প্রায় ৪ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকায় ১০টি ট্যাংকার কেনা হয়েছে বলে অভিযোগ। ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি জানিয়েছে বিজেপি।

পুরনিগমে ট্যাংকার দুর্নীতি

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ২০ অগাস্ট : দশটি জলের ট্যাংকার কিনতে কি ৪ কোটি ৬৯ লক্ষ ৫ হাজার টাকা খরচ হতে পারে? এই প্রশ্ন তুলে তৃণমূল আমলে শিলিগুড়ি পুরনিগমে বড়সড়ো আর্থিক দুর্নীতি হয়েছে বলে সরব বিজেপি। এমনকি খোদ পুরকর্মীরাও টাকা নয়ছয়ের আশঙ্কা প্রকাশ করছেন। তদন্তের দাবিতে সুর চড়াচ্ছে পদ্ম শিবির।

শিলিগুড়ি শহরে পানীয় জলের সমস্যা নতুন নয়। জোগানের তুলনায় চাহিদা বেশি থাকায় শহরের প্রতিটি এলাকায় পরিস্রুত পানীয় জল পৌঁছায় না। সমস্যার সমাধানে ২০২৫ সালের এপ্রিল মাসে তৎকালীন পুর বোর্ড দশটি নতুন জলের ট্যাংকার পথে নামায়। ওই ট্যাংকারগুলি কেনার ক্ষেত্রে পরিবহণ দপ্তরের উপর গুরুদায়িত্ব ছিল। ওই দপ্তরের মেয়র পারিষদ পদে ছিলেন মানিক দে। মানিক বা শিলিগুড়ি পুরনিগমের তৎকালীন মেয়র গৌতম দেব অবশ্য বিষয়টি নিয়ে মন্তব্য করতে নারাজ। গৌতম বলেন, 'এটা আমি বলতে পারব না। সব কাগজপত্র পুরসভায় আছে। সেগুলি দেখা হোক। ওটা আমার দপ্তর ছিল না।' অন্যদিকে মানিকের বক্তব্য, 'নিয়ম মেনে ই-টেন্ডারের মাধ্যমে গাড়ি কেনা হয়েছিল। সমস্ত নথি পুরনিগমে রয়েছে। প্রয়োজন মনে হলে সেসব খতিয়ে দেখতে পারে।'

যদিও অভিযোগ, জলের ট্যাংকারগুলি কেনার ক্ষেত্রে বাজারদরের চেয়ে ওভার এস্টিমেট দেখানো হয়েছে। বিল মেটাতে মেয়র পারিষদদের বৈঠকে চূড়ান্ত আলোচনাও হয়। পুরনিগমের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, প্রতিটি গাড়ির দাম আনুমানিক ৪৬ লক্ষ ৯০ হাজার ৫০০ টাকা। অথচ গাড়ির দাম যাচাই করতে ইস্টার্ন বাইপাসের নির্দিষ্ট কোম্পানির শোরুমের কর্তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, পুর কর্তৃপক্ষ যে নির্দিষ্ট মডেলের কেবিন সহ গাড়িগুলি পানীয় জল সরবরাহের জন্য কিনেছিল, সেগুলি শোরুম থেকে কিনতে সর্বসাকুল্যে ১৬ লক্ষ টাকা খরচ হয়। শোরুম থেকে গাড়ি কেনার পর ট্যাংক অবশ্য আলাদাভাবে জুড়তে হয়। সেক্ষেত্রে সর্বাধিক আরও দু'লক্ষ টাকা খরচ হয়। অর্থাৎ সব মিলিয়ে প্রতিটি ট্যাংকারের দাম পড়ে ১৮ লক্ষ টাকা।

এখানেই প্রশ্ন উঠছে, তাহলে তৎকালীন পুর বোর্ড কি জেনেশুনে দ্বিগুণের বেশি টাকা দেখিয়ে গাড়িগুলি কিনেছিল? মুচকি হেসে পুরকর্মীদের একাংশও দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছে। যদিও তাঁরা প্রকাশ্যে মুখ খুলতে নারাজ। বিজেপি নেতা তথা শিলিগুড়ি পুরনিগমের প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা অমিত জৈন সাফ বলেছেন, 'একটি গাড়ির দামে দুটি গাড়ি কেনা যেত। মনে হচ্ছে গাড়ি কেনায় আর্থিক দুর্নীতি হয়েছে। গোটা ঘটনায় তদন্তের দাবি রাখছি। উপযুক্ত তদন্ত হলেই সবটা স্পষ্ট হবে।'

জলের ট্যাংকার কেনায় দুর্নীতির অভিযোগ উঠতেই পুরনিগমের অন্দরমহলে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। পুরকর্মীদের একাংশের দাবি, শুধু রাজনৈতিক নেতৃত্ব নন, দুর্নীতির নেপথ্যে কর্মীদের কেউ কেউ যুক্ত থাকতে পারেন। বিজেপির পাশাপাশি তাঁরাও তদন্ত চাইছেন। যদিও গোটা বিষয়টি নিয়ে পুর প্রশাসককে ফোন করা হলেও তিনি সাড়া দেননি।

পুরনিগমে জলের এই ট্যাংকার কেনা নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে।

- জলের এই ট্যাংকার কিনতে মোট খরচ হয়েছে ৪ কোটি ৬৯ লক্ষ ৫ হাজার টাকা
- বাজারদর অনুযায়ী প্রতিটি গাড়ির দাম ১৮ লক্ষ টাকা হওয়ার কথা
- সেখানে প্রতিটি ট্যাংকারের দাম দেখানো হয়েছে প্রায় ৪৬ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা

বাইক চুরিতে ধৃত অভিযোগকারীই

শিলিগুড়ি, ২০ অগাস্ট : বাইক চুরির ঘটনায় খোদ অভিযোগকারীকেই গ্রেপ্তার করে বাইক উদ্ধার করল পুলিশ! সেই বাইক আবার অভিযোগকারীরই দাদার। প্রধাননগর থানায় এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

ধৃতের নাম শুভম তিরকি। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে পুলিশ জানতে পেরেছে, শুভম তাঁর দাদা সোনম তিরকির ওই বাইক বিক্রি করে কিছু টাকা হাতানোর পরিকল্পনা করেছিলেন। কারও যাতে সন্দেহ না হয়, সেজন্য বাইক চুরি হয়ে যাওয়ার নাটক করেছিলেন।

শুধু নাটক করাই নয়, পুলিশের সন্দেহ এড়াতে দাদার বাইক চুরি হয়েছে বলে অভিযোগ জানাতে নিজেই প্রধাননগর থানায় হাজির হয়েছিলেন। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে পুলিশ তদন্ত শুরু করতেই নিজের তৈরি ফাঁদেই জড়িয়ে পড়েন ওই তরুণ। ধৃতকে এদিন শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। ধরা পড়ার পর শুভমের দাবি, 'মদের নেশায় এমন কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলেছি।'

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শুভমের বাড়ি মোহরগাঁও-গুলমাতে। সোনমের বাড়ি লিউসিপাকড়িতে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, পেশায় গাড়িচালক শুভম গত সোমবার দাদার বাড়িতে গিয়েছিলেন। সেখানে ঘুরতে যাওয়ার নাম করে তিনি ওই বাইক নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। পরে রাতে শুভম ফোন করে সোনমকে জানান, তাঁর বাইক চুরি হয়ে গিয়েছে। এরপর মঙ্গলবার সারাদিন ধরে খোঁজাখুঁজির পর বুধবার প্রধাননগর থানায় শুভম নিজে এসে অভিযোগ দায়ের করেন।

তিনি অভিযোগ করেন, জংশনের একটি দোকানের সামনে বন্ধুকে নামিয়ে চা খেতে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে দেখেন বাইক নেই। এদিকে, অভিযোগ দায়েরের পর পুলিশ সিসিটিভি ফুটেজের সূত্র ধরে তদন্তে নামে। সিসিটিভি ফুটেজ দেখা শুরু করতেই সন্দেহ হয় পুলিশের। দেখা যায়, অভিযোগপত্রে যে সময় দেওয়া হয়েছে, ওই সময় দোকানের সামনে কোনও বাইক নেই। এরপর রাত পর্যন্ত সিসিটিভি পরীক্ষা করতেই দেখা যায়, শুভম নিজে ওই বাইক নিয়ে এসে সংশ্লিষ্ট দোকানের ভেতরের খালি জায়গায় রাখেন। এরপর কোথাও চলে যান। কিছুক্ষণ পর এসে নিজেই ওই বাইকে উঠে বেরিয়ে যান। এরপর পুলিশ সোনম ও শুভম— দুইজনকে সঙ্গে নিয়ে সিসিটিভি ফুটেজ ধরে বাইকের খোঁজে এগোতে শুরু করে। পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে শুভম পালানোর চেষ্টা করেন। সে সময়ই পুলিশ শুভমকে ধরে ফেলে। পরে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জংশন সংলগ্ন গেটবাজারে আগাছায় ভরা পরিত্যক্ত জায়গা থেকে বাইকটি উদ্ধার করা হয়।

কড়া পদক্ষেপ চান শংকর

শিলিগুড়ি, ২০ অগাস্ট : প্রশাসনিক দুর্নীতি ও হেনস্তার বিরুদ্ধে কড়া হুঁশিয়ারি দিলেন পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ। বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি স্টেট গেস্টহাউসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, 'কোনও প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির শিকার হলে বা অর্থ দিতে বাধ্য করা হলে সরাসরি আমাকে জানান। অভিযোগকারীর নাম গোপন রেখেই অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সে যে-ই হোক না কেন, কাউকেই রেয়াত করা হবে না।' ইতিমধ্যেই পাওয়া ২৭টি লিখিত অভিযোগের অধিকাংশই আর্থিক দুর্নীতির এবং সেগুলি খতিয়ে দেখতে যথাস্থানে পাঠানো হয়েছে বলে জানান তিনি।

এদিন পুর কমিশনার বীরবিক্রম রাইয়ের সঙ্গে বৈঠক শেষে পুর পরিষেবার বিষয়ে মন্ত্রী বলেন, 'শহরে অনিয়ম বরদাস্ত করা হবে না। পানীয় জল, রাস্তা, মিউটেশন, ট্রেড লাইসেন্স ও জন্মমৃত্যু শংসাপত্রের মতো পরিষেবাগুলি যাতে প্রতিটি ওয়ার্ডের মানুষ সহজে পান, আধিকারিকদের সেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্থায়ী কর্মীর ঘাটতি থাকলেও সীমিত কর্মী নিয়েই পুর পরিষেবা স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা চলছে।' কোঅর্ডিনেটর বিতর্ক প্রসঙ্গে তিনি স্পষ্ট করে বলেন, 'কোঅর্ডিনেটর নিয়ে একটি বিভ্রান্তি দেখতে পারছি। অযথা এটা নিয়ে বিভ্রান্তির কোনও কারণ নেই। কোঅর্ডিনেটর দলের একটি পদ। তাঁরা সরকারি কাজে হস্তক্ষেপ করছেন না। সরকারি প্রশাসন প্রশাসনের কাজ করছে। কোঅর্ডিনেটররা সংগঠনের কাজ করছেন।'

টোটোর দৌরাত্ম্য রুখতে কড়া বার্তার পাশাপাশি পর্যটন নিয়ে একগুচ্ছ পরিকল্পনার কথা এদিন জানান শংকর। তিনি বলেন, 'টোটো নিয়ে ডিসিপির (ট্রাফিক) সঙ্গে কথা বলব। নিয়ম ভাঙলে কড়া পদক্ষেপ করা হবে।' পর্যটন প্রসারে দুর্গাপুজোর পরিকল্পনা ছাড়াও দার্জিলিং ও শিলিগুড়িতে চা উৎসব, সিটংয়ে কমলালেবু উৎসব, ম্যাগমা থেকে সান্দাকফু ওয়াকাথন এবং ১৭ অক্টোবর কলকাতায় ঘুড়ি ও বেলুন উৎসবের কথা ঘোষণা করেন তিনি।

অগ্নিনির্বাপণে খামতি মেটাতে সাতদিন সময় বিধায়কের

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২০ অগাস্ট : তারাপীঠের পর কলকাতা। দিনকয়েকের ব্যবধানে দুই অগ্নিকাণ্ড প্রাণ কেড়েছে বহু মানুষের।

শিলিগুড়ির অলিগলিতে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা লজ, হোটেল দুশ্চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রশাসনেরও। বেহাল অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা, বেআইনি নির্মাণ, সরু সিঁড়ি থেকে দাহ্যবস্তু যত্রতত্র জড়ো করে রাখার মতো ছবিগুলি ধরা পড়েছে। দমকলকেন্দ্রগুলিতে লোকবলের অভাব ভাবাচ্ছে সাধারণকে। উত্তরবঙ্গ সংবাদে পরপর দুইদিন এই নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। এরপরই যাবতীয় খামতি মেটাতে সাতদিন সময়সীমা বেঁধে দিলেন বিধায়ক পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ। নার্সিংহোম, শপিং মল কর্তৃপক্ষকেও কড়া বার্তা দিয়েছেন তিনি। একসপ্তাহ পর অভিযানে বেনিয়ম ধরা পড়লে নথি ঠিক না হওয়া অবধি ক্লোজ করা হবে বলেও জানিয়ে দিলেন মন্ত্রী। এই পুরো নজরদারির জন্য বিশেষ কমিটি গঠন করা হচ্ছে।

বৃহস্পতিবার পর্যটনমন্ত্রী স্টেশন ফিডার রোডের শিলিগুড়ি ফায়ার স্টেশনে গিয়েছিলেন। পরিদর্শনের পর শিলিগুড়ির পুর কমিশনার বীর বিক্রম রাই, দার্জিলিং-কালিম্পংয়ের ডিভিশনাল ফায়ার অফিসার দেওয়ান লেপচাকে সঙ্গে নিয়ে এসএফ রোডেরই একটি গেস্টহাউস, হোটেল সহ তিনটি রেস্তোরাঁর অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা খতিয়ে দেখেন। তবে সেগুলোর কোনওটিতেই খামতি পাওয়া যায়নি বলে জানিয়েছেন শংকর। এরপর মন্ত্রী চলে যান স্টেট গেস্টহাউসে। সেখানে পুরনিগমের কমিশনার, দমকলের দার্জিলিং-কালিম্পংয়ের ডিভিশনাল ফায়ার অফিসার দেওয়ান লেপচা ও জলপাইগুড়ি ডিভিশনের ফায়ার অফিসার অমলেশ বড়ুয়া, গ্রেটার শিলিগুড়ি হোটেলিয়ার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যদের উপস্থিতিতে একটি বৈঠক হয়। সেখানে প্রশাসনের কড়া অবস্থান স্পষ্ট করে দেন তিনি।

বৈঠকের পর বলেন, 'সতর্ক না করে সরাসরি কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার ব্যাপারে পক্ষপাতী আমি নই। জেলা শাসকের উপস্থিতিতে এক সপ্তাহের মধ্যে একটি ইনস্পেকশন টিম গঠন করা হবে। পুলিশ, পুরনিগম, বিদ্যুৎ ও দমকলের কর্তারা থাকবেন। এক সপ্তাহ পর থেকে সেই দল সারপ্রাইজ ইনস্পেকশন বের হবে। কোথাও যদি কোনওরকম ত্রুটি পাওয়া যায়, সেই প্রতিষ্ঠানটি ক্লোজ করে দেওয়া হবে। যতক্ষণ না পর্যন্ত রিভিউ করে খামতি পূরণ না হবে, সেগুলো সিল থাকবে।'

এরপর বেআইনি কর্মকাণ্ডে মদত দেওয়া প্রসঙ্গ মনে করিয়ে বলেন, 'সময় দেওয়ার পরেও সারপ্রাইজ ইনস্পেকশনে ত্রুটি পাওয়ার পর ব্যবস্থা নেওয়া হলে, তখন কেউ যেন নিয়মভঙ্গকারীদের পাশে এসে না দাঁড়ায়। চালাকি, ফাঁকিবাজি বন্ধ করতে হবে। দ্রুত পরিস্থিতি বদলাতে চাই। কারও কোনও কথা থাকলে, আমরা শুনব। সমাধানের চেষ্টা করব। তবে আইন ভেঙে কাজ চালানো যাবে না।' এদিনের বৈঠকে গ্রেটার শিলিগুড়ি হোটেলিয়ার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিরা ছিলেন। তাঁরা নিজেদের সদস্যদের কাছে হয়তো বার্তা পৌঁছে দেবেন। কিন্তু প্রশ্ন হল, এ শহরের আনাচে-কানাচে, বিশেষ করে জংশন আর এনজেপিতে এমন বহু লজ আর হোটেল রয়েছে, যারা কোনও সংগঠনেরই সদস্য নয়, তাদের নিয়মে বাঁধা সম্ভব হবে তো?

এদিন গ্রেটার শিলিগুড়ি হোটেলিয়ার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের তরফেও একাধিক প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে মন্ত্রীকে। সংগঠনের যুগ্ম সম্পাদক উজ্জ্বল ঘোষ বলছিলেন, 'কর্মীসংকটে ভুগছে অগ্নিনির্বাপণ দপ্তর। ফায়ার লাইসেন্স সংক্রান্ত কাজ যাতে দ্রুত হয়, সেজন্য আমরা পর্যটনমন্ত্রীর কাছে একটি অ্যাডভাইজারি কমিটি গঠনের অনুরোধ করেছি। প্রয়োজনে আমরা হোটেলিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরাও থাকব।'

পাশাপাশি, অ্যাসোসিয়েশনের তরফে প্রতিটি ইনস্টিটিউশন হিসেবে দুই-চারজন কর্মীকে ফায়ার সেফটি ওয়ারিয়ার হিসেবে ট্রেনিং দেওয়ার অনুরোধ করা হয়েছে। উজ্জ্বলদের প্রস্তাবের সঙ্গে সহমত পর্যটনমন্ত্রী। তিনি বলেছেন, 'এই প্রস্তাব সত্যি খুব ভালো। ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা হবে। রাজ্যের কাছেও আমরা এই প্রস্তাবটি পাঠাচ্ছি।'

চলতি বছর হোটেল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও অ্যাপার্টমেন্ট মিলিয়ে দার্জিলিং এবং কালিম্পং জেলায় সবমিলিয়ে ১০৫টি নোটিশ দেওয়া হয়েছে। যার মধ্যে শিলিগুড়িতে এখনও পর্যন্ত ১৬ হোটেল ছাড়াও দুটি রেসিডেন্সিয়াল কমপ্লেক্স, একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, তিনটি কোচিং ইনস্টিটিউশন, একটি কারখানা ও দুটো কমার্সিয়াল বিল্ডিং রয়েছে। অথচ, নোটিশ দেওয়ার পরেও অগ্নিনির্বাপণ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সংস্কারের পর নোটিশ তুলে নেওয়ার আবেদন করেনি কেউ। এদিন, জংশন এলাকায় অবৈধভাবে গজিয়ে ওঠে লজগুলো নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন পর্যটনমন্ত্রী। অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা ঠিক না থাকলেও পুরনিগমের ট্রেড লাইসেন্স কীভাবে মিলল, সেই প্রশ্ন উঠেছে। পর্যটনমন্ত্রী বলেন, 'এটা পরিষ্কার যে, পরিদর্শন-যাচাই সঠিকভাবে হয়নি। আমি পুরনিগমকে এই বিষয়টি দেখতে বলব।' পাড়ায় পাড়ায় গজিয়ে ওঠা গেস্টহাউস, গোডাউন প্রসঙ্গে পর্যটনমন্ত্রী পুর কমিশনারকে বলেন, 'ওয়ার্ড মাস্টারের মাধ্যমে এসবের তথ্য নেওয়া হবে। নিয়ম ভাঙা হলে বন্ধ করে দেওয়া হবে।'

স্টেশন ফিডার রোডে রেস্টুরেন্ট ও হোটেল পরিদর্শনে মন্ত্রী শংকর ঘোষ। বৃহস্পতিবার। ছবি : সূত্রধর

ঝুলন্ত দেহ

শিলিগুড়ি, ২০ অগাস্ট : পিজি থেকে এক পড়ুয়ার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। মৃতের নাম কৃষ্টিকুমারী পাসোয়ান (১৭)। উত্তর দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জের বাসিন্দা কৃষ্টি সেবক রোডের একটি প্রতিষ্ঠানে বছরখানেক ধরে পড়াশোনা করছিল। সেই সূত্রে সে ভক্তিনগর থানা এলাকার সরকারপাড়ার একটি পিজিতে (পেয়িং গেস্ট) থাকত।

বুধবার সন্ধ্যায় অন্য পড়ুয়াদের নজরে আসে, কৃষ্টির ঘরের দরজা বন্ধ। পিজির উলটোদিকে থাকা মালিক এসে দরজায় ধাক্কাধাক্কি করেও কোনও সাড়া পাননি। পরে দরজা ভাঙতেই কৃষ্টিকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখা যায়। পুলিশ দেহ হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়।

পুলিশের অনুমান, মঙ্গলবার সন্ধ্যাতেই কৃষ্টির মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে। বুধবার সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘরের দরজা বন্ধ থাকলেও পিজি মালিক তা জানতে পারলেন না কেন, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। বৃহস্পতিবার মেডিকেলে ময়নাতদন্তের পর দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পরিবারের তরফে এখনও কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি।

দুর্ঘটনার কবলে জয়জিৎ, অল্পের জন্য রক্ষা

বেপরোয়া লরির ধাক্কায় দুর্ঘটনার মুখোমুখি অভিনেতা জয়জিৎ। তাঁর গাড়িটিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে তিনি সামনের আসনে থাকায় অল্পের জন্যে বেঁচে গেছেন। এই দুর্ঘটনার পরেই সমাজমাধ্যমে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন তিনি। লিখেছেন, 'আমার গাড়ির সারথী সঠিক ভাবেই গাড়ি চালাচ্ছিলেন। গাড়ির ডানদিকটা ক্ষতিগ্রস্ত হল লরির ধাক্কায়।' লরিচালকের অবস্থা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে অভিনেতা অভিযোগ করেন, 'লরির সারথী সুস্থ ছিলেন না। তাঁর ফাঁকা রাস্তায় বেসামাল গাড়ি চালানোতে তা বোঝা গেল।'

ঘটনাটি ঘটেছে টালিগঞ্জে। টালিগঞ্জ করুণাময়ী ব্রিজ থেকে হরিদেবপুরের দিকে নামার মুখে তাঁর গাড়িতে সজোরে ধাক্কা মারে একটি দ্রুতগতির লরি। সামনের আসনে থাকায় অল্পের জন্যে রক্ষা পেয়ে জয়জিৎ জানিয়েছেন, 'আমি নেহাত সামনের সিটে বসেছিলাম। পেছনের সিটে থাকলে আঘাত লাগতেই পারত।' পাশাপাশি পথ নিরাপত্তা নিয়ে আশঙ্কাপ্রকাশ করে তাঁর সংযোজন, 'এই লরিটি কতদূর যাবে জানি না। এরকম আরও ঘটনা সে ঘটাতেই পারে। আমার না হয় গাড়িতে লেগেছে কিন্তু লরির চালকের বেপরোয়া চালানোর জন্য আর এরকম পথ দুর্ঘটনা বা জীবনহানিও ঘটতে পারে।'

দুর্ঘটনার পরই হরিদেবপুর থানার দ্বারস্থ হন অভিনেতা। তাঁর অভিযোগ, 'হরিদেবপুর থানা এমসিআর করে ছেড়ে দিল।' সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে না দেখার দাবি তুলে তিনি লেখেন, 'সিসিটিভিতে মোড়া শহরে আশা করেছিলাম তারা সিসিটিভি ফুটেজ দেখে লরিটি চিহ্নিত করতে চেষ্টা করবে। চেষ্টার কোনও তৎপরতা চোখে পড়ল না সেই সময়। তৎপর হলে তাতে একটু সাবধান থাকা যেত আরকি।' তবে পুলিশের ওপর আশা রেখে অভিনেতার মন্তব্য, 'কলকাতা পুলিশের ওপর আমার ভরসা অটুট। দেখা যাক তারা কী করে।'

দীপিকা আবার রণবীর কাপুরের হাত ধরছেন?

রণবীর কাপুরের সঙ্গে ফিরে আসছেন দীপিকা পাড়ুকোন? পর্দায় আবার দুই প্রাক্তনের ম্যাজিক দেখা যাবে? না, রণবীরের নায়িকা নন, তবে এক গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে দীপিকার কথা ভাবছেন পরিচালক অয়ন মুখার্জি। তাঁর 'ব্রহ্মাস্ত্র ২' সিকুয়েলে নাকি 'অমৃতা' নামের এক গুরুত্বপূর্ণ নারী চরিত্র আছে। সেই চরিত্রে দীপিকা ছাড়া কাউকে ভাবতেই পারছেন না অয়ন। সূত্রের খবর, কথাবার্তাও এগিয়েছে। তবে কিছু শর্ত আর পরিস্থিতির ওপর দীপিকার 'হ্যাঁ' বলা নির্ভর করছে। যদি তিনি 'হ্যাঁ' বলেন, তাহলে একই ফ্রেমে দীপিকা, রণবীর আর আলিয়াকে দেখা যেতে পারে।

২০২২ সালে যখন 'ব্রহ্মাস্ত্র: পার্ট ওয়ান শিবা' মুক্তি পেয়েছিল, তখন বক্স অফিসে ভালো সাড়া ফেলেছিল ছবিটি। অমিতাভ বচ্চন, নাগার্জুন, মৌনী রায়ের মতো তারকার মেলা তো ছিলই, সঙ্গে শাহরুখ খানের স্পেশাল এন্ট্রিও প্রেক্ষাগৃহে হইচই ফেলে দিয়েছিল। ছবিটি বিশ্বজুড়ে প্রায় ৪০০ কোটি টাকার ব্যবসা করেছিল বলে জানা যায়। সেই থেকেই দর্শকেরা মুখিয়ে বসে আছেন, ছবির দ্বিতীয় কিস্তি কবে আসবে।

অন্দরের খবর অনুযায়ী, রণবীর নিজেও এই সিক্যুয়েল নিয়ে দারুণ উৎসাহিত। কারণ এই ছবিতে রণবীরকে ডাবল রোলে দেখা যেতে পারে। তিনি 'শিবা'র পাশাপাশি 'দেব' চরিত্রটিও নিজেই ফুটিয়ে তুলবেন বলে শোনা যাচ্ছে। পরিচালক নীতেশ তিওয়ারির বিগ বাজেট 'রামায়ণ' ছবির কাজ শেষ করেই ২০২৭ সালের জানুয়ারি নাগাদ 'ব্রহ্মাস্ত্র ২'-এর শুটিং ফ্লোরে নামবেন রণবীর বলে খবর।

আবার বিয়ে করবেন গোবিন্দা

গোবিন্দার পারিবারিক ঘটনা নিয়ে খবর হয়েই চলেছে। তার মধ্যে সম্প্রতি গোবিন্দার স্ত্রী সুনীতা পারিবারিক আদালতে গিয়েছিলেন। সঙ্গে ছেলে যশও ছিলেন। অনেকদিন ধরেই সুনীতা গোবিন্দার বিরুদ্ধে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের অভিযোগ তুলছেন। সম্প্রতি গোবিন্দা মারাঠি অভিনেত্রী কোমল রানি স্বর্ণকরের সঙ্গে একটি ছবি করার কথা ঘোষণা করেছেন। এই রানির সঙ্গেই গোবিন্দার সম্পর্কের কথা সুনীতা বলে আসছেন। গোবিন্দা এই নিয়ে সরাসরি কিছু বলেননি। কিন্তু এবার গোবিন্দাও স্ত্রীকে বলেছেন সীমার মধ্যে থাকতে, ক্রমাগত পরিবারের বিষয়ে জনসমক্ষে আনা তিনি পছন্দ করেননি। এর মধ্যে তাঁর পুরনো এক সাক্ষাৎকার নেটে ঘুরছে। তিনি সেখানে বলেছেন, 'আমি ভাগ্যে বিশ্বাস করি। কালকের কথা কে জানে। আমি হয়তো কারওর সঙ্গে জড়িয়ে পড়লাম, তাকে বিয়ে করলাম। সুনীতাকে তার জন্য তৈরি থাকতে হবে। আমার কোষ্ঠিতে দ্বিতীয় বিয়ের যোগ আছে।' তবে এই সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, পরিবারের সমস্যা পরিবারেই মিটিয়ে নেওয়া উচিত। সুনীতা ২০২৪ সালে বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা করেছিলেন। পারিবারিক আদালতে তিনি কি আবার মামলা করতে গিয়েছিলেন? গোবিন্দার ম্যানেজার শশী বলেছেন, সুনীতা মামলা তুলে নিতে গিয়েছিলেন।

ব্রহ্মাস্ত্র ২, ভিলেন রণবীর কাপুর নয় সিং

রণবীর কাপুর তাঁর কেরিয়ারের ব্যস্ততম সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন। রামায়ণ ১-এর মুক্তি দিওয়ালির আগেই। রামায়ণ ২-এর ৮০ শতাংশ শুটিং শেষ করে ফেলেছেন। আগামী বছরের মাঝামাঝি বাকিটাও শেষ করে ফেলবেন। বছরের শেষের দিকে সামান্য বিশ্রাম নিয়ে শুরু করবেন অ্যানিম্যাল পার্ক-এর শুটিং। এর মাঝে অয়ন মুখোপাধ্যায়ের ছবি ব্রহ্মাস্ত্র ২-এর কাজ শুরু করবেন। শেষোক্ততে তিনি আবার ডাবল রোল করবেন, ছবির জন্য অয়ন প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন এবং এই ছবিতে আবার দীপিকা পাড়ুকোন ও আলিয়া ভাট থাকবেন। ব্রহ্মাস্ত্র ২ নিয়ে সবথেকে বড় খবর হল, এই ছবিতে নায়ক আর ভিলেন—দুইই হবেন রণবীর কাপুর। এই নিয়ে গত কয়েক বছরে তিনি চারবার ডাবল রোলে আসছেন। এর আগে শামশেরা, অ্যানিম্যাল, রামায়ণ ১ ছবিতেও তিনি দ্বৈত ভূমিকায় ছিলেন। ব্রহ্মাস্ত্রতে তিনি শিবা হয়েছিলেন, শিবা নায়ক ছিল। ছবির সিক্যুয়েলে তিনি শিবাই হবেন। শিবার বাবা দেব, প্রথম ভাগে দেবের ঝলক দেখা গিয়েছিল। মুখ দেখা যায়নি। তার উচ্চতা, হাঁটার ধরন থেকে তিনি রণবীর সিং, শাহরুখ খান বা হৃতিক রোশন হতে পারেন বলে চর্চা হয়েছে। এখন জানা গিয়েছে এই চরিত্রও রণবীর কাপুরই করবেন। দেব এখন বয়স্ক এবং দেব ছবিতে ভিলেন, অর্থাৎ বাবা ও ছেলে অর্থাৎ নায়ক আর ভিলেন দুইই হবেন রণবীর। নির্মাতারা জানিয়ে দিয়েছেন এ কথা।

সলমন মেসেঞ্জার না মনস্টার!

ভমশি পইডিপল্লির ছবি এসভিসি৬৩-র শুটিং করছেন সলমন খান। ছবির নাম এখনও ঠিক হয়নি। ছবির গল্প অনুমান করে, সলমন খানের লুক দেখে অনেকে নানা নাম দিয়েছিলেন। এর মধ্যে তিনটি নাম নিয়ে নির্মাতারা ভাবনাচিন্তা করছেন। ছবিটি স্পাই থ্রিলার, সলমন গুপ্তচর হয়েছেন, তাই মেসেঞ্জার নাম হওয়া উচিত। ছবিতে ভয়ংকর অ্যাকশন আছে, তাই এর নাম দ্য মনস্টার হতে পারে। আর একটি নামও আলোচনায় আছে, তা হল রুদ্র রাজ্যম। নির্মাতারা অবশ্য মনস্টার নামটিই পছন্দ করেছেন, তবে এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানাননি তাঁরা। ছবির শুটিং মুম্বাইয়ে হচ্ছে। সেখানে আফগানিস্তানের এক গ্রামের সেট বানানো হয়েছে। তিনটি বড় অ্যাকশন সিনের শুটিং করছেন সলমন নিজেই, কারণ গত সপ্তাহে তাঁর বডি ডাবলের হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। এই শুটিংয়ে জ্যাকি শ্রফ, নয়নতারা, রাহুল বৈদ্য, অরবিন্দ স্বামীরাও আছেন। প্রযোজক দিল রাজু বলেছেন অক্টোবরের মধ্যে শুটিং শেষ হয়ে যাবে। আগামী বছর ইদে ছবির মুক্তির কথা।

সাধ খেলেন সোহিনী

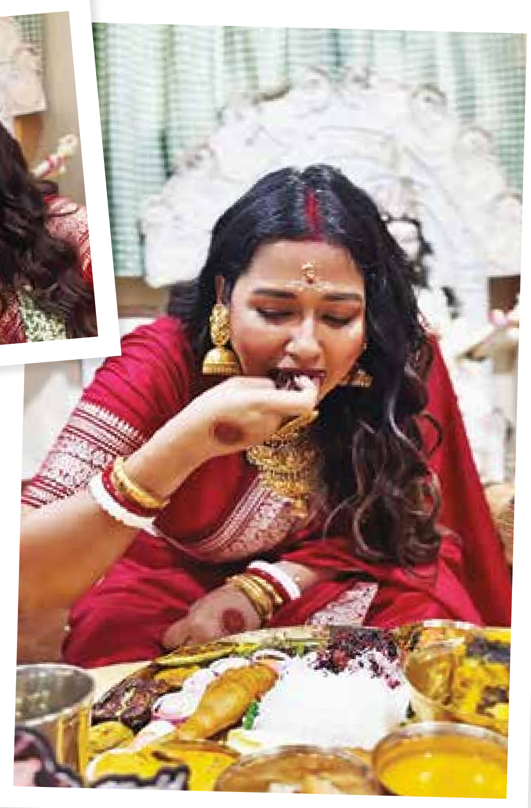

অন্তঃস্বত্ত্বা সোহিনী সরকার সাধভক্ষণ করলেন। অভিনেত্রীর সঙ্গে ছিলেন স্বামী শোভন গঙ্গোপাধ্যায়। বেলুড়ে শ্বশুরবাড়িতে লাল শাড়ি, সোনার গয়না, কপালে চন্দন পরে সাধ খেলেন তিনি। পাশে গোলাপি পাঞ্জাবি পাজামা পরে বসেছিলেন শোভন। স্ত্রীকে নিজের হাতে পায়েস খাইয়েছেন তিনি। মেনুতে ছিল ভাত, গন্ধরাজ লেবু, ভাজা, শুক্তো, সর্ষে ইলিশ, ফিশ ফ্রাই, মিষ্টি। শোভনকে মিষ্টি খাওয়ান তিনি। সাধের আয়োজনে মেস্ট মম-এর একটি মেমেন্টোও ছিল। গত ১৫ জুলাই প্রথম বিবাহবার্ষিকীর দিন সন্তান আসার খবর দেন সোহিনী-শোভন।

একনজরে সেরা ৫

মৌনী রায়

বিগ বস ২০-তে মৌনী রায় থাকতে পারেন। তাঁর কাছে নির্মাতারা প্রচুর টাকার প্রস্তাব পাঠিয়েছেন, মৌনী এখনও সিদ্ধান্ত নেননি। টিভিতে এবং বড়পর্দায় তাঁর জনপ্রিয়তা আছে। সম্প্রতি বিয়ে ভেঙেছে তাঁর, চর্চাও হচ্ছে তাই নিয়ে। বিগ বসের ঘরে তিনি বেশ চমকপ্রদ প্রতিযোগী হবেন, তা বলা যায়।

আবার দুজন

সানি দেওল ও রাজকুমার সন্তোষী আবার একটি অ্যাকশন ছবি করছেন একসঙ্গে। বাটওয়ারা ১৯৪৭-এর প্রচারেই সন্তোষী এই কথা জানিয়েছিলেন। ছবির নাম ঠিক হয়নি এখনও। আগামী বছর শুটিং শুরু হবার কথা। প্রসঙ্গত, এই জুটি অতীতে ঘায়েল, ঘাতকের মতো হিট ছবি উপহার দিয়েছেন। তবে সাম্প্রতিক বাটওয়ারা বক্স অফিসে ভালো সাড়া পায়নি।

চুম্বন নেই

আওয়ারাপন ২ ছবিতে ইমরান হাশমির কোনও চুম্বন দৃশ্য নেই। তাঁর ছবিতে এটা অভূতপূর্ব। এ প্রসঙ্গে লেখক বিলাল সিদ্দিকি বলছেন, ছবিতে ইমরানের চরিত্র শিবম পণ্ডিত তার মৃত প্রেমিকার স্মৃতি আঁকড়ে বেঁচে আছে, এ অবস্থায় ইমরানের ইমেজের জন্য চুম্বন রাখলে চরিত্রের ক্ষতি হত। উল্লেখ্য, কিস ছাড়াই ছবির ব্যবসা ১০০ কোটি পেরিয়েছে।

প্রতারিত অক্ষয়

দিল তো পাগল হ্যায় ছবিতে ক্যামেও করেছিলেন অক্ষয় কুমার। শুটিংয়ের পর প্রযোজক যশ চোপড়ার কাছে পারিশ্রমিক চাইলে তিনি বলেন, এই ক্লাসিক প্রোজেক্টে কাজ করাই সৌভাগ্যের ব্যাপার, আবার টাকা চাইছ। পরবর্তী ১১ বছর চোপড়াদের সঙ্গে কাজ করেননি তিনি। সংস্থার টশন ছবিতে অভিনয়ের পর ওঁদের সম্পর্কের জট কাটে।

আয়ুষ্মানের সফর

ভারতে ইউনিসেফ-এর জাতীয় প্রতিনিধি অভিনেতা আয়ুষ্মান খুরানা। তিনি মহারাষ্ট্রের জানলা রাজ্যের একটি স্কুলে এক ছাত্রীর লেখা চিঠি পান। চিঠিতে সেই ছাত্রী লিখেছে যে, রাস্তা খারাপ হওয়ার কারণে ছাত্রীরা স্কুলে যেতে পারে না। ডিস্ট্রিক্ট কালেক্টরকে চিঠিটি দিয়েছেন তিনি। তাঁর কথায়, যখন বাচ্চারা নিজেদের অধিকারের কথা বলে, তার অর্থ দেশ এগোচ্ছে।

মৃত্যুর আগে মৌমিতার সঙ্গে প্রেমে ছিলেন রাহুল

মৃত্যুর আট মাস আগের ঘটনা। এই পুরো সময়টায় মডেল-অভিনেত্রী মৌমিতা পণ্ডিতের সঙ্গে গভীর সম্পর্কে বাঁধা পড়েছিলেন রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়। হোলির দিন ভোরে তাঁর গালে আবির লাগিয়ে দেন রাহুল, সেই ফুটেজ পোস্ট করেছেন মৌমিতা। তাঁর কথায়, 'আট বছর ধরে হোলি খেলতাম না। আমার স্বামী অরিদীপ্ত দত্তর মৃত্যুর পর ওই ট্রমা থেকে বার করে এনেছিল রাহুল। সারারাত শুটিংয়ের ক্লান্তি থাকা সত্ত্বেও ভোর চারটেয় আমার বাড়ি এসে হলুদ রঙের আয়ুর্বেদিক আবির লাগিয়ে দিয়ছিল রাহুল।' অরিদীপ্তর ছোটবেলার বন্ধু ছিলেন রাহুল। পরে মৌমিতা ও রাহুল উত্তরবঙ্গে শুটিং করতে গিয়ে একে অপরের কাছাকাছি আসেন, ক্রমশ সে সম্পর্ক আরও গভীর হয়। রাহুলের মৃত্যুর আগে ভোলেবাবা পার করেগার শুটিংয়ের সময়েও দুজনের ভিডিও কলে কথা হয়।

রাহুলের মৃত্যুর পর তাঁর মায়ের কাছে গিয়ে তিনদিন রোবটের মতো কাটিয়েছেন মৌমিতা। তাঁর কথায়, প্রিয়াংকার সঙ্গে রাহুলের খুব বন্ধুত্বপূর্ণ একটা সম্পর্ক ছিল। রাহুল কাউকে ঠকিয়ে আমার কাছে আসেনি, এটুকুই বলতে পারি। রাহুলের স্মৃতি আঁকড়েই বেঁচে আছেন মৌমিতা। তিনি বলেছেন, আমাদের প্রেমটা যদি অস্বীকার করি, তাহলে রাহুলকে অসম্মান করা হয়।

ছন্দহীন কুলদীপের পরিবর্ত হয়তো জৈন

কলম্বো, ২০ অগাস্ট : দাবাখেলার বোর্ডে চাল বদলাতে সময় লাগে না! সাফল্যের আলোয় অনেক অস্বস্তি যেমন চাপা পড়ে যায়, তেমনই ড্রেসিংরুমের গুমোট মেজাজটাও নিমেষে পালটে যায়। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে বাংলাদেশের অপ্রত্যাশিত জয় আর গলের ঘূর্ণি পিচ- এই দুইয়ের সাঁড়াশি চাপে সিরিজের শুরুতে প্রবল অস্বস্তিতে ছিল টিম ইন্ডিয়া। কিন্তু ১৬৫ রানে দাপুটে টেস্ট জয় এবং সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে যাওয়ার পর ছবিটা পুরোপুরি বদলে গিয়েছে। এর পাশাপাশি ভারতীয় ক্রিকেটে মানব সুতারের অবিশ্বাস্য উত্থান যেন গোটা দলে নতুন অক্সিজেন জুগিয়েছে। সেই ফুরফুরে মেজাজ নিয়েই আজ দুপুরে গল থেকে কলম্বোয় পা রাখল টিম ইন্ডিয়া। শুক্রবার সকালে ঐতিহাসিক এসএসসি (সিংহলি স্পোর্টস ক্লাব) মাঠে ভারতীয় দলের অনুশীলন রয়েছে, যা সাম্প্রতিককালের অন্যতম তাৎপর্যপূর্ণ নেট সেশন হতে চলেছে।

এর নেপথ্যে রয়েছেন স্পিনার কুলদীপ যাদব। প্রথম একাদশে সুযোগ পেয়েও গল টেস্টে তিনি ডাহা ফেল করেছেন। দুই ইনিংস মিলিয়ে ২৫ ওভার হাত ঘুরিয়ে পেয়েছেন মাত্র একটি উইকেট। তার চেয়েও বড় সমস্যা হল তাঁর এলোমেলো বোলিং। দিশাহীন লাইন ও লেংথের কারণে কলম্বোয় পা রাখার পর থেকেই তাঁকে দ্বিতীয় টেস্ট থেকে বাদ দেওয়ার জোরালো দাবি উঠেছে। রবিবার থেকে শুরু হতে চলা সিরিজের শেষ টেস্টে তাঁর বদলে অফস্পিনার সারাংশ জৈনকে খেলানোর সম্ভাবনা প্রবল। গল টেস্ট জয়ের পর সবার শেষে একরাশ হতাশা নিয়ে টিম বাসে উঠেছিলেন কুলদীপ। আজ বিকেলে কলম্বোয় পৌঁছনোর পরও সবার শেষে বাস থেকে নেমে সোজা নিজের ঘরে সেঁধিয়ে গিয়েছেন। তাঁর শরীরীভাষাতেই স্পষ্ট, দেওয়াল লিখন তিনি পড়ে ফেলেছেন। টিম ইন্ডিয়ার এক সাপোর্ট স্টাফ নাম না প্রকাশের শর্তে বলছিলেন, 'এসএসসি টেস্টে কুলদীপের প্রথম একাদশে থাকা কঠিন। বাকিটা পরিস্থিতি বলবে।'

কুলদীপের এই হতাশার মাঝেই মানবকে নিয়ে উৎসব চলছে। জাতীয় দলের অভিজ্ঞ ব্যাটার চেতেশ্বর পূজারা স্পষ্ট জানিয়েছেন, মানবকে আইপিএলের গ্ল্যামারে না ভাসিয়ে পুরোপুরি টেস্ট ক্রিকেটের জন্য তৈরি করা হোক। আপাতত তিনি কোচ গৌতম গম্ভীর ও অধিনায়ক শুভমান গিলের কাছে 'সঞ্জীবনী সুধা'। পরিসংখ্যান বলছে, এসএসসি-র মাঠে ভারতের রেকর্ড বেশ ভালো। ২০১৭ সালে বিরাট কোহলির ভারত এখানে শেষবার খেলে ইনিংস ও ৫৩ রানে জিতেছিল। এই মাঠে মোট ৯টি টেস্ট খেলে তিনটিতে জয় ও চারটিতে ড্র করেছে ভারত। আগামী রবিবার এই মাঠে গিলদের জন্য কী অপেক্ষা করে রয়েছে, তা আর কয়েকটা দিন গেলেই পরিষ্কার হয়ে যাবে।

টেস্টে প্রত্যাবর্তনেই শতরান পেয়েছেন দেবদত্ত পাড়িক্কাল। বৃহস্পতিবার কলম্বোর সৈকতে ফুরফুরে মেজাজে পাওয়া গেল তাঁকে।

সিরিজের শেষ টেস্টের আগে জিরিয়ে নিচ্ছেন মানব সুথার।

মানবকে পরামর্শ পূজারার

'আইপিএল খেলো না'

নয়াদিল্লি, ২০ অগাস্ট : রবিচন্দ্রন অশ্বীন অবসরে। রবীন্দ্র জাদেজাও কেরিয়ারের শেষ পর্বে। কুলদীপ যাদবের ধার, প্রভাব কমছে। আগামীদিনে স্পিন ব্রিগেডের ভার বইবে কে? ভারতীয় ক্রিকেটমহলের যে আশঙ্কা দূর করে দুরন্ত উত্থান মানব সুথারের। সবে কেরিয়ারের দ্বিতীয় টেস্ট হলেও স্বল্প পরিসরেই লাল বলে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ছাপ রেখেছেন। বুঝিয়েছেন ভরসা রাখলে ঠকবে না ভারতীয় নির্বাচক, টিম ম্যানেজমেন্ট।

ভরসা রাখছেন ভারতীয় ক্রিকেটের প্রাক্তন 'ক্রাইসিসম্যান' চেতেশ্বর পূজারাও। পাশাপাশি কিছুটা সতর্কও। আশঙ্কা সাদা বলে আইপিএলের ঝাঁ চকচকে ক্রিকেটে হারিয়ে যাবে না তো মানবের লাল বলের কেরামতি? তাই আগেভাগে সাবধানও করে দিচ্ছেন নতুন স্পিন তারকাকে-আইপিএলকে অগ্রাধিকার দিও না। নিজেকে তুলে রাখো লাল বলের ক্রিকেটের জন্য।

আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে অভিষেক টেস্টে জয়ের কারিগর। গল টেস্টেও শ্রীলঙ্কান ব্যাটাররা ঘরের মাঠে চূর্ণ সফরকারী মানবের স্পিনে। ম্যাচে ১০ উইকেট নিয়ে নজির গড়া স্পিনারকে নিয়ে পূজারা বলেছেন, 'উঠতি ভারতীয় ক্রিকেটারদের মধ্যে আইপিএলের প্রতি আকর্ষণ স্বাভাবিক। মেগা লিগে খেলতে চায় ওরা। কিন্তু ভারতের উচিত টেস্টের জন্য মানবকে তুলে রাখা। হয়তো মানব নিজেও আইপিএল খেলতে আগ্রহী। তবে ওকে বলব, আইপিএলে যেও না।'

> **ভারতের উচিত টেস্টের জন্য মানবকে তুলে রাখা। হয়তো মানব নিজেও আইপিএল খেলতে আগ্রহী। তবে ওকে বলব, আইপিএলে যেও না।**
>
> -চেতেশ্বর পূজারা

আইপিএলে টেস্ট অধিনায়ক শুভমান গিলের সতীর্থ মানব। ২০২৪ সালে অভিষেকের পর গত লিগে মাত্র ৪টি ম্যাচ খেলেছেন গুজরাট টাইটান্সের হয়ে। টেস্ট সাফল্যের পর প্রথম একাদশে হয়তো নিয়মিত খেলার সুযোগও মিলবে আগামী মেগা লিগে। আর এখানেই চিন্তা পূজারার। আরও বলেছেন, 'খেলার যদি সুযোগ ঘটে এবং মানব যদি খেলে, সেক্ষেত্রে একটাই পরামর্শ, নিজের বোলিংয়ে পরিবর্তন যেন না করে। তার প্রয়োজনও নেই। হালকা অ্যাডজাস্টমেন্ট করলেই হয়ে যাবে। আইপিএলে সাফল্য পেলে ভালো। যদি নাও পায়, তাহলেও যেন নিজের বর্তমান বোলিংয়ের সঙ্গে কোনও সমঝোতা না করে।'

কোন পথে এগোবে মানবের কেরিয়ার-উত্তর সময়ের হাতে। তবে পূজারার বিশ্বাস, রাজস্থানের নবাগত বাঁহাতি স্পিনার লম্বা রেসের ঘোড়া। সহজাত ক্রিকেটার। এটা ধরে রেখে সময়ের সঙ্গে নিজেকে ঘষেমেজে নিতে পারলে ভারতীয় টেস্টর জন্য সম্পদ হয়ে উঠবে। টেস্ট ক্রিকেটের জন্য একেবারে পারফেক্ট বাঁহাতি স্পিনার মানব। ভারতীয় ক্রিকেটে থাকার জন্য এসেছে।

জোড়া বদলে ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াই শ্রীলঙ্কার

কলম্বোয় কামিল-সাহান

কলম্বো, ২০ অগাস্ট : শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটের সময়টা একেবারেই ভালো যাচ্ছে না। অতীতের সেই সোনালি সাফল্য তো নেই-ই, তার ওপর লাল বলের টেস্ট খেলার মতো উপযুক্ত ক্রিকেটারের বড্ড অভাব। গল টেস্ট চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে, শ্রীলঙ্কার বেশিরভাগ ব্যাটারের টেস্ট সুলভ টেম্পারামেন্টই নেই। সোনাল দিনুশা যদি এই টেস্টের একমাত্র আবিষ্কার হয়ে থাকেন, তাহলে বাকিদের নিয়ে যত কম আলোচনা হয় ততই ভালো। এমন এক হতাশাজনক আবহে ঘরের মাঠে সিরিজের শেষ টেস্ট খেলার লক্ষ্যে বৃহস্পতিবার বিকেলে গল থেকে কলম্বো পৌঁছালেন ধনঞ্জয় ডি সিলভারা।

সন্ধ্যায় শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ডের তরফে চোট পাওয়া কুশল মেন্ডিস ও দীনেশ চান্ডিমলের পরিবর্তের নাম ঘোষণা করা হল। রবিবার থেকে শুরু হতে চলা এসএসসি টেস্টের স্কোয়াডে ডাক পেয়েছেন কামিল মিশারা এবং সাহান আরাচচিগে। কামিল অফস্পিন করার পাশাপাশি ভালো ব্যাট করেন, আর সাহান মূলত ব্যাটিং অলরাউন্ডার। দুইজনেই সদ্য সমাপ্ত লঙ্কা প্রিমিয়ার লিগে (এলপিএল) নজরকাড়া পারফর্ম করেছেন। টি২০-র পারফরমেন্স দিয়ে টেস্টের মঞ্চে কামিল বা সাহান কতটা সফল হবেন, তা সময় বলবে। তবে দলের অন্দরে এই জোড়া বদলে ঘুরে দাঁড়ানোর একটা প্রবল তাগিদ তৈরি হয়েছে।

আর এই তাগিদকে কাজে লাগিয়েই দ্বীপরাষ্ট্রের ক্রিকেটকে নতুন দিশা দেখাতে চাইছেন কোচ গ্যারি কার্স্টেন। গতকাল গল টেস্ট শেষ হওয়ার পরই প্রবল বৃষ্টির মাঝে মাঠের ধারে অধিনায়ক ধনঞ্জয়কে নিয়ে অন্তত মিনিট পনেরো নিবিড় আলোচনা করতে দেখা যায় তাঁকে। সাংবাদিক সম্মেলনেও গ্যারি বুঝিয়ে দিয়েছেন, শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটের হারিয়ে যাওয়া গৌরব ফিরিয়ে আনাই তাঁর মূল লক্ষ্য। গুরুর এই মিশন সফল হবে কি না, তা নিয়ে বিস্তর সংশয় রয়েছে। কারণ শ্রীলঙ্কার বর্তমান প্রজন্মে যে প্রতিভার মারাত্মক অভাব রয়েছে, তা গলেই প্রমাণিত। সেই প্রতিভার ঘাটতি গ্যারি তাঁর নিখুঁত ক্রিকেট মস্তিষ্ক দিয়ে কলম্বোর মাঠে কীভাবে সামলান, তার ওপরই নির্ভর করছে সিরিজের শেষ টেস্টে শ্রীলঙ্কার ভাগ্য।

ফিল্ডিং করতে গিয়ে কাঁধে ও মাথায় চোট পেয়ে সিরিজের শেষ ম্যাচ থেকে ছিটকে গেলেন দীনেশ চান্ডিমল।

সাময়িকভাবে নির্বাসিত স্বপ্না

নয়াদিল্লি, ২০ অগাস্ট : ২০১৮ সালে জাকার্তা এশিয়ান গেমসে সোনা জিতে নজির গড়েছিলেন জলপাইগুড়ির স্বপ্না বর্মন। প্রথম ভারতীয় অ্যাথলিট হিসেবে তিনি এশিয়ান গেমসে হেপ্টাথলনে সোনা পেয়েছিলেন। লাগাতার চোট-আঘাতের সঙ্গে ক্রীড়া পরিকাঠামোর দিক থেকে পিছিয়ে থাকা উত্তরবঙ্গ থেকে এসে তাঁর এই সোনা জয়ে উত্তরের অ্যাথলেটিক্স খুঁজে পেয়েছিল আইকন। কিন্তু তারপর তিস্তা দিয়ে অনেক জল গড়িয়েছে। কখনও চোট, আবার কখনও বিতর্কে জড়িয়ে পরবর্তী এশিয়াড বা অলিম্পিকে সেই সাফল্য ধরে রাখতে পারেননি স্বপ্না। এবার তাঁর নামের সঙ্গে লেগে গেল ডোপিংয়ের কলঙ্ক। অভিযোগের সত্যতা খতিয়ে দেখে জাতীয় ডোপিং বিরোধী সংস্থা (নাডা) স্বপ্নাকে সাময়িকভাবে নির্বাসনে পাঠিয়েছে। নাডার প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী স্বপ্নার নমুনায় বোল্ডেনন নামক এন্ডোজেনাস স্টেরয়েড পাওয়া গিয়েছে। যদিও নির্বাসনের প্রভাব কতটুকু পড়বে কয়েকদিন আগেই অবসর ঘোষণা করা স্বপ্নার ওপর, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে।

'মুরলী-হেরাথের শূন্যতা পূরণ কঠিন'

দাবি শ্রীলঙ্কান কোচের

কলম্বো, ২০ অগাস্ট : স্পিন ধাঁধায় ভারতকে বেলাইন করার পরিকল্পনা ব্যর্থ। উলটে ভারতীয় স্পিনেই নিজেদের দুর্গ গলে কুপোকাত শ্রীলঙ্কা। দুই দলের স্পিন দক্ষতা পার্থক্য গড়ে দেয়। যে দুর্বলতার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন শ্রীলঙ্কার ন্যাশনাল হাই পারফরম্যান্স সেন্টারের অন্যতম কোচ পিয়াল উইজেতুঙ্গে। তাঁর যুক্তি, মুথাইয়া মুরলীধরন, রঙ্গনা হেরাথের শূন্যস্থান পূরণ হয়নি। সহজে যা পূরণ হওয়ারও নয়। যার প্রতিফলন চোখের সামনে।

গল টেস্টের হারের পর বাস্তবের আনায় তুলে ধরে উইজেতুঙ্গে বলেছেন, 'মুরলী, রঙ্গনার পরিবর্ত পাওয়া কঠিন। দুইজনেই ইউনিক। ওদের অভিজ্ঞতা, দক্ষতার বিকল্প সহজে পাওয়া মুশকিল। এক প্রজন্মে একটাই মুরলী পাওয়া যায়। কিন্তু সামনের দিকে এগিয়ে যেতে নতুন স্পিনার তুলে আনতে হবে। খুঁজে বার করতে হবে এমন কাউকে, যে শ্রীলঙ্কা স্পিন ব্রিগেডের লম্বা রেসের ঘোড়া হয়ে উঠবে। সময়, সুযোগের সঙ্গে সঙ্গে যাঁরা আরও ধারালো হবে।'

আগামীর যে লক্ষ্যে নবাগত কেশরা নুয়ান্থার পারফরমেন্স ভরসা দেখিয়েছে। ম্যাচে চার উইকেট নেওয়া বছর পঁচিশের অফস্পিনারকে নিয়ে উইজেতুঙ্গে বলেছেন, 'ওর মধ্যে প্রতিশ্রুতি রয়েছে। প্রতিভাবান। নুয়ান্থাকে নিয়ে ধৈর্য দেখাতে হবে। ভারতের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচে শ্রীলঙ্কা একাদশের হয়ে ভালো খেলেছিল। টেস্টেও সাফল্য পেয়েছে। দীর্ঘকায় স্পিনার। অফস্পিনের পাশাপাশি টপস্পিন বেশ ভালো। কিন্তু কেরিয়ারের সবে শুরু। আরও উন্নতি প্রয়োজন। যত বেশি খেলবে, অভিজ্ঞতার বাড়বে। বেশি করে শিখবে। আশাকরি, শ্রীলঙ্কান টিম ম্যানেজমেন্ট ওকে নিয়ে ভাববে।'

কেশরা নুয়ান্থার মধ্যে আগামীর প্রতিশ্রুতি দেখছেন পিয়াল উইজেতুঙ্গে।

স্পিনারদের রাজত্বেও শুভমানের তাস প্রসিধ

কলম্বো, ২০ অগাস্ট : গলের ঘূর্ণি পিচে ১৬৫ রানের দাপুটে জয়ের পর স্বাভাবিকভাবেই আলোটা কেড়ে নিয়েছেন দেবদত্ত পাডিক্কাল বা মানব সুথার। কিন্তু স্পিনারদের এই রমরমা রাজত্বের মাঝেই নিঃশব্দে বাজিমাত করে গিয়েছেন দলের এক পেসার। তিনি- প্রসিধ কৃষ্ণা। প্রথম টেস্ট শুরুর আগে অধিনায়ক শুভমান গিল জানিয়েছিলেন, প্রসিধকে তিনি এর চেয়ে ভালো ছন্দে বোলিং করতে আগে দেখেননি। গলের স্পিন সহায়ক মন্থর পিচে টানা পাঁচদিন ধরে ২৪ ওভার বল করে মাত্র ৬৩ রান দিয়ে ৩ উইকেট তুলে নিয়ে অধিনায়কের সেই কথার আক্ষরিক অর্থেই মান রাখলেন এই দীর্ঘদেহী পেসার।

উপমহাদেশের মন্থর আর ঘূর্ণি পিচে পেসারদের সাধারণত স্পিনারদের সহায়ক হিসেবেই দেখা হয়। কিন্তু কৃষ্ণা গলে সেই মিথ কার্যত ভেঙে দিয়েছেন। তাঁর নিখুঁত 'হার্ড লেংথ', পিচে বল ফেলে সিম করানো এবং হঠাৎ লাফিয়ে ওঠা ডেলিভারিগুলো লঙ্কান ব্যাটারদের সারাক্ষণ চরম অস্বস্তিতে রেখেছিল। প্রথম ইনিংসে যখন নিরোশন ডিকওয়েলা ও সোনাল দিনুশা ১৪৬ রানের পার্টনারশিপ গড়ে ভারতীয় বোলারদের রীতিমতো হতাশায় ডুবিয়ে দিয়েছিলেন, তখন সেই জুটি ভেঙে দলকে স্বস্তি এনে দিয়েছিলেন এই প্রসিধই। দ্বিতীয় ইনিংসে তাঁর ধার যেন আরও বেড়ে গিয়েছিল।

কলম্বোয় পৌঁছে প্রসিধ কৃষ্ণা। বৃহস্পতিবার।

স্পিনারদের পিচ থেকেও কীভাবে অতিরিক্ত বাউন্স আদায় করে নিতে হয়, তা তিনি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন। অতিরিক্ত বাউন্সের ফাঁদেই কামিন্দু মেন্ডিসকে সাজঘরে ফিরিয়েছিলেন। আবার লঙ্কা শিবিরের 'ত্রাতা' ডিকওয়েলাও তাঁর একটি আচমকা লাফিয়ে ওঠা বল তাড়া করতে গিয়ে উইকেটকিপারের হাতে ধরা পড়েন। নিখুঁত বাউন্সার আর অ্যাঙ্গেলের নিপুণ ব্যবহারে প্রসিদ্ধই হয়ে উঠেছিলেন ভারতের সবচেয়ে কার্যকর পেসার।

প্রসিধের এই অভাবনীয় উন্নতি নজর এড়ায়নি জাতীয় দলের অভিজ্ঞ ব্যাটার চেতেশ্বর পূজারারও। প্রসিধের বোলিং বিশ্লেষণ করতে গিয়ে পূজারা স্পষ্টই বলেছেন, 'প্রসিধ এখন শুধু শর্ট বল বা ব্যাক অফ দ্য লেংথে আটকে নেই। ও এখন ফুল লেংথে বল করতেও সমান আগ্রহী।' উপমহাদেশের মন্থর পিচে সফল হওয়ার জন্য যে টেকনিকাল বদলগুলো দরকার, প্রসিধ তা খুব দ্রুত আয়ত্ত করে নিচ্ছেন বলে মনে করেন পূজারা। তাঁর মতে, প্রসিধের এই পরিণত মানসিকতা ও পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতাই গলে বারেবারে ভারতের ব্রেক থ্রু এনে দেওয়ার অন্যতম বড় কারণ।

অস্ট্রেলিয়া সিরিজের আগে ভারতের পেস আক্রমণ নিয়ে যে একটা চাপা দুশ্চিন্তা ছিল, গলের বাইশ গজে প্রসিধ যেন তার একটা বড় অংশের সমাধান করে দিয়েছেন। শুধু গতির ওপর নির্ভর না করে মগজাস্ত্রে শান দিয়ে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন, তিনি লম্বা রেসের ঘোড়া। রবিবার থেকে কলম্বোর এসএসসি মাঠে শুরু হতে চলা দ্বিতীয় টেস্টে এই প্রসিধই যে কোচ গৌতম গম্ভীরের অন্যতম সেরা পেস অস্ত্র হতে চলেছেন, তা আর আলাদা করে বলার অপেক্ষা রাখে না।

ফিলাডেলফিয়া ইউনিয়নের বিরুদ্ধে গোলের পর আকাশে তাকিয়ে বাবাকে খুঁজলেন লিওনেল মেসি।

বাবার প্রয়াণের পর মেসির প্রথম গোল

মায়ামি, ২০ অগাস্ট : শোক ভুলে ছন্দে ফেরার ইঙ্গিত দিলেন লিওনেল মেসি। পিতা হোর্হে মেসির প্রয়াণের পর এই প্রথম গোল পেলেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা। তারপরও অবশ্য ম্যাচ জিততে পারেনি তাঁর দল ইন্টার মায়ামি। বুধবার রাতে ফিলাডেলফিয়া ইউনিয়নের বিরুদ্ধে মেজর লিগ সকারের ম্যাচ ২-২ গোলে ড্র করেছে তারা। ম্যাচের শুরুতেই পিছিয়ে পড়ে মায়ামি। ২১ মিনিটে ম্যাচে সমতা ফেরায় তারা। ২৬ মিনিটে মেসির বাঁ পায়ের বাঁক খাওয়ানো শটে

ড্র ইন্টার মায়ামির

এগিয়ে যায় ইন্টার মায়ামি। গোলের পর সতীর্থদের সঙ্গে উদযাপনের পর দুই হাত আকাশের দিকে তুলে প্রয়াত পিতাকে শ্রদ্ধা জানান লিও। মায়ামির প্রথম গোলটিতেও অবদান ছিল মেসির। তাঁর বাড়ানো পাস থেকেই সমতা ফেরান ড্যানিয়েল পিন্টার। ম্যাচের ৫৮ মিনিটে ফিলাডেলফিয়া সমতা ফেরায়। পিতার প্রয়াণের পর মাঠে ফিরলেও গত দুই ম্যাচে গোলের দেখা পাননি মেসি। এদিনের এই গোলের সুবাদে চলতি মরশুমে ১৩টি গোল করে এমএলএসের সর্বাধিক গোলস্কোরারের তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে উঠে এলেন মেসি।

যুবভারতী ঘুরে দেখে গেল ব্রাজিলের প্রতিনিধি দল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ অগাস্ট : যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের মাঠ নিয়ে অখুশি না হলেও মাঠের ঘাসকে আরও উন্নত করার পরামর্শ দিলেন ব্রাজিল প্রতিনিধি দল। ৩ অক্টোবর যুবভারতীতে পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল খেলবে ভারতের বিরুদ্ধে। এমন ঐতিহাসিক ম্যাচকে ঘিরে ইতিমধ্যে ফুটবলপ্রেমীদের মধ্যে উত্তেজনার পারদ চড়ছে। এরই মধ্যে ম্যাচ আয়োজনের সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখতে ব্রাজিল থেকে পাঁচ সদস্যের এক প্রতিনিধি দল কলকাতায় হাজির।

পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধি দলে ব্রাজিল পুরুষ দলের জেনারেল সুপারভাইজার সের্গিও ডিমাস ডে অলিভিয়েরা, অপারেশন এবং মার্কেটিং ম্যানেজার পাওলো লিমা, ফিজিওলজিস্ট গুইহেরমে র‍্যামোস, সিকিউরিটি অফিসার ব্রুনো রেইস ও অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ভিনিসিয়াস ব্রোজো কোস্টা রয়েছেন। কলকাতায় আসার পর ব্রাজিল দলের থাকা ও অনুশীলনের ব্যবস্থা খতিয়ে দেখেন তারা। বাইপাসের ধারে দুইটি পাঁচ তারা হোটেল পরিদর্শন করেন। বিকেলে তারা যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে আসেন।

ভিনিসিয়াস জুনিয়ারদের অনুশীলনের জন্য স্টেডিয়াম সংলগ্ন একনম্বর ট্রেনিং গ্রাউন্ড ঘুরে দেখে ব্রাজিলের প্রতিনিধি দল। পরে মূল মাঠ, ড্রেসিং রুম, গ্যালারি, ভিআইপি বক্স সবকিছুই পরিদর্শন করেন। আপাতত প্রাথমিকভাবে সমস্ত কিছু ব্যবস্থা দেখে সন্তুষ্ট ব্রাজিলের প্রতিনিধি দল। তবে সূত্রের খবর, মাঠে ঘাসের ঘনত্ব আরও বাড়ানোর কথা বলেছেন তারা। আবার ১৫ দিন পর সমস্ত কিছু খতিয়ে দেখতে ফের ভারতে আসবেন ব্রাজিলের প্রতিনিধিদল। এদিন ব্রাজিল প্রতিনিধি দলের সঙ্গে ছিলেন রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ, ফেডারেশনের ডিরেক্টর অফ ফুটবল সুব্রত পাল, আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত। পরে ক্রীড়ামন্ত্রী বলেছেন, 'কলকাতায় এক ঐতিহাসিক ম্যাচ হতে চলেছে। আমরা ম্যাচ আয়োজনের জন্য কোনও ত্রুটি রাখব না। জোরকদমে কাজ চলছে।' পরে ব্রাজিল প্রতিনিধি দলের এক সদস্য সাংবাদিকদের জানিয়ে গেলেন, স্টেডিয়াম ও মাঠ দেখে তারা সন্তুষ্ট। আরেক সদস্য অবশ্য বলে গেলেন, 'আমরা সমস্ত কিছু পরিদর্শন করেছি। এর বেশি কিছু বলতে পারব না।' প্রাথমিকভাবে ৩০ সেপ্টেম্বর কলকাতায় আসার কথা রয়েছে ব্রাজিলের। শোনা যাচ্ছে প্রায় ৯০ জন সদস্য নিয়ে ভারতে পা রাখছেন পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা। এই ম্যাচে টিকিটের দাম এখনও ঠিক হয়নি।

এদিকে, কেপ ভের্দের বিরুদ্ধে ম্যাচ খেলার সম্ভাবনা জোরালো হচ্ছে ভারতের। ম্যাচটি ৬ অক্টোবর কলকাতা বা কোচিতে হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

ডুরান্ড ফাইনালে আবার ডার্বি

বিশাল হাতে বৈতরণি পার মোহনবাগানের

**মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট-০
নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-০
(মোহনবাগান টাইব্রেকারে
৪-৩ গোলে জয়ী)**

সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২০ অগাস্ট : ডুরান্ড কাপ সেমিফাইনালেও 'বিশাল' হাতে বৈতরণি পার করল মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট।

ম্যাচের নির্ধারিত ৯০ মিনিট গোলশূন্য। টাইব্রেকারে নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-র দ্বিতীয় শট নিলেন আলাদিন আজারেই। মোহনবাগান গোলকিপার বিশাল কেইথ বলে হাত ছোঁয়ালেও তা জালে জড়িয়ে যায়। তবে নর্থইস্টের শেষ দুইটি শট ঝাঁপিয়ে পড়ে রুখে দিলেন বাগানের 'বাজপাখি' বিশাল। মোহনবাগানের আর শেষ শট নেওয়ার প্রয়োজন পড়েনি। টাইব্রেকার ৪-৩ গোলে জিতে ডুরান্ড ফাইনালে পৌঁছে গেল সবুজ-মেরুন। মোহনবাগানের পক্ষে লক্ষ্যভেদ রাহুল ভেকে, শুভাশিস বসু, লিস্টন কোলাসো ও জেমি ম্যাকলারেনের।

জল থইথই শিলংয়ের জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়াম। ডুরান্ড সেমিফাইনালের খেলা চলল তারমধ্যেই। স্বাভাবিকভাবেই ব্যাহত হল মনবীর সিং, সাহাল আবদুল সামাদদের সহজাত ফুটবল। তারপরও ম্যাচের প্রথম ৪৫ মিনিট আধিপত্য রাখল মোহনবাগানই। বৃষ্টিভেজা মাঠে শুরু থেকেই লং বলে খেলার ওপর জোর দেন বাগান কোচ প্যানাজিওটিস দিলম্পেরিস। নর্থইস্ট বিক্ষিপ্তভাবে আক্রমণ করলেও সেই অর্থে সবুজ-মেরুন রক্ষণকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতে ব্যর্থ। দলের প্রাণভোমরা আলাদিন গোল লক্ষ্য করে বেশ কয়েকবার শট নিলেন বটে, যদিও তাতে বিশালকে কঠিন পরীক্ষার মুখে পড়তে হয়নি। মরক্কান গোলমেশিনকে আটকাতে ম্যাচের আগাগোড়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিলেন অভিষেক সিং টেকচাম। তুলনায় মোহনবাগান যা সুযোগ পেয়েছিল তাতে গোলমুখ খুলে ফেলতেই পারত তারা। ১৯ মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে আপুইয়ার শট সহজেই তালুবন্দি করেন নর্থইস্ট গোলকিপার গুরমিত সিং। ২৩ মিনিটে লিস্টনের ফ্রি কিক কর্নারের বিনিময়ে বিপন্মুক্ত করেন তিনি। ৪৩ মিনিটে প্রায় মাঝমাঠ থেকে গোল লক্ষ করে শট নেন সাহাল। গোল ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন গুরমিত। সাহালের দূরপাল্লার শট কোনওক্রমে শরীর ছুড়ে দিয়ে বাঁচান নর্থইস্ট গোলকিপার। লং বল খেলতে গিয়ে মোহনবাগান ফুটবলারদের ভুলভ্রান্তিও কম হল না। একের পর এক নিজেদের দখলে থাকা বল বিপক্ষের পায়ে তুলে দিলেন লিস্টন, শুভাশিসরা। তবে ম্যাচের শুরু থেকেই মোহনবাগানের মাঝমাঠ সচল রাখলেন সামির জেলজকোভিচ। অনেকটা জায়গা নিয়ে খেলতে পারেন বসনিয়ান এই মিডফিল্ডার। তবে অতিরিক্ত বল পায়ে রাখতে গিয়ে বারবার নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছিলেন তিনিও। দ্বিতীয়ার্ধে ম্যাকলারেন, মিগুয়েল ফিগুয়েরা, লালিয়ানজুয়ালা ছাঙ্গতেদের নামিয়ে আক্রমণে ধার বাড়ান বাগান কোচ। যদিও ম্যাচে তার কোনও প্রভাব পড়ল না। সবুজ-মেরুন জার্সিতে অভিষেকে উল্লেখযোগ্য তেমন কিছুই করতে পারলেন না মিগুয়েল বা ছাঙ্গতে।

উলটে ম্যাচ যত শেষদিকে গড়াল বাগান রক্ষণে চাপ বাড়াল নর্থইস্ট। মূলত দুই প্রান্তকে কাজে লাগিয়ে সবুজ-মেরুন রক্ষণে চিড় ধরানো পরিকল্পনা ছিল হুয়ান পেদ্রো বেনালির। ৬৩ মিনিটে বক্সে বল পান আবদুল রাবিহ। তাঁর মাইনাসে পা ছোঁয়াতে পারলেই গোল পেতে পারতেন আলাদিন। সে যাত্রায় কোনওক্রমে রক্ষা পায় মোহনবাগান। শেষবেলায় এমন বেশ কয়েকবার মোহনবাগানের নাভিশ্বাস তুলে দিয়েছিলেন পার্থিব গগৈ, লুইস নিকসন ম্যাকারটনরা। যদিও রক্ষণভাগের তৎপরতায় বিপদ এড়াতে পেরেছে সবুজ-মেরুন। এরপর টাইব্রেকারে রবিন যাদব ও পার্থিবের শট রুখে দিয়ে নায়ক বিশাল।

টাইব্রেকারে জোড়া সেভ করে হুংকার মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের গোলকিপার বিশাল কেইথের। বৃহস্পতিবার।

জামশেদপুর এফসি-র বিরুদ্ধে কোয়ার্টার ফাইনালেও সাডেন ডেথে প্রতিরোধ গড়েছিলেন তিনি। এদিন শিলংয়ে আরও একবার বাগানের ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন বিশাল। রবিবার ডুরান্ড ফাইনালে ফের মুখোমুখি চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান।

মোহনবাগান : বিশাল, অভিষেক, রাহুল, আলবার্তো, শুভাশিস, আপুইয়া, জেলজকোভিচ (মিগুয়েল), কিয়ান (ম্যাকলারেন), সাহাল (অনিরুদ্ধ), লিস্টন ও মনবীর (ছাঙ্গতে)।

এফিয়ংকে ফাইনালের আগে চায় ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ অগাস্ট : ইস্টবেঙ্গল কোচ হিসেবে প্রথম ট্রফি জয়ের হাতছানি আন্তোনিও লোপেজ হাবাসের সামনে। ২০২৩ সালের পর ফের ডুরান্ড কাপের ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল। নেপথ্যে স্প্যানিশ বস হাবাসের মগজাস্ত্র। কিন্তু ফাইনালের আগে তাদের চিন্তার কারণ দলের ভূরিভূরি সুযোগ নষ্ট।

সেমিফাইনালে একাধিক সুযোগ তৈরি করেও ফিনিশ করতে পারেননি লাল-হলুদের স্ট্রাইকাররা। জেসিন টিকে শেষ চারে হতাশ করেছেন। দীর্ঘদিন রিজার্ভ বেঞ্চে থাকতে থাকতে ডেভিড লালহালানসাঙ্গার খেলাতেও আত্মবিশ্বাসের অভাব সুস্পষ্ট। কোচ হাবাসও গোল মিসের বহর দেখে হতাশ। তাঁর কথায়, 'আমরা প্রতি ম্যাচে প্রচুর সুযোগ তৈরি করছি। কিন্তু গোল করতে পারিনি। এটা বেশ সমস্যার। তবে ফাইনালের আগে সব ভুলত্রুটি শুধরে নিতে হবে।'

গোলের সমস্যা মেটাতে ফাইনালের আগে বিদেশি স্ট্রাইকার এনসুঙ্গুসি এফিয়ংকে কলকাতায় আনতে মরিয়া ইস্টবেঙ্গল। এমনিতেই পিভি বিষ্ণু চোটের জন্য ফাইনালে নেই। তাঁর সেরে উঠতে অন্তত তিন সপ্তাহ সময় লাগবে। জেসিন-ডেভিডরাও হতাশ করছেন। তাই এফিয়ংকে আনতে চাইছে ইস্টবেঙ্গল। তাঁর ভিসা সংক্রান্ত জটিলতাও কাটতে চলেছে। দেশে থাকলেও কোচের নির্দেশ অনুযায়ী নিয়মিত ফিটনেস ট্রেনিং করেছেন তিনি। সবকিছু ঠিক থাকলে ফাইনালে লাল-হলুদ জার্সিতে অভিষেক হতে চলেছে এফিয়ংয়ের।

ফাইনালে কে প্রতিপক্ষ তা নিয়ে ভাবছেন না হাবাস। তাঁর পরিষ্কার কথা, 'আমি আগাম কোনও ভবিষ্যদ্বাণী করতে চাই না। প্রতিপক্ষ নিয়ে ভাবছি না।' আপাতত ফাইনালের আগে দুইটি প্র্যাকটিস সেশন পাচ্ছেন হাবাস।

এদিকে শোনা যাচ্ছে, ইস্টবেঙ্গল তাদের ষষ্ঠ বিদেশি হিসেবে একজন ডিফেন্ডারকে চূড়ান্ত করে ফেলেছে। কয়েকদিনের মধ্যেই তাঁর নাম ঘোষণা করবে লাল-হলুদ শিবির।

ইংল্যান্ডকে আটকে দ্বিতীয় রাউন্ডে ভারত

আমস্টেলভিন, ২০ অগাস্ট : হকি বিশ্বকাপের পুল 'ডি'-র ম্যাচে বৃহস্পতিবার ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে গোলশূন্য ড্র করল ভারতীয় মহিলা দল। ড্রয়ের সুবাদে ৫ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপে দ্বিতীয় হয়ে পরের রাউন্ডে গেল তারা। ৪ পয়েন্ট নিয়ে ছিটকে গেল ইংল্যান্ড। দ্বিতীয় রাউন্ডে যেতে জিততেই হত ইংল্যান্ডকে। তাই শুরু থেকেই তারা আক্রমণাত্মক মেজাজে ছিল। গোটা ম্যাচে ১১টি পেনাল্টি কর্নার পেয়েও শেষপর্যন্ত কাজে লাগাতে পারেনি ইংল্যান্ড। অন্যদিকে, দাঁতে দাঁত চেপে ডিফেন্ড করেছেন সবিতা পুনিয়া, বিচ্ছু দেবীরা। অপরাজিত থেকে রাউন্ডে গেলেও বল কন্ট্রোল, পাসিং এবং পেনাল্টি কর্নার কাজে লাগাতে না পারা চিন্তায় রাখবে ভারতের কোচ শোয়ের্ড মারিনকে। ৬টি পেনাল্টি কর্নার পেয়েও গোল করতে পারেননি নভনীত কাউররা। অন্যদিকে, ৭ পয়েন্ট নিয়ে পুল 'ডি'-র শীর্ষে থেকে পরের রাউন্ডে গেল চিন।

ইংল্যান্ডের সঙ্গে ড্র করে উচ্ছ্বাস ভারতীয় মহিলা হকি দলের। আমস্টেলভিনে।

ইস্টবেঙ্গলের ১২ গোলের একটি। জালে বল জড়ানোর পথে ইস্টবেঙ্গলের অষ্টম ওরাওঁ। কুয়ালা লামপুরে।

রেকর্ড জয় লাল-হলুদের মেয়েদের

**ইস্টবেঙ্গল এফসি-১২ (প্রিয়াংকা-২, অলিভিয়া-২, ওপোকু-২, অষ্টম, অ্যাবিগেইল, শিল্কি, অঞ্জু, সৌম্যা, সুলঞ্জনা)
রোভার্স এফসি-০**

কুয়ালা লামপুর, ২০ অগাস্ট : মহিলাদের চ্যাম্পিয়ন্স লিগের প্রাথমিক পর্বের দ্বিতীয় ম্যাচে বড় জয় ইস্টবেঙ্গলের। রোভার্স এফসি-কে ১২-০ গোলে চূর্ণ করল তারা।

এদিন রোভার্সের বিরুদ্ধে জোড়া গোল করেন প্রিয়াংকা দেবী, অলিভিয়া আনোকি ও আবেকা ওপোকু। এছাড়াও স্কোরশিটে নাম তোলেন অ্যাবিগেইল অ্যান্টউয়ি, শিল্কি দেবী, অষ্টম ওরাওঁ, অঞ্জু চানু, সৌম্যা গুগুলথ ও সুলঞ্জনা রাউল। এই জয়ের সুবাদে ইস্টবেঙ্গল এদিন নয়া নজির গড়েছে। পুরুষ ও মহিলা দুই বিভাগ মিলিয়ে এশীয় প্রতিযোগিতায় কোনও ভারতীয় ক্লাবের এটাই সবচেয়ে বড় জয়। এর আগে রেকর্ডটি ছিল ইস্টবেঙ্গলের পুরুষ দলের দখলে। ১৯৮৫-'৮৬ এশিয়ান ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপে তারা মালদ্বীপের ক্লাব ভ্যালেন্সিয়াকে ৯-০ গোলে হারিয়েছিল। সেই রেকর্ড এবার ভেঙে দিল লাল-হলুদের মহিলা দল।

আপাতত দ্বিতীয় ম্যাচে জিতে সরাসরি গ্রুপপর্বে খেলার সম্ভাবনা আরও উজ্জ্বল করল অ্যান্থনি অ্যান্ড্রুজের মেয়েরা।

ছন্দহীন কুলদীপের পরিবর্ত হয়তো জৈন

সামিয়কভাবে নির্বাসিত স্বপ্না

- খবর এগারোর পাতায়

হাত বাড়ালেই
Suvida
গর্ভনিরোধক পিল
ESKAG PHARMA PRIVATE LIMITED
6290 900 900 / 8017 444 555

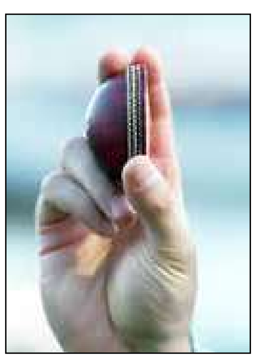
প্রথম ইনিংসে অলি রবিনসন ও জোশুয়া টাঙ্গ ৫টি করে উইকেট পেয়েছিলেন। স্মারক বলের অর্ধেক অংশ হাতে রবিনসন।

বল কেটে ভাগ করে নিলেন রবিনসন-টাঙ্গ!

হেডিংলে, ২০ অগাস্ট : দুইজনের ঝোলাতেই পাঁচ উইকেট। স্মারক বল কে নেবেন? সমাধান সূত্র হিসেবে লাল ডিউক বল কেটে আধাআধি ভাগ! আর সেই অর্ধেক বল স্মারক হিসেবে নিয়ে গতকাল প্রথম দিনের শেষে টিম হোটেলে ফেরেন ইংল্যান্ডের দুই পেসার অলি রবিনসন ও জোশুয়া টাঙ্গ! চলতি লিডস টেস্টে অবশ্য কোনও ভাগাভাগি নেই। ম্যাচের শুরু থেকে ইংল্যান্ডের দাপট। গতকাল পাকিস্তানের প্রথম ইনিংস ১৭১ রানে গুটিয়ে দেওয়ার দিনের শেষে ইংল্যান্ড পৌঁছে যায় ১১২/২ স্কোরে। বৃহস্পতিবার বৃষ্টিবিঘ্নিত দ্বিতীয় দিনে ম্যাচের রাশ আরও শক্ত স্টিফেন ফ্লেমিংয়ের প্রশিক্ষণে প্রথম টেস্ট খেলতে নামা ইংল্যান্ডের।

খারাপ আবহাওয়ার কারণে প্রথম সেশনে খেলা হয়নি। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর মাঝের সেশনে দ্বিতীয় টেস্ট খেলতে নেমে জর্ডন কক্সকে (৭৩) নিয়ে জো রুটের (৬৬) ১৫০ রানের জুটির চাপে পাকিস্তান আরও কোণঠাসা। রুটের ক্লাসিক ব্যাটিংয়ের পাশে কক্সের ব্যাটে বাজবলের ছোঁয়ায়। অধিনায়ক হিসেবে প্রত্যাবর্তন ইনিংসে ৬৬ রানের সুবাদে শচীন তেন্ডুলকারের সর্বাধিক টেস্ট রানের (১৫৯২১) সঙ্গে ব্যবধান আরও কমিয়ে নেন রুট (১৪১৮০)। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ইংল্যান্ডের স্কোর ৩৬৪/৭। হ্যারি ব্রুক ৯১ ও ড্যান লরেন্স ৫১ রানে আউট হন।

চেনা প্রতিপক্ষের কাছে হার আয়ুষের

বিদায় সিন্ধুর, কোয়ার্টার ফাইনালে সাতচি-তৃষারা

নয়াদিল্লি, ২০ অগাস্ট : বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপের অভিষেক ম্যাচে বিশ্বের এক নম্বর সি ইউ কি-কে হারিয়ে কেরিয়ারের সবচেয়ে বড় জয় পেয়েছিলেন। কিন্তু বৃহস্পতিবার বিশ্বসেরার আসরে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে বিদায় নিলেন ভারতের উঠতি ব্যাডমিন্টন তারকা আয়ুষ শেট্টি। চেনা প্রতিপক্ষ ইন্দোনেশিয়ার আলউই ফারহানের বিরুদ্ধে মাত্র ৪৫ মিনিটে ১৯-২১, ১১-২১ পয়েন্টে হেরে গেলেন তিনি।

জুনিয়ার পর্যায়ে একাধিকবার ফারহানের মুখোমুখি হয়েছেন ২১ বছরের আয়ুষ। ফলে ইন্দোনেশিয়ার শাটলারের খেলার ধরন সম্পর্কে আয়ুষের স্বচ্ছ ধারণা রয়েছে। ম্যাচের প্রাক্কালে কোর্টের মধ্যে ফারহানের গতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন আয়ুষ। এদিন সেটাই হল। ফারহানের গতির সঙ্গে পাল্লা দিতে পারলেন না আয়ুষ। দ্বিতীয় রাউন্ডে সহজ জয় পাওয়া আয়ুষ এদিন শুরুটা ভালো করেছিলেন। প্রথম গেমে ১৪-১৮ পয়েন্টে পিছিয়ে থাকার পর ১৮-১৯ করেন আয়ুষ। কিন্তু সেটা জিততে পারেননি তিনি। দ্বিতীয় গেমে ফারহানের গতির সামনে দাঁড়াতেই পারেননি কর্ণাটকের ব্যাডমিন্টন তারকা।

আয়ুষের মতো অভিযান শেষ হয়ে গিয়েছে আরেক তারকা পিভি সিন্ধুরও। মহিলাদের সিঙ্গলসে শেষ ষোলোয় তিনি ১১-২১, ২১-১৫, ১৭-২১ পয়েন্টে চিনের ওয়াং ঝি ইউয়ির বিরুদ্ধে হেরে গিয়েছেন। প্রথম গেমে সিন্ধু প্রতিরোধই গড়ে তুলতে পারেননি। দ্বিতীয় গেমে ছন্দে ফিরতে শুরু করেন ভারতীয় শাটলার। ১১-৮ পয়েন্টে এগিয়ে যাওয়ার গেম জিততে অসুবিধা হয়নি সিন্ধুর। দ্বিতীয় গেমের মোমেন্টাম ডিসাইডারেও ধরে রাখার চেষ্টা করেন তিনি। শুরুতেই ৫-২ গেমে এগিয়ে গিয়েছিলেন। 'মিড গেম ব্রেকে' যান ১১-১০ পয়েন্টের লিড নিয়ে। কিন্তু এখান থেকেই পিছোতে শুরু করেন সিন্ধু। ওয়াং ১৬-১৬ করে ফেলার পর নার্ভ ধরে রাখতে না পেরে ম্যাচ হেরে যান ভারতীয় তারকা।

আয়ুষ, সিন্ধুর বিদায়ের মধ্যে পদক থেকে এক ম্যাচ দূরে সাত্বিকসাইরাজ রাঙ্কিরেড্ডি-চিরাগ শেট্টি ও গায়ত্রী গোপীচাঁদ-তৃষা জলি। মহিলাদের ডাবলসে গায়ত্রীরা ২১-১৬,২১-১২ পয়েন্টে বিশ্বের ৭ নম্বর জাপানের রিন ইওয়ানাগা-কেই নাগানিশিকে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছেন। পরের রাউন্ডে জিতলে অন্তত ব্রোঞ্জ নিশ্চিত হবে তৃষাদের। 'সাতচি' প্রথম গেম হেরেও ২১-২৩, ২১-১৯, ২১-১৭ পয়েন্টে মালয়েশিয়ার জুনাইদি আরিফ-ইয়াপ কিংকে হারিয়ে শেষ আটের টিকিট নিশ্চিত করে নেন।

শেষ আটে পৌঁছে সাত্বিকসাইরাজ রাঙ্কিরেড্ডি ও চিরাগ শেট্টি।

বড় জয় কমলাবাগানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২০ অগাস্ট : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের দেবীরানি ঘোষ, স্নিগ্ধা ভট্টাচার্য ও বিমলারানি বসাক ট্রফি মহিলা ফুটবলে বৃহস্পতিবার কমলাবাগান এফসিসি ৫-০ গোলে চূর্ণ করেছে ভিএনসি মর্নিং সকারকে। হিনা মুন্ডা ৩ মিনিটে গোলের দরজা খোলেন। এরপর ২৯, ৩০, ৩২ ও ৬০ মিনিটে চার গোল করে কমলাবাগানের জয় নিশ্চিত করেন ম্যাচের সেরা শবনম কুজুর। শুক্রবার খেলবে মধুর মিলন সংঘ ও ভৌমিক ওয়ারিয়র্স।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছেন শবনম কুজুর।

নিউ স্পোর্টিং-নবীনের ড্র

রাজগঞ্জ ও বেলাকোবা, ২০ অগাস্ট : জেলা ক্রীড়া সংস্থার রাজগঞ্জ জোন ফুটবল লিগের গ্রুপ 'এ'-তে বৃহস্পতিবার শিকারপুর নিউ স্পোর্টিং ক্লাব ও সাহাপাড়া নবীন সংঘের ম্যাচ ১-১ গোলে ড্র হয়েছে। বেলাকোবা হাইস্কুল মাঠে নবীনের রোহিত পাহাড় ও নিউ স্পোর্টিং ক্লাবের হয়ে ম্যাচের সেরা কিরণ ওরাওঁ গোল করেন।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
₹১কোটির বিজয়ী হলেন
হুগলী-এর এক বাসিন্দা

09.06.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 95D 65218 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি সাধারণ মানুষের জন্য কটি দশ টাকা খরচ করে ভাগ্য পরীক্ষা করার একটি আদর্শ মাধ্যম হয়ে উঠেছে। এর জন্য কোনো বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন হয় না এবং পুরস্কার পেলে আমরা আনন্দ উপভোগ করতে পারি। ডিয়ার লটারিকে আমার বিশেষ ধন্যবাদ।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়, তাই এর স্বচ্ছতা প্রমানিত।

পশ্চিমবঙ্গ, হুগলী - এর একজন বাসিন্দা অশোক সাঁতরা - কে

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

শ্যামাপ্রসাদ চ্যালেঞ্জ কাপ ৩০ শে

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২০ অগাস্ট : দার্জিলিং জেলা পাওয়ার লিফটিং সংস্থার ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মেমোরিয়াল চ্যালেঞ্জ কাপ পাওয়ার লিফটিং, বেঞ্চ প্রেস ও ডেড লিফট আগামী ৩০ অগাস্ট শিলিগুড়ি প্রণামী মন্দির চত্বরে অনুষ্ঠিত হবে। রাজ্য পাওয়ার লিফটিং সংস্থার চেয়ারম্যান অমিত সরকার প্রতিযোগিতার ঘোষণা করে বলেছেন, 'শিলিগুড়ি প্রণামী মন্দির কর্তৃপক্ষ ও উত্তরবঙ্গ ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সেবা সমিতি এই প্রতিযোগিতা আয়োজনে সহযোগিতা করছে। পুরুষদের জন্য প্রতিযোগিতায় ৫৫, ৬২, ৬৯, ৭৭, ৮৫, ৯৪ ও ৯৪ কেজির ঊর্ধ্ব ওজন বিভাগ রাখা হয়েছে। মহিলাদের জন্য থাকছে ৪৮, ৫৩, ৫৮, ৬৪, ৭২ ও ৭২ কেজির বেশি ওজন বিভাগ। মাস্টারে পুরুষদের জন্য ৬৯ ও ৬৯ কেজির ঊর্ধ্ব ওজন বিভাগ। মাস্টারে মহিলারা নামতে পারবেন ৬৪ ও ৬৪ কেজির ঊর্ধ্ব বিভাগে।' প্রতিযোগিতার ডিরেক্টর রতন শর্মার উপস্থিতিতে দার্জিলিং জেলা পাওয়ার লিফটিং সংস্থার সচিব অশোক চক্রবর্তী জানিয়েছেন, প্রতিযোগিতা শুরুর আগে সকাল ৮টা থেকে বডি ওয়েট মাপা হবে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ইতিমধ্যে ১৪৫ জন নাম লিখিয়েছে। নদিয়া, মেদিনীপুর, কলকাতা থেকেও লিফটাররা আসছে।

পাওয়ার লিফটিং, বেঞ্চ প্রেস প্রতিযোগিতার ঘোষণায় কর্মকর্তারা।

সিএবি-র বর্ষসেরা রত্না

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২০ অগাস্ট : সিএবি-র ২০২৫-'২৬ মরশুমের অনূর্ধ্ব-১৮ মেয়েদের বিভাগে বর্ষসেরা ক্রিকেটার নিবাচিত হল শিলিগুড়ির রত্না বর্মন। মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের তরফে রত্নাকে অভিনন্দন জানানো হয়েছে।

DEPARTMENT OF NEUROSURGERY
STAR HOSPITAL
Advanced Neurosurgical Solutions, Better Outcomes
AREAS OF EXPERTISE
Advanced Brain & Spine Surgery
Stroke & Endovascular Neurosurgical Care
Management of Headache, Migraine, Epilepsy & Seizure Disorders

DR. PANKAJ KUMAR
Consultant NEUROSURGEON
MBBS, MS, M.CH (NEUROSURGERY)
CALL FOR APPOINTMENT 1800 123 8044 | 800 100 6060
starhospitalslg@gmail.com | www.starbhospitalslg.com
Asian Highway - 2, Near Tinbatti More, Siliguri - 734004